পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

# দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

৩ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com

কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 209 Tuesday, 30 June, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ২০৯ সংখ্যা ❋ ১৫ আষাঢ় ১৪৩৩, মঙ্গলবার, ৩০ জুন ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

## ২ জুলাই মন্ত্রিসভায় ইউসিসি বিলের খসড়া পেশ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ জুনঃ** আগামী ২ জুলাই রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে 'ইউসিসি বিল ২০২৬'-এর খসড়া পেশ হবে। সোমবার বিধানসভার অধিবেশনে এই ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এই বিল তৈরির জন্য একটি কমিটি গঠন করে দেওয়া হচ্ছে। সেই কমিটির সুপারিশ মেনেই এই বিল আনা হবে। জানানো হয়েছে, আদিবাসী সমাজকে এই আইনের বাইরে রাখা হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''আমি উত্তরাখণ্ড, গুজরাটকে অনুসরণ করে একটি কমিটি গঠন করার প্রস্তাব করেছি। সেই কমিটির প্রধান হবেন সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি রঞ্জনা প্রসাদ দেশাই। কমিটির সদস্য থাকবেন একজন অবসরপ্রাপ্ত আইএএস অফিসার, আইন বিশেষজ্ঞ, একজন শিক্ষাবিদ, একজন সমাজসেবী ও একজন অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি জেনারেল।'' এই কমিটিকে একমাস সময় দেওয়া হয়েছে। আগস্ট মাসে এই কমিটি রিপোর্ট জমা দেবে। সেই কমিটির সুপারিশ মেনেই বিল আনা হবে। শুভেন্দুর কথায়, ''আমরা ইউনিফর্ম সিভিল কোড বিল আনতে চলেছি। এই রাজ্যে একটাই আইন চলবে, ধর্মের ভিত্তিতে দু'টি আইন চলবে না। এ ক্ষেত্রে আদিবাসী, কুড়মি-সহ যাঁরা প্রাচীন জনজাতি সম্প্রদায়ের, তাঁরা এই আইনের বাইরে থাকবেন।''

## পুলকার দুর্ঘটনায় রক্তাক্ত স্কুলপড়ুয়ারা!

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ জুনঃ** ফোর্ট উইলিয়ামের সামনে ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা। পুলকারের সঙ্গে প্রাইভেট গাড়ির ধাক্কা। আহত ৩ স্কুল পড়ুয়া। পুলকারের চালকও আহত। পুলিশ সূত্রে খবর, রেড রোডের দিক থেকে একটি প্রাইভেট গাড়ি এসে জেএন আইল্যান্ডের কাছে পার্কস্ট্রিটগামী পুলকারে সজোরে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনার সময় পুলকারের ভিতরে বেশ কয়েকজন স্কুল পড়ুয়া ছিল বলেই পুলিশ সূত্রে খবর। প্রাইভেট গাড়িটিকে আটক করেছে পুলিশ। অভিঘাত এতটাই বেশি ছিল যে পুলকারের সামনের অংশ একেবারে দুমড়ে মুছড়ে গিয়েছে। পুলকারের দরজাও দুমড়ে গিয়েছে। উইন্ড গ্লাস ভেঙে গিয়েছে। পুলকারটি পার্কস্ট্রিটের দিকে যাচ্ছিল। সেই সময়ে রেড রোডের দিক থেকে একটি প্রাইভেট গাড়ি সজোরে এসে ধাক্কা মারে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানাচ্ছেন, প্রাইভেট গাড়িটির গতিবেগ স্বাভাবিকের থেকে বেশি ছিল। ধাক্কায় পুলকারটি রীতিমতো পাল্টি হয়ে যায়। সে সময়ে পুলকারে ৮-১০ জন স্কুল পড়ুয়া ছিল। তিন জন পড়ুয়ার আঘাত লাগে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, দু'জনের আঘাত সামান্য হলেও এক জনের মাথায় গুরুতর চোট লেগেছে। তার মাথা ফেটে গিয়েছে, কয়েকটি সেলাই পড়েছে বলে জানা গিয়েছে। পুলকার চালকও আহত। তাঁর হাতে গুরুতর চোট লাগে। ঘাতক প্রাইভেট গাড়িটিকে ইতিমধ্যেই বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। চালককে আটক করেছে ময়দান থানার পুলিশ। সিগন্যাল না মানায় দুর্ঘটনা নাকি গতির জেরে, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

# 'দাঙ্গাবাজদের ভিটেমাটি বেচে ক্ষতিপূরণ আদায় হবে'

### গুন্ডা বিলের আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ জুনঃ** রাজ্যে সম্পত্তি ধ্বংস, দাঙ্গা এবং উগ্র আইন অমান্যের সংস্কৃতির অবসান ঘটাতে বিধানসভায় দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিল পেশ করল নতুন সরকার। বিলের প্রয়োজনীয়তা এবং প্রাসঙ্গিকতা বোঝাতে গিয়ে সোমবার বিধানসভার কক্ষে দাঁড়িয়ে বিগত তৃণমূল সরকারের তোষণ নীতি ও আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থার চরম অধঃপতনকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বিরোধী শিবিরের তুমুল হইহট্টগোলের মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দেন, সরকারি বা সাধারণ মানুষের সম্পত্তি ধ্বংস করলে এবার আর পার পাওয়া যাবে না অপরাধীদের ঘরবাড়ি বিক্রি করে দ্রুত সেই ক্ষতিপূরণ উসুল করবে প্রশাসন। এ দিন বক্তব্য শুরু করতেই মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভার দর্শক গ্যালারির দিকে আঙুল তুলে জানান, রাজনৈতিক হিংসার শিকার হওয়া পরিবারগুলি আজ সশরীরে এই হাউসে উপস্থিত। ডায়মন্ড হারবারে খুন হওয়া রাজু সামন্তের পরিবার, মুর্শিদাবাদের নিহত হরগোবিন্দ দাস ও চন্দন দাসের পরিবার এবং নন্দীগ্রামে স্রেফ নতুন সরকারকে ভোট দেওয়ার 'অপরাধে' আক্রান্ত দেবব্রত মাইতির পরিজনেরা আজ গ্যালারিতে বসে বিচার চাইছেন। বিগত সরকারকে বিঁধে শুভেন্দুর তোপ, ''তৎকালীন সরকার যদি সময়মতো কঠোর ব্যবস্থা নিত এবং সাধারণ অপরাধ ও ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতির মধ্যে তফাত বজায় রাখত, তবে আজ এই পরিবারগুলোকে এ দিন দেখতে হত না। আপনারা নির্বাচনে শুধু হারেননি, মানুষ আপনাদের প্রত্যাখ্যান করেছে।'' নিজেদের বিপুল জয়ের খতিয়ান তুলে ধরে তিনি জানান, মাটিগাড়া-নকশালবাড়িতে ১ লাখ ৪ হাজার, ইংলিশবাজারে প্রায় ১ লাখ এবং ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ী আসনেও প্রায় লক্ষাধিক ভোটের ব্যবধানে জয় এসেছে। অন্যদিকে, কলকাতার ভবানীপুর কেন্দ্রের ৭৭ নম্বর ওয়ার্ডে খোদ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী 'মাইনাস' (পিছিয়ে) ছিলেন, কেবল ৮২ নম্বর ওয়ার্ডের জোরে কোনওমতে বৈতরণী পার হয়েছিলেন। বর্তমানে বিরোধী বেঞ্চের বিশৃঙ্খলাকে কটাক্ষ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''বর্তমানে বিধানসভায় কোনও শক্তপোক্ত অপজিশন নেই। কেউ কক্ষ ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন, কেউ আবার নিজের দলের লোকের জামা ধরে টানছেন। কারও দাবি, তিনিই আসল তৃণমূল, আবার কেউ অন্যকে ল্যাম্পপোস্ট বলছেন।'' রাজনীতিতে এই ধরনের চরম দুর্বৃত্তায়নের ইতিহাস টেনে শুভেন্দু বলেন, ''আমি নিজে ছাত্র রাজনীতি করে ধাপে ধাপে কাউন্সিলর ও বিধায়ক হয়েছি। রাজনীতিতে এই অধঃপতনের সূত্রপাত হয়েছিল বামেদের আমলে। ২০০১ সালে পরিবর্তনের জনমতকে গায়ের জোরে আটকাতে তৈরি করা হয়েছিল 'হার্মাদ বাহিনী'। লক্ষ্মণ শেঠ, সুশান্ত ঘোষ, অমিয় পাত্রদের মতো নেতারা সেই জমানার সৃষ্টি। তবে হ্যাঁ, এবার ডোমকল থেকে ওদের (সিপিএম) একজন ভদ্রলোক অন্তত জিতে এসেছেন।'' ২০১৯ সালের এনআরসি ও সিএএ বিরোধী আন্দোলনের নামে রাজ্যে যে ব্যাপক তাণ্ডব চলেছিল, এ দিন তার বিশদ বিবরণ দেন মুখ্যমন্ত্রী। নাম না করে মন্তেশ্বরে পরাজিত প্রাক্তন মন্ত্রী তথা ধর্মীয় নেতা সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, ''তিনি ছোট ছোট বাচ্চাদের ধর্মীয় পোশাক পরিয়ে রাস্তায় নামিয়েছিলেন। ভুল বুঝিয়ে বলেছিলেন, এটা সিএএ নয়, এনআরসি সবার নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়া হবে। আর এর পরেই তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং

● এরপর ৬ পাতায়...

## 'তোষণের জন্যই তৃণমূল জমানায় ওবিসি সংরক্ষণ বাড়ানো হয়'

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ জুনঃ** বিধানসভায় ধ্বনিভোটে পাশ হল ওবিসি সংক্রান্ত জোড়া সংশোধনী বিল। আজ বিধানসভায় বিল দু'টি পেশ করেন অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ মন্ত্রী গৌরীশঙ্কর ঘোষ। বিল দু'টি হল পশ্চিমবঙ্গ অনগ্রসর শ্রেণি কমিশন (সংশোধনী) বিল, ২০২৬। আরেকটা হল পশ্চিমবঙ্গ অনগ্রসর শ্রেণি (তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতি ব্যতীত) (সরকারি চাকরি ও পদে সংরক্ষণ) (সংশোধনী) বিল, ২০২৬। বিল নিয়ে আলোচনার সময় পূর্বতন সরকারে তৃণমূলকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেন মন্ত্রী গৌরীশঙ্কর। বিগত তৃণমূল সরকারকে আক্রমণ করে গৌরীশঙ্কর ঘোষ বলেন, আগের সরকার ১১৩ জাতিকে অন্তর্ভুক্ত করেছিল। শুধুমাত্র রাজনীতির জন্য কমিশন মনে করলে তারা সুপারিশ করতে পারবে। সেই অনুসারে পদক্ষেপ করা হবে। যাঁরা বলছেন একটি সম্প্রদায়কে টার্গেট করা হচ্ছে, যখন নিয়ম না মেনে একটি সম্প্রদায়ের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল? তখন বলেননি কেন? হাইকোর্টের সিদ্ধান্তকে মান্যতা দিয়ে এই বিল এনেছি।'' এদিন বিলের পক্ষে ভাষণ দিতে গিয়ে বিধায়ক অরিজিৎ বক্সী বলেন, ''সময় মাত্র ১৩ মিনিট। কিন্তু ১৪ বছরের যুদ্ধের ইতিহাস। বুদ্ধিজীবী সুলভ মিথ্যাচারের দুর্দান্ত উদাহরণ হতে পারে আইনজগতের ও সংসদের সামনে। প্রাতিষ্ঠানিক

দুর্নীতিরও কালো অধ্যায়, যাঁর বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী লড়াই শুরু করেছেন।'' ওবিসি চিহ্নিতকরণের ইতিহাস উল্লেখ করে বিধায়ক বলেন, ''সুপ্রিম কোর্ট প্রত্যেকটা রাজ্যে অনগ্রসর শ্রেণির চিহ্নিত করার জন্য ট্রাইব্যুনাল বা কমিশন গঠনের নির্দেশ দেন। নির্দেশ অনুযায়ী, ১৯৯৩ সালে পশ্চিমবঙ্গে গঠিত হয় ওয়েস্ট বেঙ্গল কমিশন ফর ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস। এই কমিশন গঠিত হওয়ার পর ১৯৯৪ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত ১৫ বছরে মোট ৬৬টি জনগোষ্ঠীকে ওবিসি তালিকাভুক্তর যোগ্য হিসেবে চিহ্নিত

''তোষণের জন্যই তৃণমূল জমানায় সংরক্ষণ বাড়ানো হয়। সংখ্যালঘুদের প্রকৃত উন্নয়ন সংক্রান্ত ভাবনা ছিল না বিলে। আগের সরকার বিল নিয়ে কোনও আলোচনা করেনি। সামাজিক সমীক্ষা না করেই বিলে সংশোধনী এনেছিল তৃণমূল সরকার। অনগ্রসর শ্রেণী যাতে বঞ্চিত না হয়, সেই লক্ষ্যেই বিল আনা হয়েছে।'' জবাবি ভাষণে মন্ত্রী আরও বলেন, ''আগের সরকার অতিরিক্ত যে জাতি তালিকা ভুক্ত করেছিল, সেটা শুধু রাজনৈতিক লাভের জন্য করেছিল। কলকাতা হাইকোর্ট যে আদেশ দিয়েছিল, তার সঙ্গে সামঞ্জস্য আনতেই এই আইন।

● এরপর ৬ পাতায়...

## রাম মন্দিরে টাকা চুরি নিয়ে জরুরি শুনানির আর্জি খারিজ সুপ্রিম কোর্টের

**সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৯ জুনঃ** অযোধ্যার রাম মন্দিরে আর্থিক তছরুপ। অনুদান বাক্স থেকে চুরি গিয়েছে কোটি কোটি টাকা। এই ঘটনায় আদালতের নজরদারিতে তদন্তের দাবিতে সুপ্রিম কোর্টে জরুরি শুনানির আর্জি জানানো হয়েছিল। আজ, সোমবার (২৯ জুন) সেই জরুরি শুনানির আবেদন নাকচ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। রাম মন্দিরর দান বাক্স থেকে টাকা চুরি যাওয়ার ঘটনা সামনে আসার পরই উত্তর প্রদেশ সরকার স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম বা সিট গঠন করে। তদন্তে নেমে ইতিমধ্যেই আটজনকে গ্রেফতারও করা হয়েছে। উদ্ধার হয়েছে বেশ কিছু টাকা। উত্তর প্রদেশ সরকারের সিট তদন্তের বদলে সিবিআই তদন্তের আর্জি জানিয়ে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন

একাধিক ব্যক্তি। উত্তর প্রদেশ সরকারের তদন্তের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। এর বদলে আদালতের নজরদারিতে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সিট দলের তদন্তের আর্জি জানিয়ে জরুরি শুনানির আবেদন করা হয়েছিল। তবে এ দিন সুপ্রিম কোর্ট এই মামলায় জরুরি শুনানির আবেদন খারিজ করে দেয়।

● এরপর ৬ পাতায়...

## শেষমেশ স্কুলের জমি পুনরুদ্ধার করল রায়বাঘিনী হাইস্কুলের পড়ুয়ারাই

**নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ২৯ জুনঃ** ক্যানিংয়ে সরকারি জমি ও জলাশয় দখলমুক্ত করতে এক নজিরবিহীন পদক্ষেপ। এবার উদ্যোক্তা স্থানীয় স্কুলের পড়ুয়ারাই। রাজনৈতিক ক্ষমতার দাপটকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সোমবার ক্যানিং রায়বাঘিনী হাই স্কুলের ছাত্ররা একজোট হয়ে ক্ষমতার অপব্যবহার করে সেই ভরাট করা জমিতে নিজেদের ব্যক্তিগত দোকানপাট তৈরি করে রমরমিয়ে ব্যবসা চালাচ্ছিলেন তাঁরা। প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তায় দীর্ঘদিন ধরে ক্ষোভ জমছিল স্কুলপড়ুয়া ও স্থানীয় বাসিন্দাদের মনে। আজ, সোমবার সেই পুঞ্জীভূত ক্ষোভেরই বিস্ফোরণ ঘটে। স্কুলের ছাত্ররা স্বতঃস্ফূর্ত

ভাঙলেন বেআইনি নির্মাণ। স্থানীয় সূত্রে খবর, তৃণমূল জমানায় রায়বাঘিনী হাই স্কুলের নিজস্ব রক্ষিত পুকুরটি জোরপূর্বক বালি দিয়ে ভরাট করার অভিযোগ ওঠে এলাকার কিছু প্রভাবশালী তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে। শুধু জলাশয় ভরাট করাই নয়, প্রতিরোধ গড়ে তুলে ওই বেআইনি দোকানপাটগুলিতে ভাঙচুর চালায় এবং তা সম্পূর্ণ গুঁড়িয়ে দেয়। অবশেষে জলাশয়ের জমিটি সম্পূর্ণরূপে জবরদখলমুক্ত হল। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

## জোড়াবাগানে ভেঙে পড়ল দোতলা বাড়ির একাংশ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ জুনঃ** আবারও কলকাতায় ভেঙে পড়ল একটি পুরনো দোতলা বাড়ি। জোড়াবাগান থানা এলাকার ২৪ নম্বর কাশীনাথ দত্ত স্ট্রিটে একটি পুরনো দোতলা বাড়ির একাংশ ভেঙে পড়ায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়। কলকাতা পুরসভার ২০ নম্বর ওয়ার্ডের এই দুর্ঘটনায় বাড়ির ভেতরে আটকে পড়েন এক বৃদ্ধা-সহ মোট চার জন। খবর পেয়েই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় জোড়াবাগান থানার পুলিশ, বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী এবং দমকল কর্মীরা। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধারকাজ চালিয়ে বাড়ির ভেতরে আটকে থাকা চারজনকেই বের করে আনা সম্ভব হয়। বর্তমানে তাঁদের স্থানীয় একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে রাখা হয়েছে। এদিকে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিবেশীদের অভিযোগ, কোনওরকম সংস্কার না হওয়ায় বাড়িটি দীর্ঘদিন ধরেই অত্যন্ত বিপজ্জনক অবস্থায় ছিল। এই বিষয়ে প্রাক্তন পুর প্রতিনিধিকে একাধিকবার জানানো হলেও কোনও সুরাহা মেলেনি। বাসিন্দাদের দাবি, বাড়িটির একাংশ ভেঙে পড়ায় পাশের একটি বাড়ির দেওয়ালও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাঁদের আশঙ্কা, ভাঙা অংশটি যদি পেছনের বদলে সামনের দিকে পড়ত, তবে আরও বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারত। এক বাসিন্দা বলেন, ''কয়েকশো বছরের পুরনো বাড়ি। কতবার আমরা কর্পোরেশনকে জানিয়েছি। কিন্তু একটা বোর্ডও টানায়নি।''

### কলকাতার ৫৮টি ক্রসিংয়ে হকার নিয়ন্ত্রণ শুরু

## এসআইআরে নাম না থাকলে মিলবে না ভেন্ডিং লাইসেন্স

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ জুনঃ** কলকাতার গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা ও ফুটপাতকে পথচারীদের জন্য মুক্ত করতে একগুচ্ছ কড়া সিদ্ধান্ত নিল পুরসভা ও পুলিশ। শহরের ৫৮টি বড় ক্রসিংকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করে সেখানে ৪৫ ফুটের মধ্যে কোনও হকার না রাখার নির্দেশ কার্যকর করা হচ্ছে। একই সঙ্গে ২৪ ঘণ্টা নজরদারির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে পুলিশকে, যাতে মহানগরের প্রধান সড়কগুলিতে নতুন করে দখল না বসে। পুর কমিশনার ও বিরুদ্ধে বিদেশি নাগরিকদের বেআইনিভাবে হকারির সুযোগ দেওয়ার অভিযোগও উঠছে, যা খতিয়ে দেখা হবে। প্রথম ধাপে ধর্মতলা, পার্ক স্ট্রিট ও বিবাদী বাগ-সহ মোট ১৮৯২টি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা 'নো-হকিং জোন' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। দ্বিতীয় ধাপে আরও প্রায় ২০০০ ব্যস্ত রাস্তা অন্তর্ভুক্ত করা হবে। ১৫ দিনের মধ্যে যৌথ সমীক্ষা শুরু করার সিদ্ধান্তও হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ বলেন, ''কলকাতার

প্রশাসক স্মিতা পাণ্ডে জানিয়েছেন, শহরের সমস্ত স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, সরকারি দফতর, শপিং মল ও পুর মার্কেটের প্রবেশপথের দু'পাশ থেকে হকারদের সরতে হবে। যদিও এখনই বড়মাপের উচ্ছেদ অভিযান শুরু হচ্ছে না, তবে শহরের ঐতিহ্য ও সৌন্দর্য ফিরিয়ে আনতে নিয়ন্ত্রণমূলক পদক্ষেপ জোরদার করা হচ্ছে। টাউন ভেন্ডিং কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, এসআইআর প্রক্রিয়ার পর যাঁদের নাম ভোটার তালিকায় থাকবে না, তাঁদের আর ভেন্ডিং লাইসেন্স দেওয়া হবে না। আগে প্রস্তুত হওয়া ৮৭২৭ জনের ভেন্ডিং সার্টিফিকেট তালিকার ক্ষেত্রেও ফের এসআইআর সংক্রান্ত নথি যাচাই বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। প্রশাসনের অভিযোগ, কিছু ইউনিয়ন নেতার সরু রাস্তায় যানজট কমাতে হকারদের নিজ উদ্যোগেই সরে যাওয়া উচিত।'' অন্যদিকে, বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের মন্তব্য ঘিরেও রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি হয়েছে, যেখানে তিনি ধর্মতলার 'শ্রী ফেরানোর' প্রসঙ্গ তোলেন। হকার সংগ্রাম কমিটির নেতা শক্তিমান ঘোষ জানিয়েছেন, সমীক্ষার দিনক্ষণ ঠিক হলে তাঁরা অংশ নেবেন। প্রশাসনিক সূত্রের দাবি, ২০২৪ সালের সমীক্ষায় ৫৬ হাজার হকারের তালিকা থাকলেও তার মধ্যে বহু ভুয়ো নাম রয়েছে, যদিও হকারদের দাবি প্রকৃত সংখ্যা প্রায় ২ লক্ষ ৭৫ হাজার। পুরসভা ও পুলিশের এই নতুন উদ্যোগকে কেন্দ্র করে শহরের রাস্তাঘাটের ভবিষ্যৎ বিন্যাস নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে।

## আবারও হাইকোর্টে বিদেশযাত্রায় ধাক্কা খেল অভিষেক

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ জুনঃ** ফের কলকাতা হাইকোর্টে ধাক্কা খেলেন ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিদেশযাত্রার অনুমতি চেয়ে আর্জির দ্রুত শুনানির আবেদন ফের খারিজ করল হাইকোর্ট। সোমবার বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য জানালেন, অভিষেকের বিদেশযাত্রার আবেদনের শুনানি তালিকা মেনেই হবে। দ্রুত শুনানির প্রয়োজন নেই। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার অভিষেকের আবেদন খারিজ হল। চোখের চিকিৎসা করাতে এক

সপ্তাহের জন্য বিদেশ যেতে চান অভিষেক। বিদেশ যাওয়ার অনুমতি চেয়ে গত ২৩ জুন হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন 'কালীঘাট তৃণমূলের' সেকেন্ড ইন কম্যান্ড। পরদিনই বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের কাছে অভিষেকের আইনজীবী আর্জি জানান, তাঁর মক্কেলের আবেদনের যেন দ্রুত শুনানি করা হয়। ওইদিনই অভিষেকের আর্জি খারিজ করে দেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য। তিনি জানিয়ে দেন, তালিকায় যত নম্বরে অভিষেকের মামলা রয়েছে, সেই অনুযায়ীই শুনানি হবে। দ্রুত শুনানি হবে না। পাঁচদিন কাটতে না কাটতেই ফের হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন অভিষেক।

● এরপর ৬ পাতায়...

# 'এনাফ ইজ এনাফ, ধরে নিন এটাই আপনার শেষ বক্তব্য!'

## বিধানসভায় হুমায়ুনকে চরম হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর, করা হল জোড়া এফআইআর

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ জুনঃ** মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জমানায় ভরতপুরের তকালীন বিধায়ক হুমায়ুন কবীর কম কুকথা বলেননি। তবে শত কুকথা বললেও সংখ্যালঘু 'ব্যাকলাশর' আশঙ্কায় নবান্ন তাঁর বিরুদ্ধে টুঁ শব্দও করেনি। হুমায়ুনও সম্ভবত ধরে নিয়েছিলেন সেই ট্রাডিশনই থাকবে। সোমবার বিধানসভায় দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বুঝিয়ে দিলেন, হুমায়ুন যদি সেটা ভেবে থাকেন, তাহলে মুর্খের জন্নতে রয়েছেন। 'এনাফ ইজ এনাফ'! দুর্মুখ বন্ধ করার দাওয়াই তাঁর কাছে রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্যের পুলিশ মন্ত্রী যে ফাঁপা কথা বলেননি, তা পরিষ্কার হয়ে গেছে পুলিশি পদক্ষেপেও। হুমায়ুনের বিরুদ্ধে জোড়া এফআইআর দায়ের করেছে পুলিশ। সূত্রের দাবি, এই জোড়া এফআইআরের পর হুমায়ুনের গ্রেফতারের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সম্ভবত সেটা আন্দাজ করতে পারছেন হুমায়ুন। এদিন সকালে বিধানসভায় থাকলেও দুপুরের পর থেকেই তাঁর আর নাগাল পাওয়া যায়নি। পর্যবেক্ষকদের অনেকের মতে, এর অর্থ একটাই। প্রথম রাতেই বিড়াল মেরে দিতে চাইলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি ভালমতোই জানেন যে, এ সব জিনিস সংক্রামক। কচু কাটতে কাটতে কেউ ডাকাত হয়ে যেতে পারে। তাই বেয়াদপি করলে প্রথম রাতেই শায়েস্তা করে দিতে হবে। ঠিক যেভাবে পার্ক সার্কাস সেভেন পয়েন্ট ক্রসিংয়ে দাঁড়িয়ে কড়া ওষুধের কথা বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার বিধানসভায় দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী পষ্টাপষ্টিই বলেন, ''এই ধরনের লোককে সবক শিখানোর সময় এসে গেছে।'' প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর প্রসঙ্গ টেনে শুভেন্দু এও বলেন, ''আপনাকে পরিষ্কার বলছি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখন মুখ্যমন্ত্রী নন। আপনি দুর্বল মুখ্যমন্ত্রী পেয়ে এতদিন যা খুশি

করেছেন, যা খুশি বলেছেন। কিন্তু এখন আর তা চলবে না।'' মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয় সূত্রে বলা হচ্ছে, সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনা করার অধিকার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রয়েছে। কিন্তু হুমায়ুন যেভাবে পুলিশকে গালমন্দ করে ও মুসলিমদের উস্কানি দিয়ে অশান্তি পাকাতে চাইছে তা বরদাস্ত করা হবে না। মুর্শিদাবাদের ৭৪ নম্বর নওদা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক হলেন হুমায়ুন। গত ২৬ জুন রেজিনগরের এক সভায় হুমায়ুন মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে বলেছিলেন, ''মুর্শিদাবাদে আস্ফালনটা একটু কম করবেন। আমি যেদিন ময়দানে মুসলমানদের নিয়ে নেমে যাব না, সেদিন এমন সাটা ভাঙা মার শুরু করবে যে আপনাদের পতাকা ধরার লোক থাকবে না।'' পরে আবার ২৭ জুনের এক সভা থেকে পুলিশের উদ্দেশে চরম গালমন্দ করেন হুমায়ুন। তাঁর ওই বক্তৃতাকে কেন্দ্র করেই দুটি থানায় পৃথক এফআইআর দায়ের হয়েছে। একটি শক্তিপুর থানায় এবং অন্যটি রেজিনগর থানায়। দুই ক্ষেত্রেই পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিত (সুয়ো মোটো) অভিযোগ দায়ের করেছে। শক্তিপুর থানার এফআইআর অনুযায়ী, ২৭ জুন সন্ধ্যা ৬টা ৪০ মিনিট নাগাদ একটি ফেসবুক ভিডিও পুলিশের হাতে আসে। অভিযোগ, সেই ভিডিওতে হুমায়ুন কবির পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে 'অপমানজনক, মানহানিকর, উস্কানিমূলক এবং ইচ্ছাকৃতভাবে অবমাননাকর' মন্তব্য করেছেন। পরে প্রাথমিক তদন্তে জানা যায়, ৮ মে শক্তিপুর থানার গড়দুয়ারা ঘাট সংলগ্ন বিজয় সমাবেশে তিনি ওই বক্তব্য রেখেছিলেন। পুলিশের দাবি, ওই বক্তব্য জনশৃঙ্খলা নষ্ট করতে পারে এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতেও প্রভাব ফেলতে সক্ষম। শক্তিপুর থানার মামলায় হুমায়ুন কবীরের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার (বিএনএস) একাধিক ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে জনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত করা, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়ানো, মানহানি, ইচ্ছাকৃত অপমান এবং হুমকির মতো অভিযোগ। এফআইআরে উল্লেখ রয়েছে, তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এক সাব-ইনস্পেক্টরকে এবং মামলার উপর নজর রাখবেন এসডিপিও ও সার্কেল ইন্সপেক্টর। অন্যদিকে, রেজিনগর থানার এফআইআরেও অভিযোগের ভাষা আরও কড়া। সেখানে বলা হয়েছে, ২৬ জুন কাশীপুর হাটতলায় আয়োজিত এক জনসভায় হুমায়ুন

● এরপর ৬ পাতায়...

## প্রথা মেনে মাহেশে স্নানযাত্রা উৎসব, ভিড় ভক্তদের

নিজস্ব প্রতিনিধি,হুগলি, ২৯ জুন ঃ ধর্মীয় পরম্পরা ও ঐতিহ্য মেনে সোমবার মাহেশে স্নানযাত্রা উৎসব পালিত হলো। এদিন সকালে মাহেশের ঐতিহাসিক জগন্নাথ মন্দির লাগোয়া স্নানপিঁড়ি মাঠের নাটমন্দিরে ২৮ ঘড়া গঙ্গাজল, দেড় মন দুধ দিয়ে স্নান করানো হয় জগন্নাথ, বলভদ্র ও শুভদ্রাকে। মূল মন্দিরের পাশেই রয়েছে এই নাটমন্দির। সেখানেই জগন্নাথ, বলভদ্র ও শুভদ্রাকে স্নান করানো হয়। স্নানযাত্রার পরে মন্দিরে পুজোপাঠ হলেও, বিগ্রহ দর্শনের জন্য মন্দির বন্ধ থাকে।এই স্নানযাত্রা উৎসব দেখতে ভক্তদের ভিড় জমে যায় জগন্নাথ মন্দির সংলগ্ন স্নানপিঁড়ি মাঠে। বহু মানুষ পুজো দেন। প্রথা অনুযায়ী, বিপুল পরিমাণ দুধ-গঙ্গাজলে স্নান করার ফলে তিন দেবতার জ্বর আসে। মন্দির বন্ধ রেখে শুশ্রূষা চলে। আগামী ১৬ জুলাই রথযাত্রা। সোজা রথের আগের দিন মন্দির খুলে দেওয়া হয়।

## অভিন্ন দেওয়ানি বিধি নিয়ে কমিটি গঠন

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ২৯ জুনঃ ফের চর্চায় উঠে এল অভিন্ন দেওয়ানি বিধি সংক্রান্ত বিল! সোমবার বিধানসভায় পেশ নয় অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বা ইউসিসি বিল। জানা গিয়েছে, আপাতত এই সংক্রান্ত বিষয়ে একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন করা হচ্ছে। তার নেতৃত্বে থাকবেন সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি রঞ্জনা দেশাই। সোমবার বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন, আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে কমিটি প্রাথমিক রিপোর্ট দেবে। একত্রবাস - সহ একাধিক বিষয়ে অভিন্ন দেওয়ানি বিধির ভূমিকা কী হবে, সেই ব্যাপারে কমিটির মতামত চাওয়া হয়েছে। কমিটির কাছে সকলেই নিজেদের মত বা সুপারিশ জানাতে পারবেন। রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে আগামী ২ জুলাই দেওয়ানি বিধি খসড়া বিল নিয়ে আলোচনা হবে। এরপর চার সপ্তাহ প্রস্তুতির কাজ চলবে। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, আমাদের পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে দেওয়ানি বিধি কার্যকর হবে। সকলের জন্য এক রকম আইন চালু হবে।

## উইম্বলডন থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিলেন এমা রাডুকানু

লন্ডন, ২৯ জুন ঃ ডান পায়ে স্ট্রেস ফ্র্যাকচারের কারণে এমা রাডুকানু রবিবার উইম্বলডন থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন।২০২১ সালের ইউএস ওপেন চ্যাম্পিয়ন রাডুকানু গত রবিবার সন্ধ্যায় সামাজিক মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেছেন। সোমবার এক নম্বর কোর্টে আন্তোনিয়া রুজিচের বিপক্ষে তার খেলা শুরু করার কথা ছিল।এই মাসে কুইন্স ক্লাবে ফাইনালে ওঠার পর থেকেই তিনি চোটটি নিয়ে ভুগছিলেন, কিন্তু গত রবিবার সকালে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি জানান যে, তিনি এখনও অল ইংল্যান্ড ক্লাবে খেলার আশা রাখেন। খেলার শুরুতে উপস্থিত হওয়ার জন্য আমি সম্ভাব্য সবকিছুই করেছি, কিন্তু রবিবার রাতে চূড়ান্ত স্ক্যানের পর দেখা গেছে, যে সামান্য ব্যথাটা আমি সামলে চলছিলাম, তা একটি স্ট্রেস ফ্র্যাকচারে পরিণত হয়েছে এবং চিকিৎসকরা আমাকে আর জোর করে খেলা চালিয়ে না যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন, রাডুকানু লিখেছেন। ঘরের মাঠে দর্শকদের সামনে উইম্বলডনে খেলাটা আমার কাছে সবকিছু, তাই এই ব্যাপারটা মেনে নেওয়া আমার জন্য সত্যিই খুব কঠিন।


## ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।


# প্লাস্টিক বর্জ্য থেকেই শহর সাজানোর উপকরণ, 'মন কি বাত'-এ বিয়াওরার মহিলাদের প্রশংসা প্রধানমন্ত্রীর

ভোপাল(সংবাদ সংস্থা), ২৯ জুন ঃ মধ্যপ্রদেশের রাজগড় জেলার বিয়াওরার মহিলাদের অভিনব উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গত রবিবার 'মন কি বাত'-এর ১৫৩-তম পর্বে তিনি বলেন, মধ্যপ্রদেশের রাজগড় জেলার বিয়াওরার কয়েকজন মহিলার সম্পর্কে জানার সুযোগ হয়েছে। তাঁরা চারপাশে ছড়িয়ে থাকা প্লাস্টিক বর্জ্য সরানোর সংকল্প নিয়েছিলেন। অন্য কেউ এসে পরিবর্তন আনবে, এমন অপেক্ষা না করে নিজেরাই শহরজুড়ে প্লাস্টিক বর্জ্য ও ফাঁকা বোতল সংগ্রহ শুরু করেন। ধীরে ধীরে সেই প্লাস্টিককে 'ইকো ব্রিক'-এ রূপান্তর করা হয়। আজ সেই ইকো ব্রিক ব্যবহার করে জনপরিসরকে আরও সুন্দর করে তোলা হচ্ছে।প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, গত কয়েক মাসে রাজগড়ে শত শত কেজি প্লাস্টিক পুনর্ব্যবহার করা হয়েছে। যে প্লাস্টিক একসময় দূষণের কারণ ছিল, আজ সেই প্লাস্টিকই এই মহিলাদের প্রচেষ্টায় শহরের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে কাজে লাগছে। বিয়াওরার সমস্ত মহিলাকে এবং এই অভিযানের সঙ্গে যুক্ত সকলকে আমি অভিনন্দন জানাই।প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা

সবাই চাই আমাদের গ্রাম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হোক, শহর সুন্দর হোক। কিন্তু চারপাশে জমে থাকা আবর্জনা কে পরিষ্কার করবে, তা নিয়ে অধিকাংশ মানুষ ভাবেন না। তবে আমাদের মধ্যেই এমন কিছু মানুষ রয়েছেন, যাঁদের উদ্যোগ সমাজকে অনুপ্রাণিত করে।জানা গিয়েছে, বাজার এলাকায় গরুকে পলিথিন খেতে দেখে পরিবেশপ্রেমী সংরক্ষণ সমিতি ও 'সুফিয়াজ' মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরা প্লাস্টিক বর্জ্য পুনর্ব্যবহারের উদ্যোগ নেন। তাঁদের লক্ষ্য ছিল শহরকে প্লাস্টিকমুক্ত করা, গবাদি পশুকে পলিথিনের ক্ষতি থেকে রক্ষা করা এবং বর্জ্যকে ব্যবহারযোগ্য সামগ্রীতে পরিণত করা।সমিতির সদস্যদের বক্তব্য, প্রথমে ব্যবহৃত পলিথিন ও প্লাস্টিক বোতল সংগ্রহ করে সেগুলি দিয়ে 'ইকো ব্রিক' তৈরি করা হয়। পরে সেই উদ্যোগ আরও বিস্তৃত হয়। প্রায় ছয়-সাত মাস আগে তাঁরা বিয়াওরা পুরসভার মুখ্য আধিকারিক ইকরার আহমেদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। পুরসভা কৃষি উৎপাদন মণ্ডি এলাকায় একটি দোকান ব্যবহারের জন্য দেয়, প্লাস্টিক রিসাইক্লিং যন্ত্র দেওয়ার আশ্বাস দেয় এবং বিয়াওরা ও সুঠালিয়ার ট্রেঞ্চিং গ্রাউন্ড থেকে প্লাস্টিক বর্জ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করে।সমিতির সদস্য অনিল কুশওয়াহ ও তৃপ্তি শর্মা জানান, রাতের বেলায় বাজার ও বাড়িঘর থেকে প্লাস্টিক ও পলিথিন সংগ্রহ করা হয়। বর্তমানে এই বর্জ্য থেকে ট্রি-গার্ড, ৭৩০টিরও বেশি ইকো ব্রিক, ডাস্টবিন, পেপার বোর্ড, চেয়ার-টেবিল, গাছের টব, 'আই লাভ বিয়াওরা' কাঠামো এবং বসার আসন তৈরি করা হচ্ছে। পুরসভার সহযোগিতায় শহরে ১১টি 'বোতল ব্যাঙ্ক' এবং দুটি 'পলিথিন ব্যাঙ্ক'ও গড়ে তোলা হয়েছে।বিয়াওরা পুরসভার মুখ্য আধিকারিক ইকরার আহমেদ জানান, সমিতির অনুরোধে পুরসভা দোকান, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি এবং প্লাস্টিক বর্জ্য সরবরাহ করেছে। ভবিষ্যতেও পরিবেশ রক্ষার এই উদ্যোগে পূর্ণ সহযোগিতা করা হবে।অন্যদিকে, পরিবেশপ্রেমী সংরক্ষণ সমিতির সদস্য অনিল কুশওয়াহ বলেন, তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত। সঙ্ঘের 'পঞ্চ পরিবর্তন' কর্মসূচির অংশ হিসেবেই পরিবেশ ও পলিথিনমুক্তির বিষয়টি সামনে আসে। একদিন পুরসভা চত্বরে একটি গরুকে পলিথিন খেতে দেখে এই উদ্যোগ নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। এরপর পুরসভার সহযোগিতায় কাজ শুরু হয় এবং আজ প্লাস্টিক বর্জ্য থেকেই নানা ধরনের ব্যবহারযোগ্য সামগ্রী তৈরি হচ্ছে।

## নিট প্রশ্নপত্র ফাঁস মামলায় ১০ অভিযুক্তের বিচারবিভাগীয় হেফাজত ১১ জুলাই পর্যন্ত বাড়ল

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৯ জুনঃ নিট প্রশ্নপত্র ফাঁস মামলায় ১০ অভিযুক্তের বিচারবিভাগীয় হেফাজতের মেয়াদ ১১ জুলাই পর্যন্ত বাড়িয়েছে রাউজ অ্যাভিনিউ আদালত। সোমবার অভিযুক্তদের বিচারবিভাগীয় হেফাজতের মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ছিল। এরপর ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে তাঁদের আদালতে পেশ করা হয়।এর আগে ১৫ জুন আদালত অভিযুক্তদের বিচারবিভাগীয় হেফাজত ৩০ জুন পর্যন্ত বাড়িয়েছিল। একই সঙ্গে ওই দিনই সিবিআই-কে বিচারবিভাগীয় হেফাজতে থাকা তিন অভিযুক্ত- মনীশ ওয়াঘমারে, ধনঞ্জয় লোখাণ্ডে ও শুভম খৈরনারকে ১৭ থেকে ১৯ জুন পর্যন্ত প্রতিদিন এক ঘণ্টা করে জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।সোমবার আদালত মনীশ ওয়াঘমারে, ধনঞ্জয় লোখাণ্ডে, শুভম খৈরনার, মাঙ্গিলাল বিবাল, বিকাশ বিবাল, দিনেশ বিবাল, ডা. মনোজ শিরুরে, তেজস হর্ষদ কুমার, যশ যাদব এবং মনীষা সঞ্জয় হাভলদারের

বিচারবিভাগীয় হেফাজতের মেয়াদ ১১ জুলাই পর্যন্ত বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছে।গত ১২ মে এক সরকারি আধিকারিকের অভিযোগের ভিত্তিতে এই মামলায় এফআইআর দায়ের করা হয়। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএস) এবং দুর্নীতি দমন আইনের বিভিন্ন ধারায় সিবিআই মামলা রুজু করে।৩ মে অনুষ্ঠিত নিট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ ওঠার পর সেই পরীক্ষা বাতিল করা হয় এবং ২১ জুন পুনরায় পরীক্ষা নেওয়া হয়। কেন্দ্র সরকার ঘটনার তদন্তভার সিবিআইয়ের হাতে তুলে দেয়। এই মামলায় এখনও পর্যন্ত মোট ১৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

## এসআইআর নিয়ে ফের তোপ অখিলেশের, বিঁধলেন বিজেপিকেও

প্রয়াগরাজ, ২৯ জুন ঃ ভোটার তালিকার বিশেষ নিবি। সংশোধন (এসআইআর)-এর বিরুদ্ধে ফের সরব হলেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব। বিজেপিকেও আক্রমণ করেছেন। সোমবার প্রয়াগরাজে এক কর্মসূচিতে বক্তৃতার সময় অখিলেশ বলেন, সমাজবাদী পার্টি একটি লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে- এমনকি আমরা সম্প্রতি লোকসভাতেও তাঁদের পরাজিত করেছি-এবং আমরা এই সব বিষয় জনগণের সামনে তুলে ধরব। রাজনৈতিক দলগুলোকে বিক্ষোভ প্রদর্শন থেকে বিরত রাখার লক্ষ্যেই তারা এসআইআর ব্যবস্থাটি নিয়ে এসেছে কারণ দিনশেষে ভোটাররাই তাদের পরাজিত করবে, আর আপনাদের প্রতিনিয়ত হয়রানি করার জন্যই এই এসআইআর-কে ব্যবহার করা হচ্ছে। আমি শুনেছি, অত্যন্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও তাঁদের নাগরিকত্ব নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়ছেন-শুধুমাত্র এসআইআর-এর তালিকায় তাঁদের নাম না থাকার কারণে একবার ভাবুন তো, আমলাতান্ত্রিক জটিলতার এই গোলকধাঁধায় আমরা কতটা গভীরভাবে জড়িয়ে পড়ছি।

## মহারাষ্ট্র টেট প্রশ্নপত্র ফাঁসকাণ্ডে ভিন্ রাজ্যের চক্রের যোগ, ধৃতদের ৬ জুলাই পর্যন্ত পুলিশ হেফাজত

থানে, ২৯ জুন ঃ মহারাষ্ট্র শিক্ষক যোগ্যতা পরীক্ষা (মহা-টেট) প্রশ্নপত্র ফাঁসকাণ্ডে ধৃত তিন অভিযুক্তকে ৬ জুলাই পর্যন্ত পুলিশ হেফাজতে পাঠিয়েছে ভিওয়ান্ডির অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা আদালত। বিচারক এস. এম. সুতার এই নির্দেশ দেন।২৮ জুন রাজ্যজুড়ে পরীক্ষা হওয়ার কথা থাকলেও তার আগের দিন, ২৭ জুন প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা প্রকাশ্যে আসে। তদন্তে ভিন্ রাজ্যের চক্রের যোগ মিলেছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত আরও দুই সন্দেহভাজন পলাতক।ঘটনার পর মহারাষ্ট্র রাজ্য পরীক্ষা পরিষদ ২৮ জুনের টেট পরীক্ষা বাতিল করেছে। নতুন পরীক্ষার দিন পরে ঘোষণা করা হবে বলে জানানো হয়েছে।ভিওয়ান্ডি পুলিশ রাজীব শ্রিপয়াগ শাও, আকাশকুমার স্বরাজ কুমার এবং ধীরজ বলরাজ সিংকে গ্রেফতার করেছে। পাশাপাশি পলাতক দুই অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি চলছে। তদন্তে বিহার ও হরিয়ানার সঙ্গে এই চক্রের যোগসূত্রও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রশ্নপত্র সরবরাহের জন্য দেড় কোটি টাকার চুক্তির তথ্য তদন্তে সামনে এসেছে। সেই আর্থিক লেনদেনেরও বিস্তারিত তদন্ত চলছে।এই মামলার তদন্তে ভিওয়ান্ডিতে উপস্থিত থেকে তদন্তকারী দলকে নির্দেশনা দিচ্ছেন যুগ্ম পুলিশ কমিশনার ড. পাঞ্জাবরাও উগাভে।

## আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন অধ্যক্ষ ও মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ২৯ জুন ঃ রাজ্য জুড়ে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে সোমবার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী পালিত হয়েছে। বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের শেষ তথা অষ্টম দিনে বিরতির সময় সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্যে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বোস সোমবার বিধানসভায় বাংলার বাঘ-কে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এদিন সামাজিক মাধ্যমে জানান, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য, মহামান্য কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি, 'বাংলার বাঘ' স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আজ বিধানসভায় তাঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধাঞ্জলি

নিবেদন করলাম।বাংলার শিক্ষা, সংস্কৃতি ও আত্মমর্যাদার ইতিহাসে তাঁর অসামান্য অবদান আজও আমাদের পথ দেখায়। তাঁর আদর্শ, কর্মনিষ্ঠা আগামী প্রজন্মের কাছে চিরকাল প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

## বিবাদী বাগ এলাকায় বহুতলে আগুন, চাঞ্চল্য

কলকাতা, ২৯ জুন ঃ সোমবার ভরদুপুরে কলকাতার অন্যতম ব্যস্ত এলাকা বিবাদী বাগে একটি বহুতলে আগুন। এই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল। দমকল সূত্রে জানা গেছে, সোমবার দুপুরে ওই বাণিজ্যিক বহুতলের ৫ তলায় আচমকাই আগুন লেগে যায়। মুহূর্তের মধ্যে ধোঁয়ায় ঢেকে যায় চারপাশ। বহুতলের ভেতর থাকা মানুষজনের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং তাঁরা তড়িঘড়ি নিচে নেমে আসেন।খবর পেয়ে অতি দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয়

দমকলের ৫টি ইঞ্জিন। ঘিঞ্জি এলাকা হওয়ায় প্রথমদিকে কিছুটা বেগ পেতে হলেও, দমকল কর্মীদের তপরতায় শুরু হয় আগুন নেভানোর কাজ। কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর নেই বলে মনে হয়।

# ধেমাজির বন্যা পরিস্থিতি জানতে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তকে ফোন অমিত শাহের, সবরকম সহায়তার আশ্বাস

গুয়াহাটি, ২৯ জুন ঃ ধেমাজি জেলায় সৃষ্ট প্রলয়ঙ্করী বন্যা পরিস্থিতির খোঁজখবর নিতে আজ সোমবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মাকে ফোন করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বন্যা-কবলিত এলাকায় ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে সবরকম সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।নিজের অফিশিয়াল সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ এই তথ্য দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ড. বলেন, ধেমাজিতে চলমান ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম সম্পর্কে তিনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বিস্তারিত জানিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, 'কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহজি ধেমাজির বন্যা পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে ফোন করেছিলেন। আমি তাঁকে চলমান ত্রাণ ও উদ্ধার এবং পুনর্বাসন কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করেছি। তিনি এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় ভারত সরকারের পক্ষ থেকে সবরকম সহায়তা ও সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন।'এদিকে অসম রাজ্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ

(এএসডিএমএ)-এর জারিকৃত বুলেটিনে জানানো হয়েছে, ধেমাজি জেলার চারটি রাজস্ব চক্রের অন্তর্গত ৬৯টি গ্রামের প্রায় ১৬ হাজার মানুষ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী নিজেও জেলার বন্যা পরিস্থিতির ওপর নিয়মিত নজর রাখছেন। এদিকে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ক্ষতিগ্রস্তদের তাৎক্ষণিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং দীর্ঘমেয়াদি পুনর্বাসনের জন্য রাজ্য সরকার সমস্ত উপলব্ধ সম্পদ কাজে লাগিয়েছে।এছাড়া জলসম্পদ মন্ত্রী সুশান্ত বরগোহাঁই এবং রাজস্ব ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রী কেশব মহন্তকে ধেমাজিতে অবস্থান করে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম তদারকির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, জানান মুখ্যমন্ত্রী।এদিকে, ভারী বৃষ্টি ও নদীভাঙনের জেরে আর্চিপথার ও সিমেন চাপরি রেলস্টেশনের মধ্যবর্তী একটি রেলসেতুর পিলার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় ওই অঞ্চলে রেল যোগাযোগ ব্যাহত হয়েছে। সাময়িকভাবে বন্ধ করা হয়েছে ট্রেন পরিষেবা।উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রবল বর্ষণ ও নদীভাঙনের ফলে সেতুর একটি পিলার অস্থিতিশীল হয়ে পড়ায় মুরকংসেলেক-শিলাপথার রুটে ট্রেন চলাচল পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বন্ধ রাখা হয়েছে।রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, কোনও ট্রেনের ক্ষয়ক্ষতি বা যাত্রী হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। নদীর জলস্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় আগেই ওই রুটে ট্রেন চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। আপাতত ট্রেনগুলি শিলাপথার স্টেশন থেকেই ছাড়বে এবং সেখানেই যাত্রা শেষ করবে। মুরকংসেলেক ও শিলাপথারের মধ্যে যাত্রীদের জন্য বাস পরিষেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।এছাড়া ধেমাজি, শিলাপথার এবং মুরকংসেলেক রেলস্টেশনে যাত্রীদের সহায়তার জন্য হেল্প ডেস্ক খোলা হয়েছে। জেলা প্রশাসন ও অসম সরকারের সঙ্গে সমন্বয় রেখে রেল কর্তৃপক্ষ পরিস্থিতির ওপর নজরদারি চালিয়ে যাচ্ছে।

## সেশেলসে বাপুকে শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রধানমন্ত্রীর, মন্দিরে দিলেন পুজো

ভিক্টোরিয়া, ২৯ জুন ঃ সেশেলস সফরের শেষ দিনে, সোমবার জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভিক্টোরিয়ার পিস পার্কে মহাত্মা গান্ধীকে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন প্রধানমন্ত্রী। সেই সময়ে তিরঙা হাতে নিয়ে ছোট শিশুরা প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান।এছাড়াও এদিন মন্দিরে পুজো দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। ভিক্টোরিয়ার আরুল মিহু নবশক্তি বিনয়কর মন্দির পরিদর্শন করেন প্রধানমন্ত্রী, সেখানে প্রার্থনা করেন তিনি। এর আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সেশেলসের ভিক্টোরিয়ায় প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গেও মতবিনিময় করেছেন।

## সেশেলসের জাতীয় দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে যোগদান প্রধানমন্ত্রীর

ভিক্টোরিয়া, ২৯ জুন ঃসেশেলস সফরের দ্বিতীয় দিনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভিক্টোরিয়ার 'স্টাড লিনিটে' স্টেডিয়ামে আয়োজিত সেশেলসের জাতীয় দিবসের সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন অনুষ্ঠানে যোগ দেন। 'গেস্ট অফ অনার' বা সম্মানিত অতিথি হিসেবে যোগ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। এছাড়াও জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল ও বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর উপস্থিত ছিলেন।সেশেলসের স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত জাতীয় দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে কুচকাওয়াজে অংশ নেয় ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী ও ভারতীয় নৌবাহিনীর দল। সেই সময় উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান জানান প্রধানমন্ত্রী মোদী। এক্স মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী মোদী জানিয়েছেন, সেশেলসে ' ন্যাশনাল লাজুরনেন ডে' উপলক্ষ্যে আয়োজিত জমকালো উদযাপনে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য প্রেসিডেন্ট ডঃ প্যাট্রিক হার্মিনি, সে দেশের সরকার এবং সেশেলসের সকল জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

## জগন্নাথ মন্দিরে পুজো দিলেন ধর্মেন্দ্র প্রধান, সাক্ষী হলেন স্নান যাত্রার

পুরী(সংবাদ সংস্থা), ২৯ জুনঃপুরীর জগন্নাথ মন্দিরে পুজো দিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। সোমবার সকালে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান জগন্নাথ মন্দিরে পূজার্চনা করেছেন। তিনি দেবস্নান পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে ভগবান জগন্নাথ, বলভদ্র এবং সুভদ্রার 'স্নানযাত্রা'-ও প্রত্যক্ষ করেন। পরে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান বলেছেন, স্নান পূর্ণিমার এই শুভলগ্নে মহাপ্রভুর দর্শন লাভের সুযোগ পেয়ে আমি নিজেকে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান মনে করছি। আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। বিশ্বব্যাপী এই সংকটময় সময়ে মানবসভ্যতা, আমাদের ভারত এবং আমাদের রাজ্য ওড়িশার ওপর যেন মহাপ্রভু জগন্নাথের আশীর্বাদ বজায় থাকে তবেই আমাদের সকলের জীবনে সমৃদ্ধি ও সুখ আসবে। প্রভুর আশীর্বাদ যেন আমাদের জীবনের দিশারী হয়ে থাকে।

## তুমুল বৃষ্টি মুম্বইয়ে, মনোরম আবহাওয়া বাণিজ্যনগরীতে

মুম্বই(সংবাদ সংস্থা), ২৯ জুনঃ বর্ষা প্রবেশের পর থেকেই বৃষ্টি হয়েই চলেছে বাণিজ্যনগরী মুম্বইয়ে। তুমুল বৃষ্টিতে মনোরম হয়ে উঠেছে মুম্বইয়ের আবহাওয়া। সোমবার ভোররাত থেকে শুরু বৃষ্টি সকালেও অব্যাহত থাকে। মুম্বই কোস্টাল রোড, পারেল, সাইন, আন্ধেরি-সহ মুম্বইয়ের সর্বত্রই বৃষ্টি হয়েছে।ভারী বৃষ্টিতে আবার আন্ধেরি সাবওয়েতে জল জমে যায়। নবি মুম্বইয়ের ভাসি এলাকায় জলমগ্ন হয়ে পড়ে। এর ফলে যানবাহন চলাচলে সমস্যা হয়। এছাড়াও মুম্বইয়ের আরও অনেক

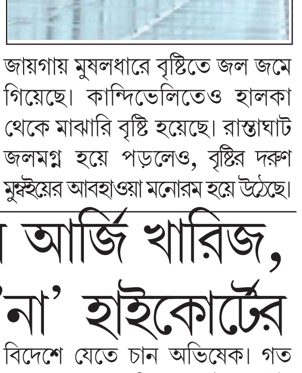

জায়গায় মুষলধারে বৃষ্টিতে জল জমে গিয়েছে। কান্দিভেলিতেও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হয়েছে। রাস্তাঘাট জলমগ্ন হয়ে পড়লেও, বৃষ্টির দরুণ মুম্বইয়ের আবহাওয়া মনোরম হয়ে উঠেছে।

## ফের অভিষেকের আর্জি খারিজ, দ্রুত শুনানিতে 'না' হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ২৯ জুন ঃ চোখের চিকিৎসার জন্য বিদেশে যেতে যান তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এ জন্য কলকাতা হাইকোর্টে দ্রুত শুনানির আর্জি জানান তিনি। যদিও, অভিষেকের দ্রুত শুনানির আর্জি খারিজ করে দিয়েছে হাইকোর্ট। আদালত স্পষ্টভাবে জানিয়েছে, মামলার স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতেই তা শুনানির জন্য তালিকায় আসবে।চোখের চিকিৎসার জন্য বিদেশে যেতে চান অভিষেক। গত মঙ্গলবারও এ বিষয়ে হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন অভিষেকের আইনজীবী। দ্রুত শুনানির আর্জি জানান তিনি। তখনও সেই আর্জি খারিজ হয়ে যায়। সোমবার হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের বেঞ্চের দ্বারস্থ হন অভিষেক। তাঁর হয়ে আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন আইনজীবী অয়ন ভট্টাচার্য। তবে বিচারপতি ভট্টাচার্য জানিয়ে দেন, তালিকা অনুযায়ীই শুনানি হবে।

## জয়পুরে দেওয়াল ভেঙে মর্মান্তিক ঘটনা, মৃত্যু ৩ জনের

জয়পুর, ২৯ জুনঃ রাজস্থানের জয়পুরে দেওয়াল ভেঙে প্রাণ হারালেন ৩ জন। সোমবার জয়পুর গ্রামীণ এলাকার ডিসিপি হনুমান প্রসাদ মীনা জানিয়েছে, জয়পুরের তালা মো। এলাকার চান্দওয়াজিতে দেওয়াল ভেঙে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। উদ্ধারকাজ চলছে।পুলিশ জানিয়েছে, সোমবার জয়পুরের উপকণ্ঠে তালা মো। এলাকার চান্দওয়াজিতে নির্মীয়মান একটি রিটেইনিং ওয়াল (ধস-প্রতিরোধক দেওয়াল) ভেঙে পড়ার ঘটনায় তিনজন মারা গিয়েছেন।

## ঝুলন গোস্বামীর রেকর্ড ভেঙে আন্তর্জাতিক মহিলা ক্রিকেটের সব ফরম্যাট মিলিয়ে সর্বোচ্চ উইকেট শিকারী হলেন দীপ্তি শর্মা

কলকাতা, ২৯ জুনঃ ভারতের অন্যতম সেরা অলরাউন্ডার দীপ্তি শর্মা নিজের ঝুলিতে আরও একটি রেকর্ড যুক্ত করলেন। এবার তিনি আন্তর্জাতিক মহিলা ক্রিকেটে সব ফরম্যাট মিলিয়ে সর্বাধিক উইকেটের দৌড়ে ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক ঝুলন গোস্বামীকে ছাড়িয়ে গেলেন।অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ম্যাচের দশম ওভারে বেথ মুনিকে আউট করে দীপ্তি তার ৩৫৬তম উইকেটটি তুলে নেন। টেস্ট ও ওডিআইতে যথাক্রমে ২২ ও ১৬৬টি উইকেটের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এটি ছিল সংক্ষিপ্ততম ফরম্যাটে দীপ্তির ১৬৮তম উইকেট। আন্তর্জাতিক মহিলা ক্রিকেটে সব ফরম্যাট মিলিয়ে সর্বোচ্চ উইকেট শিকারীঃদীপ্তি শর্মা (ভারত)ঃ৩৫৬ (টেস্টঃ২২, ওডিআইঃ১৬৬, টি-

টোয়েন্টিঃ ১৬৮)ঝুলন গোস্বামী (ভারত)ঃ৩৫৫ (টেস্টঃ৪৪, ওডিআইঃ২৫৫, টি-টোয়েন্টিঃ ৫৬)।এলিস পেরি (অস্ট্রেলিয়া)ঃ ৩৩৬ (টেস্টঃ৩৯, ওডিআইঃ ১৬৬, টি-টোয়েন্টিঃ ১৩১)ক্যাথরিন সাইভার-ব্রান্ট (ইংল্যান্ড)ঃ৩৩৫ (টেস্টঃ ৫১, ওডিআইঃ১৭০, টি-টোয়েন্টিঃ১১৪)সোফি একলস্টোন (ইংল্যান্ডঃ ৩৩৩ (টেস্টঃ৪০, ওডিআইঃ১৪১, টি-টোয়েন্টি১৫২)

## রাশিফল

**মেষঃ**আপনার বেপরোয়া আচরণের ফলে স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক নষ্ট হতে পারে। অর্থহীন কিছু কাজ করার আগে আপনার আচরণের প্রতিক্রিয়া চিন্তা করুন। যদি সম্ভব হয় তাহলে আপনার মেজাজ পরিবর্তন করুন। শুভ দিন হবে।

**বৃষঃ**ব্যক্তিগত জীবনে পারিবারিক সম্পর্ক দৃঢ় থাকবে এবং বাড়ির পরিবেশ আনন্দময় হবে। ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ভাল সময় কাটানোর এটাই উপযুক্ত সময়। নিজের ভাবনা ও অনুভূতি ভাগ করে নিলে সম্পর্কে আরও মাধুর্য বৃদ্ধি পাবে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে নিজেকে সুস্থ রাখতে নিয়মিত ব্যায়ামের অভ্যাস গড়ে তুলুন।

**মিথুনঃ**আপনাদের মধ্যে যাঁরা যাঁরা সাম্প্রতিককালে সময়ের বেশি খাটছেন এবং তাও আবার আপনার শক্তি হারিয়ে- আজকের দিনে আপনার চাওয়া শেষ জিনিসটিই হবে এক চাপ এবং উভয়সঙ্কটের দিন। শুভদিন হবে।

**কর্কট রাশি ঃ** নিজের মনের কথা বলতে ভয় পাবেন না, কারণ তা আপনার সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করতে পারে। কর্মক্ষেত্রেও নতুন সুযোগের ইঙ্গিত মিলতে পারে। আপনি যদি কোনও নতুন প্রকল্পে কাজ করে থাকেন, তবে আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

**সিংহঃ** আপনার স্ত্রীর সাথে পারিবারিক সমস্যা ভাগ করে নিন। নিজেদেরকে এক প্রেমপূর্ণ, যত্নশীল দম্পতি হিসাবে পুনর্নিশ্চিত এবং আবার আবিষ্কার করতে একে অপরের জন্য কিছু সময় কাটান।

**কন্যাঃ**আজ আপনার সঙ্গ এবং সম্পর্কও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। বন্ধু ও পরিবারের সঙ্গে সময় কাটালে আনন্দ ও মানসিক তৃপ্তি পাবেন। আপনি যদি সম্পর্কে থাকেন, তবে খোলামেলা যোগাযোগ করুন এবং নিজের অনুভূতি ভাগ করে নিন এতে পারস্পরিক বোঝাপড়া আরও বাড়বে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে নিশ্চিত করুন যে আপনার দৈনন্দিন রুটিনে সুষম খাদ্য ও নিয়মিত ব্যায়াম রয়েছে। প্রেম আসতে পারে আজ।

**তুলাঃ** মানসিক শান্তির জন্য আপনার উত্তেজনার সমাধান করুন। আজকে আপনার কোনো কাছের লোকের সাথে আপনার ঝগড়া হতে পারে আর সেটা কোর্ট পর্যন্ত যেতে পারে। সংসারে শান্তি।

**বৃশ্চিকঃ** কাছের মানুষের সঙ্গে সততার সঙ্গে যোগাযোগ করলে আপনার সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে। কোনও পুরনো সমস্যা বা মানসিক চাপের অবসান হতে পারে।

**ধনুঃ** আঘাত এড়ানোর জন্য বসে থাকার সময় বিশেষ যত্ন নিন। উপরন্তু ভালো ভঙ্গিমা যে শুধু একজনের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটায় তাই নয়, বরং স্বাস্থ্য এবং বিশ্বাস উন্নত করতেও এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অর্থের ব্যয়।

**মকরঃ** ব্যক্তিগত জীবনে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন। পারিবারিক বন্ধনকে আরও দৃঢ় করার এটাই উপযুক্ত সময়, তাই তাঁদের সঙ্গে যতটা সম্ভব মেলামেশা করুন এবং সুখ-আনন্দ ভাগ করে নিন। বিবাহের যোগ হবে পারে।

**কুম্ভঃ** কোনো বন্ধুর শীতল আচরণ আপনার খারাপ লাগতে পারে।

**মীনঃ**আপনি যদি কোনও সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকেন, তবে আজ সেটি সমাধানের জন্য উপযুক্ত সময়। আপনার সম্পর্কগুলিরও উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর্থিক উন্নতির হতে পারে আজ। সন্তান হতে পারে আজকে।

## আবহাওয়া

এ বার মহানগরী কলকাতাতেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানালো আলিপুর আবহাওয়া দফতর। পাশাপাশি দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ অংশেই বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তরবঙ্গে এখনও লাল সতর্কতা জারি রয়েছে। প্রবল বর্ষণ চলছে দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়িতে।সোমবার সকাল থেকেই কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলার আকাশ ছিল মেঘলা। গুমোট গরমও ছিল। সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৯.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২.২ ডিগ্রি বেশি। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয়বাষ্প স্থলভাগে ঢুকছে। তার ফলে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি রয়েছে। কলকাতা ছাড়াও দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে।আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯৫ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৬৫ শতকরা আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানা।

### জোয়ার-ভাটা

**জোয়ার**-সকাল ০৬টা ৪৯মিনিট এবং রাত ০৮ টা ৪৯মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০৩টা ৪৯মিনিট এবং রাত ১০টা ৪৯ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৪ টা ৫৫মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ১৯মিনিটে হতে পারে।

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ১৫৮ তম শুভ জন্মতিথিতে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় তার পট চিত্রে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন মাননীয় অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বোস , মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও অন্যান্য মন্ত্রী বিধায়কগণ । ছবি সুবল সাহা

# বিশ্ব নির্যাতন বিরোধী দিব পালন করল এ্যামনেষ্টি ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৯ জুনঃ বিশ্ব নির্যাতন বিরোধী দিব পালন করল এ্যামনেষ্টি ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশন সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকার অধিকার। অত্যাচার বন্ধ হউক এবং সবাই সম্মানের সঙ্গে জীবন অতিবাহিত করুক।এই শপথ নিয়ে আলিপুরের নতুন শাখা উদ্বোধনে এ্যামনেষ্টি ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে 'বিশ্ব নির্যাতন বিরোধী দিবস' পালন করা হল। সংগঠনের মুখপাত্র সুভাষচন্দ্র বোস, সম্পাদক মৌসুমী নায়েক, রাজ্য কো অর্ডিনেটর সুপ্রতিম দত্ত,বিধায়ক বুধরাই টুডু , প্রাক্তণ সেনাকর্তা বেনু গোপাল ঘোষ, মঞ্জুর হালদার , স্বামী তন্ত্রদেবানন্দ মহারাজ এবং মঞ্জু গুপ্ত সহ বিশিষ্ট জনের উপস্থিতিতে এদিন আর্ন্তজাতিক অত্যাচার বিরোধী দিবসের অর্ন্তনির্হিত নির্যাস উঠে আসে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি এ্যামনেষ্টি ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এদিন গুনীজন সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। সম্বর্ধিত হন প্রাক্তন পুলিশ কর্তা অমল কুমার সেন, নৃত্যশিল্পী মহুয়া চক্রবর্তী কামদার , সমাজসেবী রাজেশ প্রসাদ,সন্দীপ ঝুনঝুন ওয়াল, মিসেস ইন্ডিয়া শ্রীপর্ণা রায় সহ বিশিষ্ট গুণী জন।

# পাঁচলা নর্থের বিদ্যালয় সংস্কার কর্মসূচিতে অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈখিক মহাসঙ্ঘ

অভিজিৎ হাজরা,পাঁচলা,২৯ জুনঃ রাজনীতি মুক্ত শিক্ষাঙ্গণের পুনরুদ্ধারে এবং জাতীয় শিক্ষানীতির সর্বাঙ্গীন বিকাশে সহযোগী বৃহত্তম শিক্ষক সংগঠন অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘ গোটা মাস ধরে যে শুদ্ধি কর্মসূচী নিয়েছে তারই রূপরেখা দেখা গেল পাঁচলা নর্থ সার্কেলের এস আই তথা সার্কেল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর অমৃতা ম্যাডামের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাকারে।এ দিন সঙ্ঘ পরিচিতিতে উপস্থিত ছিলেন অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈখিক মহাসঙ্ঘ এর প্রাক্তন ও বর্তমান জেলা সম্পাদক মাননীয় অভিলাষ ঘোষ ও ডসৃচ্চিদানন্দ দাস , ক্রীড়াভারতীর তাম্রলিপ্ত বিভাগ সংযোজক দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত প্রমুখ শুভেন্দু সরকার ও রাজ্যের মহিলা মোর্চার সদস্যা তথা পাঁচলা নর্থের কনভেনার শর্মিলা চক্রবর্তী, কো-কনভেনার কৃষ্ণ দাস, রাকেশ শর্মা ও প্রভারী বিপ্লব কোলে এবং ব্লকের অন্যান্য স্কুলের জাতীয়তাবাদী শিক্ষক শিক্ষিকা বৃন্দ। ভারতীয় অখণ্ড ঐতিহ্যের পুনর্জাগরণের পক্ষে অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের ভূমিকায় জেলা সভাপতি ডঃ সচ্চিদানন্দ দাস জাতীয় শিক্ষা নীতিতে রাষ্ট্র হিতে শিক্ষক, শিক্ষক হিতে শিক্ষা ও শিক্ষক হিতে সমাজের ভূমিকার প্রঞ্জল ব্যাখ্যা করেন। সঙ্ঘের মুখ্য জেলা স্বয়ংসেবক অভিলাষ ঘোষ স্কুলের পরিচালন স্বচ্ছতা,মিড ডে মিল ও ছাত্রাবাসের অর্থ তছরুপের বিগত দিনের কেলেঙ্কারি নিয়ে জোরালো পদক্ষেপের বার্তা দিয়েছেন। এবং তালবান্দি, শুভরআড়া, নয়াচক যদুনাথ, হাকোলা হাই, গঙ্গাধরপুর গার্লস-বয়েজ, পি এন মান্না, জুজারসাহ বিবেকানন্দ গার্লস, দেউলপুর হাই প্রভৃতি স্কুল গুলোকে আতস কাচের তলায় রাখতে অ্যাডমিনিস্ট্রেটরকে সচেতন করেছেন।সেইসঙ্গে বিগত দিনের রাজনৈতিক স্বৈরা্চারীতায় নিয়োগ হওয়া এ এইচ কাম টি আই সি, ও টি আই সি পোষ্টির বৈধতা ব্যাপারটি উচ্চতম কর্তৃপক্ষের নজরে এনে শুদ্ধি করণের রাস্তায় হাঁটার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।এ ব্যাপারে অ্যাডমিনিস্ট্রেটরকে প্রাথমিক পর্যায়টি সম্পন্ন করার অনুরোধ করেছেন পাঁচলা প্রভারী বিপ্লব কোলে। এ প্রসঙ্গে কনভেনার স্বপন নাথের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি জানিয়েছেন সদিচ্ছা থাকলে নিয়মের পাঁচিল বাধা হয়ে দাঁড়ায় না, এমন উদাহরণের অভাব নেই। ভারতরাষ্ট্রের আত্ম উন্মোচনে সকল রূপকার গণকে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানিয়েছেন সংগঠনের জেলা সভাপতি মিণ্টু চক্রবর্তী এবং ক্রীড়া ভারতীর তাম্রলিপ্ত বিভাগ সংযোজক শুভেন্দু সরকার ভোকেশনাল টিচারদের প্রাপ্য ভাতা বঞ্চনার বিষয়টিকে উচ্চতর কর্তৃপক্ষের নজরে আনার আহ্বান জানিয়ে নতুন সরকার গঠনে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের সুভাশিষ প্রদান করে সভার কাজ সমাপ্ত করেছেন।

# ওবিসি বিল নিয়ে সরব নওশাদ সিদ্দিকী, হুমায়ূন কবিরের মন্তব্যে সমর্থন নয় স্পষ্ট বার্তা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৯ জুন ঃ ওবিসি সংশোধনী বিল নিয়ে বিধানসভায় তুমুল বিতর্কের আবহে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করলেন আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী। বিলের বিভিন্ন দিক নিয়ে আপত্তি জানিয়ে তিনি অভিযোগ করেন, এই বিলের মাধ্যমে ভবিষ্যতে বহু মানুষকে ওবিসি তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার চেষ্টা করা হতে পারে। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নওশাদ সিদ্দিকী বলেন, একটি ওবিসি বিল আনা হয়েছে। আমি সেই বিলে ভোটাভুটির দাবি জানিয়েছিলাম। কিন্তু অদ্ভুতভাবে তৃণমূল কংগ্রেসের একাংশ বিলটিকে সমর্থন করার পরিবর্তে ওয়াকআউট করে। তাঁর অভিযোগ, সংশোধিত বিলের মাধ্যমে ওবিসি শ্রেণিভুক্তির ক্ষেত্রে এমন কিছু পরিবর্তন আনা হচ্ছে, যার ফলে ভবিষ্যতে বহু মানুষকে তালিকার বাইরে রাখার সুযোগ তৈরি হতে পারে। তিনি বলেন, এই সংশোধনীর মাধ্যমে অনেককে ওবিসি তালিকা থেকে বের করে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে, যাতে আগামী দিনে কেউ এর বিরোধিতা করতে না পারে। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নওশাদ সিদ্দিকী বলেন, একটি ওবিসি বিল আনা হয়েছে। আমি সেই বিলে ভোটাভুটির দাবি জানিয়েছিলাম। কিন্তু অদ্ভুতভাবে তৃণমূল কংগ্রেসের একাংশ বিলটিকে সমর্থন করার পরিবর্তে ওয়াকআউট করে। তাঁর

অভিযোগ, সংশোধিত বিলের মাধ্যমে ওবিসি শ্রেণিভুক্তির ক্ষেত্রে এমন কিছু পরিবর্তন আনা হচ্ছে, যার ফলে ভবিষ্যতে বহু মানুষকে তালিকার বাইরে রাখার সুযোগ তৈরি হতে পারে। তিনি বলেন, এই সংশোধনীর মাধ্যমে অনেককে ওবিসি তালিকা থেকে বের করে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে, যাতে আগামী দিনে কেউ এর বিরোধিতা করতে না পারে। নওশাদ আরও দাবি করেন, তৃণমূল কংগ্রেসের একাংশ বিলের বিরোধিতা করলেও অনেকেই ভোটদানে অংশ নেননি। তাঁর কথায়, ঋতব্রত পন্থী অনেকেই ভোটদান করেননি, বরং ভোটদান থেকে বিরত ছিলেন। একই সঙ্গে তিনি কেন্দ্রের প্রস্তাবিত ইউনিফর্ম সিভিল কোড (ইউসিসি)-এর বিরোধিতার কথাও পুনর্ব্যক্ত করেন। তাঁর বক্তব্য, আমরা ইউসিসি বিলের বিরোধিতা করছি। কেন্দ্রয় সরকার অতীতেও তালাক সংক্রান্ত বিল এনেছিল। এখন বলা হচ্ছে মহিলাদের সম্পত্তিতে সমান অধিকার দেওয়া হবে। হুমায়ূন কবিরের সাম্প্রতিক মন্তব্য প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে নওশাদ সিদ্দিকী স্পষ্ট ভাষায় জানান, তিনি কোনও দিনই হুমায়ূন কবিরের বক্তব্যকে সমর্থন করেননি এবং ভবিষ্যতেও করবেন না। তিনি বলেন, সংখ্যালঘুদের অধিকার খর্ব করা হলে তার বিরুদ্ধে সরব হওয়া প্রয়োজন, কিন্তু শুধুমাত্র উত্তেজনাপূর্ণ বক্তব্য দিয়ে অধিকার ফিরে পাওয়া সম্ভব নয়।এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, হুমায়ূন কবির কেন শুধুমাত্র মুসলিম সম্প্রদায়কে সামনে আনছেন, তা তাঁর দলই বলতে পারবে। তাঁর কোনও বক্তব্যকে আমি সমর্থন করি না। নওশাদ সিদ্দিকী আরও জানান, কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তি বা নেতা যদি সাম্প্রদায়িক বিভাজনমূলক মন্তব্য করেন, তবে তিনি তারও বিরোধিতা করবেন। তাঁর কথায়, হুমায়ূন কবিরের বক্তব্য যেমন আমি সমর্থন করি না,।

# জমিতে পড়ে থাকা ফসলের অবশিষ্টাংশকে কাজে লাগাতে উদ্যোগই নিমপীঠ লোকমাতা রানী রাসমণি মিশন

নিজস্ব সংবাদদাতা,কুলতলি, ২৯ জুন ঃ জমিতে পড়ে থাকা ফসলের অবিশিষ্টাংশকে কাজে লাগাতে মহিলাদের কাজে লাগানোর উদ্যোগ নিমপীঠ লোকমাতা রাণী রাসমনি মিশনের।এবার সুন্দরবনের কুলতলির মৈপীঠ গুড়গুড়িয়া ভুবনেশ্বরীতে ফসল ও সবজির অবশিষ্টাংশ যা ফেলে দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে ধান কেটে নেওয়ার পর মাঠে পড়ে থাকাখড় সহ সমস্ত কিছু নিয়ে বিকল্প ভাবনার চিন্তা করতে এগিয়ে এলো নিমপীঠ লোকমাতা রাণী রাসমনি মিশন।স্থানীয় মহিলাদের এ নিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। যার ফলে খুশি স্থানীয় মহিলারা। এখান থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে মহিলারা নিজেরাই তৈরি করছেন বিশেষ ধরণের সিমেন্টের বেড়। এরপর সেগুলি বসানো হচ্ছে মাঠের ধারে।সেখানে খড়, সবজির অংশ ফেলা হচ্ছে। যেখান থেকে সহজেই গবাদি পশু, গরু, ছাগল তাদের খাবার খেতে পারছে।এছাড়াও খাবার বেশি হলে সেখান থেকে জৈব সার তৈরিও

করা যাবে ভবিষ্যতে।নিমপীঠ লোকমাতা রানী রাসমণি মিশন স্থানীয় মহিলাদের এই বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। যার ফলে খুবই খুশি স্থানীয়রা। বিকল্প এই ভাবনা গ্রামবাসীদের কাছেও গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠছে।এ নিয়ে প্রশিক্ষক দেবাশিষ সরদার বলেন,এই কাজে মহিলাদের অংশগ্রহণকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। তারাই এই কাজ করছে। এরফলে আগামী দিনে গবাদি পশুর চাষ সহজ হয়ে উঠবে এবং মাঠে ফসলের অবশিষ্টাংশ পড়ে নষ্ট হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পাবে।গবাদি পশু তো খাবার খাবেই সেই সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে এই অবশিষ্টাংশ জমতে থাকলে আগামীদিনে এখান থেকেই জৈব সার তৈরি করা যাবে। যার ফলে ভবিষ্যতে এই ছোট প্রচেষ্টা থেকে বড় ফল মিলবে। প্রশিক্ষণ নিয়ে মহিলারা এই কাজে হাত লাগিয়েছেন। এ ব্যাপারে নিমপীঠ লোকমাতা রাণী রাসমনি মিশনের সাধারন সম্পাদক অমিতাভ রায় বলেন,আমরা জমির উর্বরতা বৃদ্ধির পাশাপাশি গবাদি পশুর খাওয়ার ব্যবস্থা, জৈব সারের ব্যবস্থার জন্য মহিলাদের নিয়ে এই নতুন উদ্যোগ গ্রহন করেছি।আর এতে আগামীদিনে সুফল আসবে আশা করা যায়।তবে এখন

# মথুরাপুরে সরকারি টাকায় তৃণমূল নেতার বাড়িতে ভ্যাটকে ঘিরে বিক্ষোভ প্রতিবাদ স্থানীয়দের

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,মথুরাপুর,২৯ জুন ঃ এবার সরকারি টাকায় তৃনমূল নেতার বাড়ির ভেতরে ময়লা ফেলার ভ্যাট তৈরির অভিযোগকে ঘিরে চাঞ্চল্য মথুরাপুরে। সরকারি অর্থে নির্মিত ভ্যাট ব্যক্তিগত বাড়ির ভেতরে তৈরি করার অভিযোগকে কেঃদ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠলো দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মথুরাপুর ১ নম্বর ব্লকের দেবীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মথুরাপুর স্টেশন চত্বর এলাকা।অভিযোগ, তৃণমূল নেতা স্বরুপ মণ্ডল ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে সরকারি বরাদ্দের লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে নিজের বাড়ির বাগানের মধ্যে ভ্যাট নির্মাণ করে।আর রাজ্যে পালা বদলের পরে সোমবার এলাকার বাসিন্দারা বাড়িতে জমানো ময়লা নিয়ে স্বরুপ মণ্ডলের বাড়িতে প্রবেশ করেন এবং ওই ভ্যাটে ময়লা ফেলে বিক্ষোভ প্রতিবাদ দেখান। আর বিক্ষোভ চলাকালীন প্রতিবাদকারী দের মুখে শোনা যায় 'চোর চোর' স্লোগান।স্থানীয়দের অভিযোগ, সরকারি অর্থে তৈরি হলেও ভ্যাটটি সাধারণ মানুষের ব্যবহারের জন্য কখনও খুলে দেওয়া হয়নি। বাড়ির মূল গেট অধিকাংশ সময় বন্ধ থাকে।ফলে সাধারণ মানুষকে সেখানে ময়লা ফেলতে দেওয়া হয়নি

# যাত্রী নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াতে পূর্ব রেলের আসানসোল ডিভিশনের ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণ ও নবীকরণ অভিযান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৯ জুনঃ কোটি কোটি যাত্রীদের আরও মসৃণ, দ্রুত এবং নিরাপদ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে, পূর্ব রেল ২০২৬ সালের মে মাসে রেললাইনের সার্বিক নিরাপত্তা বৃদ্ধির জন্য রক্ষণাবেক্ষণ ও নবীকরণের

এক ব্যাপক কর্মসূচি সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী মিলিন্দ দেওস্করের দূরদর্শী নির্দেশনায়, নেটওয়ার্ক জুড়ে এই বড় ধরনের পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ করা হয়েছে। এর মূল উদ্দেশ্য হলো ভ্রমণের প্রতিবন্ধকতা দূর করা, ট্রেন বিলম্বের সময় কমানো এবং আগামীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আজকের রক্ষণাবেক্ষণ-এই নীতিকে সামনে রেখে ভবিষ্যতের উচ্চ-গতির ট্রেন পরিচালনার জন্য একটি মজবুত ভিত্তি তৈরি করা। স্থানীয় স্তরে এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তৃণমূল পর্যায়ের উন্নয়নমূলক কাজের নেতৃত্ব দিয়ে আসানসোল ডিভিশনের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার শ্রী সংগ্রহ মৌর্য ১৮টি মূল রক্ষণাবেক্ষণ কাজের সূক্ষ্ম তদারকি ও বাস্তবায়ন করেছেন, যা সরাসরি দৈনিক যাত্রীদের নিরাপত্তা মার্জিন এবং আরামদায়ক ভ্রমণ অভিজ্ঞতাকে বা।ায়ে তোলে। এই ডিভিশন সফলভাবে লেভেল ক্রসিং (এলসি) বিলুপ্ত করার জন্য এলসি নম্বর ১৭ এবং ০৮-এ ২টি লিমিটেড হাইট সাবওয়ে (এলএইচএস) স্থাপন করেছে। এর পাশাপাশি বিআরআর -এ ১১৯টি অননুমোদিত জবরদখল উচ্ছেদ করা হয়েছে এবং জেএমটি , এসটিএল ও এমডিপী -তে ৩টি পরিত্যক্ত ফুট ওভার ব্রিজ (এফওবি) ভেঙে ফেলা হযেছে। ট্র্যাক নবীকরণের ক্ষেত্রে, ডিভিশনটি ৬.৫৫৫ ট্র্যাক কিলোমিটার প্রাথমিক রেল নবীকরণ, ৮.৮১ ট্র্যাক কিলোমিটার প্রাথমিক স্লিপার নবীকরণ এবং ৪.৯৩২ ট্র্যাক কিলোমিটার থ্রু ব্যালাস্ট (পাথর) নবীকরণ সম্পন্ন করেছে। এছা।াও, গুরুত্বপূর্ণ সিস্টেম উপাদানগুলির ব্যাপক আপগ্রেড করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে ১৬টি থ্রু টার্নআউট নবীকরণ, ২৩টি সুইচ নবীকরণ (১৭টি এনডব্লিউএস এবং ৬টি টিডব্লিউএস সহ), ২৩টি ক্রসিং নবীকরণ (২০টি ডব্লিউসিএমএস ক্রসিং এবং ৩টি সিএমএস ক্রসিং সহ), ২টি ডায়মন্ড ক্রসিং নবীকরণ এবং ১৮ সেট থিক ওয়েব সুইচ এক্সপেনশন জয়েন্ট (এসইজে) স্থাপন। রেললাইনের অখণ্ডতা রক্ষা এবং শান্ত ও নির্বিঘ্ন ট্রেন চলাচল নিশ্চিত করতে, ডিভিশনটি ৩,৩৮,০৮৩টি ইলাস্টিক রেল ক্লিপ (ইআরসি)-এ গ্রীসিং করেছে, ১০৩টি গ্লুড জয়েঃট নবীকরণ করেছে এবং ৭১০টি রেল জয়েন্টট ওয়েল্ডিং (ঝালাই) করেছে। স্বয়ংক্রিয়ভাবে ট্র্যাক ট্যাম্পিং (পাথর ঠাসা)-এর জন্য ভারী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়েছে, যার মাধ্যমে ১৪৮.০৭ ট্র্যাক কিলোমিটার সাধারণ ট্র্যাক এবং ২৬টি টার্নআউটের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। রেললাইন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া প্রতিরোধ করতে উন্নত কাঠামোগত পরীক্ষা এবং পরিবেশগত সুরক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল যার মধ্যে রয়েছে রেললাইনের ভেতরের অদৃশ্য ত্রুটিগুলি চিহ্নিত করতে ৪৭১.১৫ ট্র্যাক কিলোমিটার জুড়ে আল্ট্রাসনিক ফ্ল ডিটেকশন (ইউএসএফডি) পরীক্ষা, তাপের কারণে লাইনের প্রসারণ নিরাপদে পরিচালনা করতে ২১.৩৫ ট্র্যাক কিলোমিটার ট্র্যাক ডি-স্ট্রেসিং এবং রেললাইনের ভিত্তি থেকে চমকার জল নিস্কাশন নিশ্চিত করতে ১৪.৬১ কিলোমিটার শোল্ডার ব্যালাস্ট পরিস্কারের কাজ। যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের ওপর এই নিবি। অভিযানের দীর্ঘমেয়াদী প্রভাবের কথা তুলে ধরে পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শ্রী শিবরাম মাঝি বলেছেন আসানসোল ডিভিশন জুড়ে এই কাঠামোগত নবীকরণ এবং উন্নত নিরাপত্তা পরীক্ষাগুলি সরাসরি ট্রেনের গতি কমে যাওয়ার সম্ভাবনাকে দূর করে। আমাদের যাত্রীদের জন্য এটি অত্যন্ত কম ভ্রমণ সময়, সর্বোচ্চ নিরাপত্তা এবং উল্লেখযোগ্যভাবে আরও মসৃণ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সুনিশ্চিত করে।

# প্রথা ও নিয়ম মেনে মাহেশের জগন্নাথদেবের স্নান যাত্রার উৎসব পালিত হলো

বনস্পতি দে, মাহেশ হুগলি,২৯ জুন ঃ ৬৩০ বর্ষে পড়লো মাহেশের রথ ও স্নানযাত্রা উৎসব। প্রথা ও নিয়ম মেনে পালিত হলো মাহেশের জগন্নাথদেবের স্নান যাত্রা। আর এখন থেকেই শুরু হলো রথযাত্রার দিন গোনা। সোমবার সকালে পহুন্ডি যাত্রার পরে স্নান বেদীতে নিয়ে আসা হয় জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার বিগ্রহ। তারপর স্নানবেশ পরানো হয়। মন্দির কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে অমৃতযোগে পুণ্য স্নান শুরু হয় সকাল ১০টা ১৫ মিনিটে। স্নানযাত্রা উসব দেখতে অগণিত ভক্তের সমাবেশ দেখা গিয়েছে। রীতি অনুযায়ী স্নানমঞ্চে ২৮ ঘড়া গঙ্গাজল এবং দেড় মণ দুধ দিয়ে স্নান করানো হয় জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাকে। ১০৮ টি কলসের বিশেষ দ্রব্য দিয়ে জগন্নাথদেবের মহা অভিষেক স্নান যাত্রা হয়েছে। প্রচলিত বিশ্বাস, ওই পরিমাণ দুধ-গঙ্গাজলে স্নান করে জগন্নাথদেবের জ্বর আসে। মন্দির বন্ধ রেখে সেবা-শুশ্রুষার পরে সুস্থ হন জগন্নাথদেব। তারপরে রথযাত্রার দিন রথে করে মাসির বাড়ি যান জগন্নাথদেব। দিনভর পুজো, হোম-যজ্ঞ, আরতি, ভোগ নিবেদনের পরে অনবসর হয় রাত সাড়ে ন'টায়। মাহেশ জগন্নাথ মন্দির ট্রাস্টি বোর্ডের অন্যতম সেবায়েত ও সম্পাদক পিয়াল অধিকারী বলেন, ' ভক্তের ঢল নেমেছে। জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা বিখ্যাত। আমরা নীলকণ্ঠ পাখি দেখতে পাই স্নানযাত্রার ইতিহাসে। আজকের পরে বিভিন্ন বেশে সাজানো হবে প্রভুকে। এর পর অনবসর সেবা হয়।

# বহড়ুতে ভাইয়ের হাতে নৃশংসভাবে দাদা খুনে গ্রেফতার ভাই

নিজস্ব সংবাদদাতা,বহড়ু, ২৯ জুন ঃ নিজের দাদাকে খুন করে পালিয়ে গিয়ে ও শেষ রক্ষা হয়নি খুনের অভিযুক্তের। পুলিশের জালে ধরা পড়ে সে।আর তাকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জেরা করলে সে নিজের দাদাকে খুন করেছে বলে স্বীকার করে নেয় বলে পুলিশ সূত্রে জানা যায়।আর এই নৃশংস ঘটনাটি সম্প্রতি ঘটেছিলো জয়নগর থানার বহড়ু ক্ষেত্র গ্রাম পঞ্চায়েতের উওর মিঠানী গ্রামে। আর জয়নগর থানার আই সি সুব্রত মালাকারের নির্দেশে এস আই রাজীব সাউ এই ঘটনার তদন্তের দায়িত্বভার নিয়ে প্রথমে খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্তের বাবা পাচু বৈদ্যকে গ্রেফতার করে এবং তার সূত্র ধরে মূল অভিযুক্ত নিমাই বৈদ্য ও তার স্ত্রীকে গ্রেফতার করে। জমি সংক্রান্ত বিবাদের জেরে ভাইয়ের হাতে দাদা খুনে ধারালো অস্ত্র দিয়ে সম্প্রতি কুপিয়ে খুন করা হয়েছিল পেশায় মাছ ব্যবসায়ী দুধ কুমার বৈদ্য(৪২) কে।অভিযোগ খু।তোতো ভাই নিমাই বৈদ্যর বিরুদ্ধে।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায় ,দীর্ঘদিন ধরে জায়গা জমি সংক্রান্ত বিবাদ ছিল দুই পরিবারের মধ্যে, পেশায় মাছ ব্যাবসায়ী দুধ কুমার বৈদ্য সম্প্রতি বহড়ু বাজার থেকে সাইকেল নিয়ে বাড়ি ফেরার সময় বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে অন্ধকার রাস্তায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন করে দুষ্কৃতীরা। দুধ কুমার বৈদ্যের পরিবারের অভিযোগ খুড়তুতো ভাই নিমাই বৈদ্যর সঙ্গে জমি জায়গা ও পুকুর নিয়ে দীর্ঘদিনের বিবাদ ছিল।


## আরামবাগ হ্যাচারিজ লিমিটেড - অবসায়ন প্রক্রিয়ারত

**ইনসলভেন্সি অ্যান্ড দেউলিয়া বিষয়ক আইন, ২০১৬-এর অধীনে ই-নিলামে বিক্রয়ের বিজ্ঞপ্তি**

ইনসলভেন্সি অ্যান্ড দেউলিয়া কোড, ২০১৬'-এর বিধান অনুযায়ী লিকুইডেটর (আইপি ডিকোড রিজলভেন্সি ইন্টারন্যাশনাল প্রাইভেট লিমিটেড)-এর পক্ষ থেকে সর্বসাধারণকে এতদ্দ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, কর্পোরেট দেনাদার 'মেসার্স আরামবাগ হ্যাচারিজ লিমিটেড' (বর্তমানে লিকুইডেশন বা অবসায়ন প্রক্রিয়ার অধীন)-যার সিআইএন **CIN: U01222WB1973PLCO29137** এবং নিবন্ধিত কার্যালয় পি.ও. আরামবাগ, জেলা হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত - ৭১২৬০১-এ অবস্থিত-তা যেমন আছে, যেখানে আছে (as is where is basis), যা কিছু আছে **(whatever there is)** এবং কোনো প্রতিকার বা দায়মুক্তির দাবি ছাড়া **(no recourse basis)** শর্তে বিক্রি করা হচ্ছে অর্থাৎ এই বিক্রয় প্রক্রিয়ায় কোনো প্রকার ওয়ারেন্টি বা ক্ষতিপূরণের নিশ্চয়তা প্রদান করা হচ্ছে না। এই বিক্রয় প্রক্রিয়াটি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক **https:baanknet.com** নামক ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে এবং এর বিপণনের দায়িত্বে রয়েছে 'নিউটাউন টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড'। ই-নিলামটি ৩রা আগস্ট, ২০২৬, সোমবার সকাল ১১.০০টা থেকে বিকেল ৪.০০টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হওয়ার দিন ধার্য করা হয়েছে।

| | | |
|---|---|---|
| ১. | ই-নিলামের বিবরণ | ১. ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মঃhttps:baanknet.com<br>২. বিপণন সহযোগীঃ নিউটাউন টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড<br>৩. তারিখ ও সময়ঃ সোমবার, ৩ আগস্ট, ২০২৬ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকেল ৪.০০টা পর্যন্ত<br>৪. ই-নিলামটিতে ৮ মিনিট সময়সীমা অসীমভাবে বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা থাকবে অর্থাৎ, নিলাম শেষ হওয়ার আগের শেষ ৮ মিনিটের মধ্যে কোনো বিড (দর প্রস্তাব) করা হলে প্রতিবারই নিলামের সময়সীমা আরও ৮ মিনিট করে বাড়ানো হবে। |
| ২. | বিবরণ | সম্পূর্ণ কর্পোরেট দেনাদার প্রতিষ্ঠান 'মেসার্স আরামবাগ হ্যাচারিজ লিমিটেড' (অবসায়ন প্রক্রিয়ারত)-কে 'চলমান প্রতিষ্ঠান' (Going Concern) হিসেবে বিক্রয় দ্রষ্টব্যঃ IBBI (Liquidation Process) Regulations, ২০১৬-এর সাম্প্রতিক সংশোধনী অনুযায়ী-যার মাধ্যমে Regulation 32(e) এবং Regulation 32A-কে ভবিষ্যৎ প্রভাবসহ (prospectively) বাতিল করা হয়েছে-কর্পোরেট দেনাদারের (Corporate Debtor) চলমান অবসায়ন প্রক্রিয়াটি অপরিবর্তিত থাকবে। সেই অনুযায়ী, এই ই-নিলামটি উক্ত সংশোধনীর আগেই শুরু হওয়া বিক্রয় প্রক্রিয়ার-অর্থা কর্পোরেট দেনাদারকে একটি চলমান প্রতিষ্ঠান বা 'গোয়িং কনসার্ন' (going concern) হিসেবে বিক্রয়-এর-ধারাবাহিকতায় পরিচালিত হচ্ছে। ই-নিলাম পোর্টালে যেখানেই set of assets collectively (সম্পত্তির সমষ্টি) শব্দগুচ্ছটি দেখা যাবে, তা শুধুমাত্র পোর্টালের সিস্টেম-জনিত সীমাবদ্ধতার কারণেই ব্যবহৃত হয়েছে এটিকে বিক্রয় প্রক্রিয়ার প্রকৃতি বা পদ্ধতি পরিবর্তনের কোনো ইঙ্গিত হিসেবে গণ্য করা যাবে না। এই বিক্রয় প্রক্রিয়ার আওতা থেকে সেই সব সম্পত্তি বাদ থাকবে যেগুলোর ক্ষেত্রে সুরক্ষিত ঋণদাতারা (secured creditors) তাদের জামানতজনিত অধিকার (security interest) প্রয়োগ বা আদায়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং যা ফলস্বরূপ 'লিকুইডেশন এস্টেট' (Liquidation Estate)-এর অংশ নয়। |
| ৩. | সংরক্ষিত মূল্য | ইএনআর মাত্র **৪৭,৬৪,৬০,৪৭৯.০০১ টাকা** (সাতচল্লিশ কোটি চৌষট্টি লক্ষ ষাট হাজার চারশ উনআশি টাকা এক পয়সা) |
| ৪. | জামানতের অর্থ জমা | ইএনআর মাত্র **২,৩৮,২৩,০০০.০০ টাকা** (দুই কোটি আটত্রিশ লক্ষ তেইশ হাজার টাকা) |
| ৫. | দর বৃদ্ধির পরিমাণ | ১০,০০,০০০.০০১ ভারতীয় টাকায় (দশ লক্ষ টাকা) মাত্র |
| ৬. | ই-নিলামে অংশগ্রহণ | ১. সকল আগ্রহী দরদাতাকে 'প্রসেস মেমোরান্ডাম'-এ (Process Memorandum) বর্ণিত শর্তাবলী মেনে চলতে হবে। এই নথিটি https://baanknet.com ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে এবং নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছে liquidator ahl@decoderesolvency.com ঠিকানায় ইমেইল করে অনুরোধ জানালেও তা সংগ্রহ করা যাবে।<br>২. ই-নিলামে (e-Auction) অংশগ্রহণের জন্য শর্তাবলী অনুযায়ী 'আমানত অর্থ' বা 'আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট' (EMD) জমা দেওয়া একটি আবশ্যিক শর্ত। |
| ৭. | আবেদনপত্র, আইবিসি (IBC)-এর ২৯এ (২৯ক) ধারার অধীনে অঙ্গীকারনামা এবং বিড-পূর্ব যোগ্যতাসংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক নথিপত্রসহ 'আগ্রহ প্রকাশ' (EoI) জমা দেওয়ার শেষ তারিখ। | **শুক্রবার, ৩১ জুলাই, ২০২৬** |
| ৮. | সম্ভাব্য দরদাতাদের দ্বারা নিলামকৃত সম্পদ সরেজমিনে পরিদর্শন ও যথাযথ যাচাই-বাছাই (Due Diligence) সম্পন্ন করার সর্বশেষ তারিখ। | **শুক্রবার, ৩১ জুলাই, ২০২৬ (সকাল ১১.০০টা থেকে সন্ধ্যা ৬.০০টা)। পরিদর্শন বা ইনস্পেকশনের সময় নির্ধারণ করতে, অনুগ্রহ করে 'প্রসেস মেমোরান্ডাম'-এ উল্লিখিত শর্তাবলি অনুযায়ী liquidator.ahl@decoderesolvency.com-এ যোগাযোগ করুন।** |
| ৯. | ইএমডি (EMD) জমা দেওয়ার শেষ তারিখ | **শুক্রবার, ৩১ জুলাই, ২০২৬** |

মার্কেটিং এজেন্সিগুলো বিক্রয়মূল্যের ১ হারে 'সাকসেস ফি' (success fee) পাওয়ার যোগ্য। বিস্তারিত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে নিম্নস্বাক্ষরকারীর সাথে যোগাযোগ করুন।

স্বাক্ষরিত-
**ডিকোড রিজলভেন্সি ইন্টারন্যাশনাল প্রাইভেট লিমিটেড**
লিকুইডেটর-**আরামবাগ হ্যাচারিজ লিমিটেড**
**যোগাযোগের ইমেল ঃ** liquidator.ahl@decoderesolvency.com
**নিবন্ধিত ইমেল আইডিঃ** ip@decoderesolvency.com
**আইডিবিআই নিবন্ধন নম্বর ঃ** IBBI/PE-0091/IPA-3/2022-2350006
**AFA মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখঃ** ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৬

**স্থানঃ মুম্বাই**
**তারিখঃ ৩০ জুন, ২০২৬**



## SWASTIK PLYWOOD LIMITED

**CIN: L20291WB1985PLC038657**
**Registered Office:** Shyam Tower,03-319, DH 6/11, Street No.-319, Action Area-ID, New Town, North 24 Parganas, Kolkata - 700 156
**Tel:** +91 33 4007 4007
**Email ID:** compliance@swastikplywood.net

**NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION**

NOTICE is hereby given that the **41ST** Annual General Meeting **(AGM)** of **M/S SWASTIK PLYWOOD LIMITED** will be held on **Friday, 31st Day of July 2026 at 12:30 P.M.** at its Registered Office at Shyam Tower, 03-319, DH 6/11,Street No.-319, Action Area-ID, New Town, North 24 Parganas, Kolkata - 700 156, to transact the business as set out in the Notice of AGM.

The Notice of the AGM has been sent in electronic mode via e-mail to all the members whose e-mail IDs are registered with the Company / Maheshwari Datamatics Private Limited (RTA) / Depository Participants (DP), and the Members at their postal address, registered with the Company/ Depository Participant (DP), as the case may be, on 26th June, 2026. The Notice of AGM is also available on the website of the Company at www.swastikplywood.net and on CDSL website viz. www.evotingindia.com.

In case the Members have not registered their email address with the Company/ Depository, please follow the below instructions to register your email ID for obtaining login details for e-voting.

a) For Members holding shares in Physical mode: Please provide necessary details with the Registrar and Share Transfer Agent of the Company. Relevant forms prescribed by the SEBI in this regard are available on the website of the RTA.

b) For Members holding shares in Demat mode: Please contact your Depositary Participant (DP) and register your email address as per the process advised by DP.

Pursuant to provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the relevant rules made thereunder and Regulation 44 of (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 2015, the Company is providing the facility to its members to exercise their right to vote by electronic means on all resolutions set forth in the Notice of AGM, through remote e-voting facility provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL). The details pursuant to section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 thereof are as under :-

1. The remote e-voting period commences on Tuesday 28th July, 2026 (9:00 A.M. IST) and ends on Thursday, 30th July, 2026 (5:00 P.M. IST).
2. The cut-off date for determining the eligibility to vote by remote e-Voting at the AGM is 24th July, 2026.
3. Any person who acquire share and became the member after dispatch of Notice and hold shares as of the cut-off date may obtain the sequence number for remote e-voting by sending a request to the Company's RTA at mdpldc@yahoo.com.

4.a. Remote e-voting through electronic means shall not be allowed beyond 05:00 p.m. on Thursday,30th July, 2026.
b. Members who have not casted their votes through remote e-voting may cast their votes at the AGM through ballot papers.
c. Members who have cast their votes by remote e-voting, may attend the AGM, but shall not be entitled to cast their votes again thereat.
d. Members whose name is recorded in the Register of Members as on the cut-off date i.e., 24th July, 2026 shall only be entitled to vote through remote e-voting as well as voting at the AGM through ballot.

In case of any query or grievance in relation to e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for Members available on the website www.evotingindia.com under the help section or you email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or send a request to Maheshwari Datamatics Private Limited (RTA) at 033-22482248 or write them at mdpldc@yahoo.com.

By the Order of the Board of Directors
Sd/-
**Magan Lal Patel**
WTD and CFO
DIN:00529999

Place: Kolkata
Date: 29.06.2026



## KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

**ABRIDGED NIT**

**The Ex. Eng.(W/S)/South, KMC** invites e-tender for the following works. (Submission of Bid through online).

**1. NIT No. : KMC/WS/EE/S/081/2026-27/01/1st Call**
Name of Work : **Maintenance of water supply distribution network by repairing service pipes and stand posts along with other ancillary works at Tollygunj Road, Chetla Road and other different areas in Ward-81, Br-X.** Estimated Amount (including GST and CESS) : **Rs.2,39,996.59.** Earnest Money : **Rs.5,000.00.** Time of Completion : **35 Days.**

**2. NIT No. : KMC/WS/EE/S/089/2026-27/02/1st Call**
Name of Work : **Maintenance of water supply distribution network by repairing service pipes and stand posts along with other ancillary works at DCC Lane, KBB Lane and other different areas in Ward-89, Br-X.** Estimated Amount (including GST and CESS) : **Rs.2,99,763.30.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Time of Completion : **35 Days.**

**3. NIT No. : KMC/WS/EE/S/092/2026-27/02/1st Call**
Name of Work : **Maintenance of water supply distribution network by repairing service pipes and stand posts along with other ancillary works at Tanu Pukur, R.N. Das Road and other different areas in Ward-92, Br-X.** Estimated Amount (including GST and CESS) : **Rs.2,99,793.73.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Time of Completion : **35 Days.**

**4. NIT No. : KMC/WS/EE/S/094/2026-27/01/1st Call**
Name of Work : **Maintenance of water supply network system by cut & flush method and repairing of Stand Post and its ancillary works at P.A. Shah Road, P.G. MD Shah Road and other places in Ward No.94, Br-X.** Estimated Amount (including GST and CESS) : **Rs.2,86,994.48.** Earnest Money : **Rs.5,800.00.** Time of Completion : **45 Days.**

**5. NIT No. : KMC/WS/EE/S/097/2026-27/01/1st Call**
Name of Work : **Maintenance of water supply system by cut & flush method and repairing of Stand Post and its allied works at 35 Plot M.B Sarani, N.N Ghosh Lane (Rishi Colony, Bagdi Para) and other places in Ward No.97, Br-X.** Estimated Amount (including GST and CESS) : **Rs.2,90,219.83.** Earnest Money **: Rs. 6,000.00.** Time of Completion : **45 Days.**

Last Date and Time of Online Submission of Tender : **09.07.2026 at 2.30 P.M. (for Sl.No.1 to 5).** Date and Time of Online Open of Tender : **11.07.2026 at 2.30 P.M. (for Sl.No.1 to 5).** For full and further details, please visit the websites **http://www.wbtenders.gov.in (for Sl.No.1 to 5).** Please keep watching on the above website for all further Addendum/Corrigendum, Pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only. KMC reserves the right to accept/reject any/all tenders without showing any reason **(for Sl.No.1 to 5).**

**The Executive Engineer (Water Supply), GRWW, KMC** invites e-tender for the following works :-

**1. NIT No. : EE/GRWW/PH-V/04/26-27**
Name of Work : **Supply, delivery and fittings-fixing of various spare parts for air compressor on-1 with ancillary works at WTP-V of GRWW.** Estimated Amount : **Quotation.** Earnest Money : **Rs.3,600.00.** Period of Completion : **07 Days.** Last Date and Time of receipt of Tender (Online) : **08.07.2026 at 2 p.m.** Last Date and Time of opening of Tender (Online) : **10.07.2026 at 2 p.m.**

**2. NIT No. : EE/GRWW/WTP-I/08/2026-27**
Name of Work : **Repairing and replacement of different spare parts of sludge pump no-01 at sludge pump house with ancillary works under WTP-I, GRWW.** Estimated Amount : **Quotation.** Earnest Money : **Rs.5,900.00.** Period of Completion : **15 Days.** Last Date and Time of receipt of Tender (Online) **: 04.07.2026 at 2 p.m.** Last Date and Time of opening of Tender (Online) **: 06.07.2026 at 2 p.m.** The bid forms and other details will be available shortly from the website **: https://wbtenders.gov.in (for Sl.No.1 & 2).**

**The Executive Engineer, Water Supply (West), KMC** invites e-tender for the following works :-

**1. NIT No. : KMC/WS/W77-15/T-03/26-27**
Name of Work : **Improvement of F.W supply by laying 100 MM Dia. M.S. Pipe along Dr. Sudhir Bose Road from Jn. of Ibrahim Road to 40 Dr. Sudhir Bose Road in Ward No.77.** Estimated Amount : **Rs.3,03,309.00.** Earnest Money : **Rs.6,700.00.** Period of Completion : **15 Days.**

**2. NIT No. : KMC/WS/W77-16/T-04/26-27**
Name of Work : **Development of F.W supply by laying 100 MM Dia. DI pipe from 33 Dr. Sudhir Bose Road to 37C Dr. Sudhir Bose Road in Ward No.77.** Estimated Amount : **Rs.2,81,201.00.** Earnest Money : **Rs.5,650.00.** Period of Completion : **12 Days.** Last Date of receipt/opening of Tender (Online) **: 11.07.2026 at 11 a.m./13.07.2026 at 11 a.m. (for Sl.No.1 & 2).** The bid forms and other details are available form the **https://wbtenders.gov.in (for Sl.No.1 & 2).**

**169 / 26-27**

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

# দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ২০৯ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ১৫ আষাঢ়, ১৪৩৩

## বিখ্যাত ভবানীপুর

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, শম্ভুনাথ পণ্ডিত, নেতাজি বাসভবন এবং মহানায়ক উত্তম কুমার এবং অন্যান্য অনেক কারনে দক্ষিন কলকাতার ভবানীপুর অঞ্চলটি বিখ্যাত হয়ে গেছে। ১৭১৭ সালে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মুঘল সম্রাট ফররুখশিয়ারের কাছ থেকে কলকাতার আশেপাশের যে ৩৮টি গ্রাম ভাড়া নিয়েছিল, ভবানীপুর ছিল তারই অংশ। পরবর্তীতে ১৭৫৮ সালে নবাব মীর জাফরের কাছ থেকে কেনা 'দিহি পঞ্চান্নগ্রাম'-এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে এটি তৎকালীন কলকাতার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপশহর হিসেবে গড়ে ওঠে। নামকরণের ইতিহাস ভবানীপুর নামের উৎপত্তি নিয়ে মূলত দুটি প্রধান মতবাদ প্রচলিত রয়েছে-দেবী ভবানী আবার অনেকের মতে, ঐতিহাসিক কালীঘাট মন্দিরের আদি অবস্থান ছিল এই অঞ্চলে এবং দেবী ভবানীর নামানুসারেই এই জায়গার নামকরণ হয়। রানী ভবানী, লোকশ্রুতি অনুযায়ী, নাটোরের রানী ভবানীর নাম থেকেও এই অঞ্চলের নাম ভবানীপুর হয়ে থাকতে পারে। ১৮৫৪ সালে সদর দেওয়ানি আদালত (পরবর্তীতে কলকাতা হাইকোর্ট) কাছাকাছি স্থানান্তরিত হলে এলাকাটি আইনজীবী ও উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালিদের প্রিয় চারণভূমিতে পরিণত হয়। উত্তর কলকাতার কোলাহল এড়িয়ে বহু সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত মানুষ উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এখানে বসতি স্থাপন করেন। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ব্যবসার উদ্দেশ্যে গুজরাটি, পাঞ্জাবি ও মাড়োয়ারি সম্প্রদায়ের মানুষ এখানে আসতে শুরু করায় এলাকাটি একটি মিশ্র ও বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির রূপ নেয়। বহু উজ্জ্বল নক্ষত্রের স্মৃতিবিজড়িত। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ঃ এলগিন রোডের বাসভবন (আজকের নেতাজি ভবন) থেকে ১৯৪১ সালে তিনি ব্রিটিশদের চোখ এড়িয়ে মহানিষ্ক্রমণ করেছিলেন। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ঃ বাংলার বাঘ নামে পরিচিত এই প্রখ্যাত শিক্ষাবিদের পৈতৃক বাসস্থান এই ভবানীপুরেই। শম্ভুনাথ পণ্ডিত, কলকাতা হাইকোর্টের প্রথম ভারতীয় বিচারপতি ১৮৬৩ সাল থেকে এই এলাকায় বসবাস শুরু করেন। মহানায়ক উত্তমকুমার, বাঙালির এই শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক নায়কের আদি বাড়ি ভবানীপুরের গিরিশ মুখার্জি রোডে অবস্থিত। কলকাতা বিশেষজ্ঞ পিটি নায়ার এই ভবানীপুরেই বসবাস করতেন। বাঙালি না হয়েও কলকাতাকে ভালোবেসে এই ভবানীপুরে বসবাস করছেন। নীল চাষের বিরুদ্ধে কলম ধরা হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতি যেমন এই মাটির সাথে জড়িয়ে আছে তেমনি এরপর পশ্চিমবঙ্গের পরপর দুই মুখ্যমন্ত্রীর রাজনৈতিক উত্থানও এই ভবানীপুর থেকেই। ১৮৫৩ সালে স্থাপিত ঐতিহাসিক ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজ উপাসনা গৃহ কিংবা যদুবাবুর বাজারের মতো প্রাচীন ঐতিহ্যগুলোকে বুকে নিয়ে ভবানীপুর আজও পুরোনো কলকাতার আভিজাত্য বজায় রেখেছে। ভবানীপুরে বসবাস করেন অভিনেতা রঞ্জিত মল্লিক। তাঁদের আদি বাড়ি এই ভবানীপুরে। এই বাড়িতে বহুকাল ধরে দুর্গা পুজো হয়ে আসছে। ভবানীপুর অঞ্চল বিখ্যাত হয়েছে কালী মন্দিরের জন্য। ভারতের সব হিন্দুরা ভবানীপুরে আসে কালীঘাটের পুজো দিয়ে থাকেন। এইখানেই বসবাস করতেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়। পরে এই অঞ্চল থেকে নির্বাচিত হয়ে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী

## শহিদ রাজেন্দ্র লাহিড়ী

মৃত্যুঞ্জয়ী রাজেন্দ্র লাহিড়ীর জন্ম ২৯শে জুন ১৯০১ সালে বাংলাদেশের পাবনা জেলার মোহনপুরে হয়। পিতার নাম ছিল ক্ষিতিশমোহন লাহিড়ী। পরিস্থিতির কারণে রাজেন্দ্র লাহিড়ী তার মামার বাড়ি বারাণসীতে চলে যান। বারাণসীতেই তার শিক্ষা দীক্ষা সম্পূর্ণ হয়। কাকোরী কাণ্ডের সময় রাজেন্দ্র লাহিড়ী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিষয়ে এম,এ এর ছাত্র ছিল। সেই সময়টায় বারাণসীতে বিপ্লবীদের কর্মকেন্দ্র ছিল। সেখানেই তার সাথে সাক্ষাৎ হয় বিপ্লবী শচীন্দ্রনাথ স্যান্যাল-এর সঙ্গে, সেখানেই তিনি রিপাবলিকান পার্টির সক্রিয় সদস্য হন। আরও অনেক আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে তিনি। দিনটি ছিল ১৯২৫ সানের ৯ই আগস্ট লখনৌ থেকে ১৪ মাইল দূরে কাকোরি ও আলম বাগ স্টেশনের মাঝখানে একটি প্যাসেঞ্জার ট্রেনকে চেন তেনে থামিয়ে তাকা শুদ্ধু সিন্দুক সরানো হয়। এই ট্রেন ডাকাতির কাজে মোট ১৬ জন বিপ্লবী অংশ নেন রাজেন্দ্র লাহিড়ী তাদের মধ্যে অন্যতম। তাদের এই বীরত্বপূর্ণ কাজ কাকোরী বিপ্লব নামে পরিচিত। ওই ট্রেনেই ছিল ইংরেজ সৈনিকরা তারাও সাহস পায়নি বিপ্লবীদের সাথে মোকাবিলা করতে। কাকোরী কাণ্ডের পরে রামপ্রসাদ বিসমিল ও রাজেন্দ্র লাহিড়ীকে বোমা বানানোর কাজে বাংলায় পাঠিয়ে দেন। রাজেন্দ্র লাহিড়ী কলকাতায় আসেন আর কলকাতা থেকে কিছু দূরে দক্ষিণেশ্বরে বোনা বানানোর যন্ত্রপাতি জড়ো করেন। কিন্তু রাজেন্দ্র লাহিড়ীর ঠিক মতো বোমা বানানোর কাজ শেখেনি, তার এক সঙ্গীর অসাবধানীর কারণে একটি বোমা বিস্ফোরণ হয়ে যায়। বোম বিস্ফোরণের প্রচন্ড শব্দ শুনে সেখানে পুলিস এসে পৌঁছায়। ৯ জন বিপ্লবী সঙ্গীর সাথে রাজেন্দ্র লাহিড়ীকে গ্রেপ্তার করা হয়। বিচারে রাজেন্দ্র লাহিড়ীর ১০ বছরের সাজা হয়। পরে আপিল করে সাজা ৫ বছর কমিয়ে দেওয়া হয়। পরে ইংরেজ সরকার বিপ্লবী দলের সবার ওপরে কাকোরী কাণ্ডের মামলা দায়ের করেন। ট্রেন ডাকাতি আর খাজনা লুটপাটের কারণে চার বিপ্লবীকে ফাঁসির আদেশ দেওয়া হয়। তারা হলেন রাজেন্দ্র লাহিড়ী, রামপ্রসাদ বিসমিল, অসফাকুল্লা খান ও ঠাকুর রোশন সিং। ইংরেজ শাসন দ্বারা সব বিপ্লবীদের আলাদা আলাদা জেলে রাখা হয়। রাজেন্দ্র লাহিড়ীকে গোন্ডা জেলে পাঠানো হয়। ১৯শে ডিসেম্বর ১৯২৭ সালে ফাঁসির তারিখ নির্ধারণ করা হয়। চন্দ্রশেখর আজাদ রাজেন্দ্র লাহিড়ীকে জেল থেকে বের করার চেষ্টা করলে তাঁকে ১৭ই ডিসেম্বর ১৯২৭ সালে ফাঁসি দিল।

## শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

ঠাকুর শ্রীশ্রীঅনুকূল বলতেন, সাহসের ওপরে ভর করে এগিয়ে গিয়ে কাজ করতে হবে। উন্নত মানের কাজ করতে হবে। তবেই বিকাশ লাভ করা সম্ভব। কর্ম করে যেতে হবে। কর্মের সঙ্গে কোনও রকমভাবে আপোষ করা চলবে না। যতদিন বাঁচি ততদিন কাজ করি। এটাই লক্ষ্য হওয়া উচিত। সেই পথ ধরে এগিয়ে যেতে হবে মানব জাতিকে। শরীরকে সুস্থ রেখে কাজ করতে হবে। সমাজের জন্য কাজ। দেশের জন্য কাজ। পরিবারের জন্য কাজ। মানুষের জন্য কাজ। সবার জন্য কাজ করে যেতে হবে। সমানের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। পিছনে পড়ে থাকা চলবে না।

## ভগিনী নিবেদিতা

ভগিনী নিবেদিতা বলতেন, জগত মাতাকে পুজো করতে হবে। জগতমাতার আশির্বাদ গ্রহণ করতে হবে। তাকে মনে প্রাণে ডাকতে হবে। তবেই তিনি সাড়া দিয়ে থাকেন। জগত মাতার সাড়া গ্রহণ করতে হবে। তিনি আছেন বলেই সবাই মাতৃভাবে ভাবিত। ঈশ্বরকে এক মনে ডাকতে হবে। তিনি তবেই ভক্তের ডাকে সাড়া দিয়ে থাকেন। তিনি আছেন বলেই পরম আত্মা জাগরিত। তিনি আছেন বলেই মানব জগত নিয়মে চলাফেরা করে। তিনি আছেন বলেই পৃথিবীর আহ্নিক গতি এবং বার্ষিক গতি রয়েছে। জীবনে উন্নতি করা সম্ভব হবে। যিনি দান করেন তাঁর ধন কোনওদিন ফুরায় না। আর যিনি ধ্যান করেন তিনি পরম আত্মার সাক্ষাৎ পান। পরম আত্না শরীরে অবস্থিত থাকেন। তিনি মহান। তাকে কেন্দ্র করে সারা জীবন অতিবাহিত হতে থাকে। তিনি হচ্ছেন জগত সেরা। তিনি আছেন বলে সবাই শারীরিকভাবে বেঁচেবর্তে থাকেন। তিনি না থাকলে এই জগতে নিজেকে রক্ষা করা খুবই মুশকিল হতো। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বাস্তব ধর্মের কথা বলতেন। ভাববাদী হও না।

# ভারতের রাশিবিজ্ঞানী প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশ

**অভিজিৎ ব্যানার্জি**

ভারতে রাশিবিজ্ঞানের স্বপ্নদর্শী ভগীরথ, শিক্ষাবিদ, লেখক, বুদ্ধিজীবী এবং স্বাধীন ভারতের প্রথম পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবীশ মহাশয়ের প্রয়াণ দিবসে আন্তরিক শ্রদ্ধার্ঘ্য। ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে ২৯ জুন প্রশান্তচন্দ্র কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। এঁর আদি নিবাস ছিল ঢাকা। পিতা প্রবোধচন্দ্র মহলানবিশ ও মাতা নিরোধবাসিনী দেবী। ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী হওয়ার সূত্রে তিনি প্রাথমিক

পাঠ গ্রহণ করেছিলেন স্থানীয় ব্রাহ্ম বয়েজ স্কুলে। ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে এই থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজ ভর্তি হন। এই কলেজ থেকে ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দে ইন্টারমিডিয়েট ও ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দে বিজ্ঞানে পদার্থবিজ্ঞানে স্নাতক সম্মান ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর তিনি ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া ইংল্যান্ড যান। তিনি লণ্ডনে পৌঁছে জানতে পারেন যে, লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির সময় তখনও অনেক দেরি। তাই তিনি তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ব বিদ্যালয় দেখতে যান। ক্যাম্বরিজ থেকে ফেরার সময় তিনি ট্রেন ফেল করে এক বন্ধুর বাসায় রাত কাটান। সেখানে তিনি কিংস কলেজের এক ছাত্রের সঙ্গে পরিচিত হন। সেই ছাত্রের কাছে কিংস কলেজের সম্পর্কে বিস্তারিত জানার পর, তিনি ওই কলেজে ভর্তি হতে আগ্রহী হয়ে উঠেন এবং বন্ধুর সাথে কিংস কলেজ পরিদর্শন করেন। এই কলেজের সার্বিক অবস্থা দেখে তিনি অভিভূত হন এবং সেখানে ভর্তি পরীক্ষা দেন এবং এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি এই কলেজেই ভর্তি হন। ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে তিন কিংস কলেজ থেকে প্রবেশিকা এবং ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দ অংকে পার্ট ওয়ান পাশ করেন। এর পর তিনি পাঠ পরিবর্তন করে প্রকৃতি বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হন। ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রকৃতি বিজ্ঞানের পার্ট টু-তে প্রথম শ্রেণিতে পাশ করেন। এই সময় কিংস কলেজ তাঁকে সিনিয়র স্কারলারশিপ প্রদান করে। তিনি ধীরে ধীরে প্রকৃতিক বিজ্ঞানের পদার্থবিজ্ঞানে বিশেষ জ্ঞানলাভ করেন। এই কারণে তিনি এই কলেজের ক্যাভেন্ডিস ল্যাবরেটরিতে গবেষণা প্রকল্প পরিচালনরা দায়িত্ব পান। কিন্তু এই দায়িত্ব পালনের অল্প কিছু দিন পর অবকাশ যাপনের জন্য ছুটি নেন। এই সময় তিনি কিংস কলেজের গ্রন্থাগারে কয়েক খণ্ডের 'বায়োমেট্রিকা' দেখতে পান এবং গভীর আগ্রহ নিয়ে তিনি এই গ্রন্থ অধ্যায়ন করেন। পরে তিনি বায়োমেট্রিকার সম্পাদক কার্ল পার্সনের সাথে দেখা করে 'বায়োমেট্রিকা'র সকল খণ্ড সংগ্রহ করেন। ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দেই ভারতে আসার পথে জাহাজে আরো গভীরভাবে বায়োমেট্রিকা পাঠ করেন। সে সময়ে তাঁর কাকা প্রেসিডেন্সি কলেজের ফিজিওলজির প্রফেসর সুবোধচন্দ্র মহলানবিশ, তাঁকে ওই কলেজের অধ্যক্ষের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। সে সময়ে ওই কলেজে পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগে কোনো শিক্ষক ছিল না। সে সময়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলছিল। যুদ্ধের কারণে পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের সিনিয়র প্রফেসর যুদ্ধের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ মহলানবিশকে স্বল্প মেয়াদে ওই পদে নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে, তিনি সম্মত হন। তাঁর ইচ্ছা ছিল, স্বল্পমেয়াদে কিছুদিন অধ্যাপনা করে, তিনি ক্যাম্ব্রিজে ফিরে যাবেন এবং তাঁর অসমাপ্ত গবেষণার কাজ শেষ করবেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে প্রেসিডেন্সি কলেজের সাথে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়েন। ফলে তাঁর ক্যাম্ব্রিজে ফিরে যাওয়ার বিলম্ব হতে থাকে। তবে এই সময়ে বায়োমেট্রিকা নিয়ে তাঁর লেখাপড়া অব্যাহত ছিল। তিনি পরিসংখ্যান তত্ত্বকে বিজ্ঞানের স্বতন্ত্র একটি শাখা বিবেচনা করা শুরু করেন।

১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজ অধ্যাপক পদ লাভ করেন এবং তিনি পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসেবে আরও ত্রিশ বছর প্রেসিডেন্সি কলেজে কাটান। এই সময়ের মধ্যে পরিসংখ্যানতত্ত্বে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। তিনি তাঁর গবেষণার সূত্রে ধরে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের গবেষণাগারের এক অংশে পরিসংখ্যানতত্ত্ব গবেষণার ব্যবস্থা করেন। বলা হয়ে থাকে এটিই ছিল আজকের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ স্ট্যাটিস্টিক্সের সূতিকাগার।

১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে ২৭শে ফেব্রুয়ারি প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ কলকাতা সিটি কলেজের অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের কন্যা নির্মলাকুমারীকে বিয়ে করেন। নির্মলাকুমারীর পরিবার ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হলেও গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের কারণে এই দুই ব্রাহ্ম পরিবারের মধ্যে বিরোধ ছিল। যে কারণে প্রশান্তচন্দ্রের পিতা সুবোধ চন্দ্র মহলানবিশ এই বিয়ে অনুমতি দেন নি। তাঁর অমতে মামা স্যার ডাঃ নীলরতন সরকারের উপস্থিতিতে তাঁদের বিয়ে হয়। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ সংখ্যা তত্ত্বের মাধ্যমে আবহবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞানের সমস্যা সমাধানের জন্য গবেষণা করেছিলেন। ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের নাগপুরে অনুষ্ঠিত ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে যোগদান দেন। সেই সময় জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার ডিরেক্টর কলকাতার মিশ্র জন গোষ্ঠীর উপর সমীক্ষা চালিয়ে সংখ্যা নিরূপণের অনুরোধ জানান। প্রশান্তচন্দ্র এই সমীক্ষাটি পরম আগ্রহ নিয়ে শেষ করেন এবং তাঁর এই বিষয়ক গবেষণাপত্র উপস্থাপিত হয় ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে। গবেষণা-পত্রটির নাম ছিল- 'Anthropological observations on the Anglo Indians of Calcutta I Analysis of male stature'। এই গবেষণাপত্র দেখে ভারতের ডিরেক্টর জেনারেল অফ মেটিরিওলজি আবহবিজ্ঞানের কিছু সমস্যা সমাধানে মহলানবিশকে অনুরোধ করেছিলেন। প্রশান্তচন্দ্র ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে এই সমস্যার সমাধানে তিনটি পত্র প্রকাশ করেন। পত্র তিনটি হল- On the seat of activity in the upper air 1923 On errors of observation and upper air relationships 1923 and Correlation of upper air variables (১৯২৩)) প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের তাঁর গবেষণার সূত্রে আবিষ্কার করেছিলেন জটিল গাণিতিক প্রক্রিয়া। এর নাম- Mahalanobis distance statistic 1923 ! Statistical note on the significant character of local variation in proportion of dextral and sinistral shells in samples of the nail। তিনি তাঁর গবেষণার পাশাপাশি কিছু পরিসংখ্যান ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলে ছিলেন। পরিসংখ্যান ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে ১৭ ডিসেম্বর প্রেসিডেন্সি কলেজের অর্থনীতি বিভাগের প্রফেসর প্রমথনাথ ব্যানার্জি, ফলিত অঙ্কশাস্ত্র বিভাগের প্রফেসর নিখিলরঞ্জন সেন ও ভারতীয় শিল্পপতি রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জি প্রমুখের উপস্থিতিতে 'ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ স্ট্যাটিস্টিকস্' প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়েছিল প্রফেসর মহলানবিশের কক্ষে। মহলানবিশই ১৯২০-১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই প্রতিষ্ঠানটির খসড়া তৈরি করেন। ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দের ২৮শে এপ্রিল তারিখে প্রতিষ্ঠানটি নিবন্ধিত হয়। সোসাইটি রেজিস্ট্রেশনের ৩১ নম্বর ধারায় এই নিবন্ধন হয়। শুরুর দিকে এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ও সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন প্রফেসর মহলানবিশ। সে সময় ইনস্টিটিউটে লোকশক্তি নিয়োগ প্রদানের ক্ষমতাও তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি আর সি. বোসকে পার্ট-টাইম চাকরি করার অনুরোধ জানান। শর্ত ছিল, সারা বছর প্রতি শনিবারে এবং গ্রীষ্মে ও পুজোর ছুটিতে তিনি পুরো সময় কাজ করবেন। এর কিছুদিন পর সমরেন্দ্রনাথ রায়কেও পার্ট-টাইম চাকরিতে নিয়োগ করা হয়। এছাড়া তিনি ইনস্টিটিউটে প্রথমে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করেন। এই ইনস্টিটিউট থেকে মহলানবিশের সম্পাদনায় ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি কার্ল পার্সনের অনুকরণে 'সংখ্যা' সাময়িকী প্রকাশ করেছিলেন। ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে ভারত সরকার এই ইনস্টিটিউটকে বড় অনুদান প্রদান করে। অনুদানের অর্থ দিয়ে ইনস্টিটিউটের নিজস্ব ভবন ও সাজ-সরঞ্জামের ব্যবস্থা করা হয়।

১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতার ২০৩ নম্বর বি টি রোডে চার একর জায়গা ভবন নির্মাণ করা হয়। ব্রিটেনের পরিসংখ্যানতত্ত্ববিদ ও বংশগতি বিজ্ঞানী স্যার আর এ ফিশার ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দে এই ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। এই সময় গবেষণা ও প্রশিক্ষণের কাজ প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এখানে স্থানান্তর করা হয়। ভারত সরকার ১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট এ্যাক্ট বিল পাশ করে। প্রফেসর প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ তাঁর গবেষণার জন্য বহু পুরস্কার অর্জন করেছিলেন। ইন্ডিয়ান একাডেমি ফেলো।

# ভারতীয় শাস্ত্রীয় এবং ব্যালে নৃত্যে অমলা শংকরের অবদান

**রাজা সেন**

অমলা শংকর একজন ভারতীয় ব্যালে নৃত্যশিল্পী। উনি উদয় শঙ্করের স্ত্রী, আনন্দশংকর ও মমতাশংকরের মা এবং রবিশঙ্করের ভ্রাতৃজায়া হন। অমলাশংকর উদয়শংকর পরিচালিত ছায়াছবি কল্পনাতে অভিনয় করেন। নৃত্যশিল্পী অমলা শঙ্কর এর ১০৮-তম জন্মদিনে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাই। অমলা শংকর (নন্দী) জন্ম ২৭ জুন ১৯১৯ সালে। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন নৃত্য শিল্পী ও শিক্ষয়িত্রী অমলা নন্দী ১৯১৯ সালের ২৭ জুন তৎকালীন যশোর জেলার মাগুরা মহকুমার বাটাজোড় গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা অক্ষয় কুমার নন্দী ছিলেন একজন বিশিষ্ট স্বর্ণ ব্যবসায়ী।

তার বাবা অক্ষয় কুমার নন্দী চান তার সন্তানরা প্রকৃতি এবং গ্রাম

বিষয়ে আগ্রহী হন ১৯৩১ সালে, যখন তিনি ১১ বছর বয়সে প্যারিসে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে গিয়েছিলেন, প্যারিসে অবস্থান কালেই কলোনিয়াল একজিবিশনে উদয় শঙ্করের সঙ্গে অমলা নন্দীর প্রথম পরিচয় হয়। উদয় শঙ্করের আমন্ত্রণে অমলা নন্দী তাঁর ট্রুপে যোগদান করেন। উদয় শঙ্করের নির্দেশনায় পরিচালিত নৃত্যে অংশগ্রহণ করে ইউরোপের একাধিক মঞ্চে তিনি যশস্বী হয়ে ওঠেন।

দীর্ঘ এক বছর ইউরোপ সফর শেষে অমলা শঙ্কর কলকাতা ফিরে নৃত্য চর্চায় নিমগ্ন হন। এ সময় তিনি উদয় শঙ্কর ও কথাকলির নৃত্যগুরু শঙ্করণ নামবুদ্রির কাছে নৃত্যের তালিম নিতে থাকেন। পরবর্তীতে আলমোড়ায় ইন্ডিয়ান কালচার সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হলে অমলা এখানে এসে যোগ দেন। এখানে তাঁর নৃত্য চর্চার সাথে সাথে চলতে থাকে চিত্র কলার চর্চা। এর মধ্যে উদয় শঙ্করের সাথে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

অমলা নন্দী ১৯৪২ সালে প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী উদয় শঙ্করের সাথে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হন, এবং অমলা শঙ্কর নামে পরিচিত হন। শ্রীমতি অমলা শঙ্করের একমাত্র কন্যা মমতা শঙ্করও নামকরা অভিনেত্রী ও আন্তজার্তিক খ্যাতি সম্পন্ন নৃত্য শিল্পী। অমলা শঙ্করের একমাত্র পুত্র আনন্দ শঙ্কর সংগীত জগতে এক আন্তজার্তিক খ্যাতি সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব হিসেবে সুনাম অর্জন করেছিলেন।

বাটাজোড় গ্রামের পাঠশালায় দ্বারকনাথ সিকদারের তত্ত্বাবধানে অমলা নন্দীর শিক্ষাজীবন আরম্ভ হয়। পরবর্তীতে তিনি খুলনা ও কোলকাতায় উচ্চশিক্ষা সম্পন্ন করেন। ১৯৪১ সালে তিনি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি, এ পাশ করেন।

এভাবে ব্যাপক উদ্দীপনার সংগে শিক্ষা সমাপ্ত করে অমলা শঙ্কর স্বামী উদয় শঙ্করের সংগে তাঁর নৃত্য দলের প্রধান নৃত্যশিল্পী হিসেবে বেরিয়ে পড়লেন দেশ বিদেশের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে। সেই সময়কার অনুষ্ঠানগুলোতে তাঁর অসাধারণ নৃত্য কলাকৌশল যে সৌন্দর্যময় স্বর্গীয় পরিবেশ সৃষ্টি করতো, তা দর্শকের হৃদয়ে আজও অম্লান হয়ে আছে।

নৃত্যশিল্পী অমলা শঙ্করের আর একটি বিশেষ শিল্পীসত্তার পরিচয় পাওয়া যায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাঁর অংকিত চিত্রকলার মাধ্যমে। বিশেষ করে কোলকাতা ইডেন গার্ডেনের উন্মুক্ত মঞ্চে উদয় শঙ্করের 'লর্ডবুদ্ধ' রঙ্গিন ছায়ানৃত্যে তাঁর অংকিত সুন্দর সুন্দর স্লাইডগুলো দর্শকদের আকৃষ্ট করেছিল এবং পরবর্তীতে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সামান্য ক্ষতি' নৃত্যনাট্যেও প্রশংসিত হয়। অমলা শঙ্কর 'উদয় শঙ্কর ইন্ডিয়া কালচার সেন্টার'- এ প্রতিষ্ঠান করেন।

# স্বদেশি ভাবনায় আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়

**রবীন্দ্রকুমার শীল**

বিজ্ঞানী রসায়নবিদ, দার্শনিক, প্রবন্ধকার, কবি এবং স্বদেশপ্রেমী আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় ১৬ জুন, ১৯৪৪ সালে পরলোকমন করেন। কলকাতা বিজ্ঞান কলেজের দোতলার দক্ষিণ-পশ্চিম কোনের একটি কক্ষ। আসবাবপত্রের মধ্যে একটি খাটিয়া, দুটি চেয়ার, ছোট একটি খাবার টেবিল, একটি পড়ার টেবিল ও জামাকাপড় রাখার একটি সস্তা আলনা। পড়নে থাকত কম দামের মোটা খাটো ধুতি, চাদর, গেঞ্জি অথবা গায়ে একটি কোট। এক রাশ দাড়িগোফ মুখে। চুলে চিরুনি পড়েনি। সকালে এক পয়সার বেশি জলখাবার হলে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠতেন। অনান্য খাবারদাবারও খুব সাদা মাটা। অথচ তখন মাসিক আয় হাজার টাকার উপরে। মোট আয় থেকে নিজের জন্য মাত্র ৪০ টাকা রেখে বাকি সব দান করে দিতেন। বৃটিশ গোয়েন্দা দপ্তরে স্যার পি.সি. রায়ের নাম লেখা ছিল বিজ্ঞানী বেশে বিপ্লবী। ১৯১৯ সালে ১৮ জানুয়ারী রাউলাট আইনের বিরুদ্ধে টাউন হলে চিত্তরঞ্জন দাসের সভা পতিত্বে এক সভা হয়। স্যার পি.সি.রায় সেখানে যোগ দিয়ে বলেন, আমি বৈজ্ঞানিক, গবেষনা গারেই আমার কাজ, কিন্ত এমন সময় আসে যখন বৈজ্ঞানিককেও দেশের আহ্বানে সাড়া দিতে হয়। আমি অনিষ্টকর এই আইনের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছি।

আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় খুলনা জেলার রাড়ুলী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন ব্যতিক্রমধর্মী মানুষ। তিনি নিজেই নিজের পরিচয় দিয়েছেন এইভাবে আমি বৈজ্ঞানিকের দলে বৈজ্ঞানিক, ব্যবসায়ী সমাজে ব্যবসায়ী, গ্রাম সেবকদের সাথে গ্রাম সেবক আর অর্থনীতিবিদদের মহলে অর্থ নীতিজ্ঞ। রসায়ন শাস্ত্রে অসামান্য অবদানের জন্য আচার্য দুনিয়া জুড়ে পরিচিত হন।

তাঁর পিতার নাম হরিশ চন্দ্র রায় এবং মাতার নাম ভুবন মোহিনী দেবী। ছোটবেলায় মায়ের নিকট শিক্ষার হাতেখড়ি এরপর পাঠশালা এবং পরে পিতার প্রতিষ্ঠিত এম.ই. স্কুলে ৯ বছর পর্যন্ত লেখাপড়া করে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে কোলকাতায় চলে আসেন। ১৮৭২

সালে কলকাতার হেয়ার স্কুলে ভর্তি হন। ১৮৭৪ সালে ৪র্থ শ্রেণীতে পড়ার সময় গুরুতর রক্ত-আমাশয়ে আক্রান্ত হওয়ায় ২ বছর পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যায়। এই পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যাওয়া তার জীবনে আশীর্বাদ হয়ে উঠে। এই সময় পিতা হরিশ চন্দ্র রায়ের লাইব্রেরীতে পড়াশুনা করে পৃথিবীর জ্ঞান ভান্ডারের সন্ধান পান। ১৮৭৬ সালে কেশব চন্দ্র সেন প্রতিষ্ঠিত 'আলবার্ট স্কুলে ভর্তি হন এবং ১৮৭৮ সালে তিনি প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ন হন। বৃত্তি না পাওয়ার তার শিক্ষকরা নিরাশ হলেও তিনি মনে করতেন ত পরীক্ষার নম্বরই মানুষের জীবনের শেষ কথা নয়, যারা পরীক্ষায় ভালো করেছে তারা অনেকেই পরবর্তী জীবনে লোক চক্ষুর আড়ালে চলে গেছে। জীবনের ক্ষেত্রে সাফল্যের জন্য স্থির লক্ষ্য ও সুষ্ঠভাবে অধ্যবসায়ের সঙ্গে শিক্ষালাভ অনেক বেশী ফলপ্রদ। ১৮৮০ সালে মেট্রোপলিটন (বর্তমান বিদ্যাসাগর কলেজ) কলেজ থেকে ২য় বিভাগে এফ.এ. পাশ করে প্রেসিডেন্সি কলেজে বি.এ. ভর্তি হন। ১৮৮২ সালে তিনি এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃত্তি পেয়ে লন্ডন চলে যান এবং বি.এস.সি তে ভর্তি হন। ১৮৮৫ সালে ঐ কলেজে পড়ার সময় 'সিপাহী বিদ্রোহের আগে ও পরে'বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে ভারতবর্ষ ও ইংল্যান্ডে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। পরবর্তীতে Essay on India নামে প্রবন্ধটি বই আকারে প্রকাশিত হয়।

এডিনবার্গ কলেজ থেকে কৃতিত্বের সাথে বি.এস.সি পাশ করে একই বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টরেট ডিগ্রির জন্য গবেষণা শুরু করেন। তার গবেষণার বিষয় ছিল 'অন পিরিয়ডিক ক্লাসিফিকেশন অফ এলিমেন্টস'। ১৮৮৭ সালে তিনি ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। তার গবেষনা পত্রটি শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হওয়ায় তাকে ১০০ পাউন্ড 'হোপ প্রাইজ' পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। ডক্টরেট ডিগ্রি পাওয়ার পরও তিনি আরও এক বছর অন এ্যানালিসিস অফ ডাবল সালফেটস এন্ড দেয়ার কৃষ্টাল বিহেভিয়ার বিষয়ে গবেষনা করেন।

পড়াশুনা শেষ করে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় দেশে ফিরে আসেন এবং প্রথমে প্রেসিডেন্সি কলেজ-এ এবং পরবর্তীতে কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে 'পালিত অধ্যাপক' এবং ১৯৩৭ সাল থেকে একই বিশ্ববিদ্যালয়ে আমৃত্যু Emiritius Professor এমিরিটাস প্রফেসর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

শিক্ষক হিসেবে পড়ানোর সময় উদ্দীপক উপাখ্যান বর্ণনার মত করে সাহিত্যের সহজ ভাষায় রসায়নের বিষয়গুলি তিনি ছাত্রদের নিকট তুলে ধরতেন। আত্মচরিতে তিনি বলেছেন, প্রেসিডেন্সি কলেজে আমার ২৭ বছর অধ্যাপনা জীবনে আমি সচেতনভাবে প্রধানত নিচের ক্লাসেই পড়াতাম। কুমোর যেমন কাদার ডেলাকে তার পচ্ছন্দমত আকার দিতে পারে হাই স্কুল থেকে সদ্য কলেজে আসা ছাত্র-ছাত্রীদের তেমনি সুন্দরভাবে গড়ে তোলা যায়। আমি কখনও কোন নির্বাচিত পাঠ্যবই অনুসরণ করে পাঠ দিতাম নাদ। শিক্ষক হিসেবে তিনি বলতেন, সর্বত্র জয় অনুসন্ধান করিবে কিন্ত পুত্র ও শিষ্যের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া সুখী হইবে। একজন শিক্ষক তার ছাত্রকে কতটুকু ভালোবাসেন বা দিকনির্দেশনা দেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের কর্মকান্ডে। ফজলুল হক (শের-এ বাংলা) ৫/৬ দিন ক্লাসে না এলে একদিন বিকালে প্রফুল্ল চন্দ্র রায় তার বাড়ীতে যান। ফজলুল হক তখনও খেলার মাঠে থাকায় তিনি তার জন্য অপেক্ষা করেন। ফজলুল হক ফিরে এসে স্যারকে দেখে তিনি কতক্ষণ এসেছেন জানতে চাইলে বলেন, তোমাদের হিসেবে এক ঘন্টা আর আমার হিসেবে ষাট মিনিট।

১৯৩২ সালে স্যার পি.সি রায়ের সত্তরতম জন্মজয়ন্তীর অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন কবিগুরু রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর। সভাপতির ভাষনে কবিগুরু বলেন 'আমরা দুজনে সহযাত্রী, কালের তরীতে আমরা প্রায় একঘাটে এসে পৌছেছি।' ১৮৮৭ সালে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভের পর বিজ্ঞানের গবেষণায় স্যার পি.সি.রায়ের যাত্রা শুরু। ১৮৯৫ সালে মারকিউরাস নাইট্রাইট আবিস্কারের ফলে সফল বিজ্ঞানী হিসেবে তার স্বীকৃতি মেলে। এরপরে ১২ টি যৌগিক লবন।

# মাস্টারমশাই হরিপদ ভারতী

**বুদ্ধদেব মিশ্র**

প্রবাদপ্রতিম শিক্ষাবিদ, বিশিষ্ট বাগ্মী এবং পশ্চিমবঙ্গ ভারতীয় জনতা পার্টির প্রথম রাজ্য সভাপতি অধ্যাপক হরিপদ ভারতীর ১০৭তম জন্মবার্ষিকী দক্ষিণ কলকাতার ভারতসেবাশ্রম সঙ্ঘের 'শ্রীনাথ হল'-এ অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে পালিত হল। 'হরিপদ ভারতী স্মৃতিবক্ষা সমিতি'-র নিখুঁত পরিচালনায় আয়োজিত এই বিশেষ মঞ্চেই এক ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী থাকলেন উপস্থিত মূল আকর্ষণ ছিল 'হরিপদ ভারতী স্মারক বক্তৃতা', যার এ বছরের বিষয় ছিল শিক্ষায় আধ্যাত্মিকতার প্রভাব। এই বিষয়ে অত্যন্ত গভীর ও মনোজ্ঞ বক্তব্য পেশ করেন মাননীয় অর্থমন্ত্রী ডঃ স্বপন দাশগুপ্ত।

স্মরণসভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানটিকে অলঙ্কৃত করেন শ্রদ্ধেয় স্বামী বিশ্বাত্মানন্দজী মহারাজ (দিলীপ মহারাজ)। সমগ্র অনুষ্ঠানটির সভাপতিত্ব করেন

গুণীজনেরা। দীর্ঘ গবেষণা ও বহু প্রতীক্ষিত জীবনী গ্রন্থ 'মাস্টার মশাই'-এর আনুষ্ঠানিক প্রচ্ছদ উন্মোচন ও প্রকাশ হল এই স্মরণসভায়। বইটি প্রকাশ করলেন অনুষ্ঠানের অন্যতম প্রধান বক্তা তথা পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় অর্থমন্ত্রী ডঃ স্বপন দাশগুপ্ত।

অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মাননীয় অতিথিবৃন্দরা। বেদমন্ত্র পাঠ এবং 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতের মাধ্যমে সন্ধ্যার কর্মসূচির সূচনা ঘটে। এদিনের সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় শ্রী রাহুল সিনহা। প্রচ্ছদ উন্মোচনের পাশাপাশি অনুষ্ঠানের মাননীয় শ্রী অনুপম ভট্টাচার্য। এদিনের সভায় মাস্টারমশাইয়ের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বক্তারা তাঁর শিক্ষাদর্শ, অগাধ পাণ্ডিত্য এবং বাংলার অগ্নিগর্ভ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তাঁর আপসহীন লড়াকু মানসিকতার কথা স্মরণ করেন। নরসিংহ দত্ত কলেজের ছাত্রদের প্রতি তাঁর অপত্য স্নেহ এবং নীতিবোধের ঐতিহাসিক ঘটনাটি যা এই বইটিতে বিশদে বর্ণিত হয়েছে।

জন্মবার্ষিকীর এই বিশেষ মঞ্চে সাহিত্য, সমাজসেবা এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য গুণীজনদের পুরস্কৃত করা হয়। **(ছবি ঃ বুদ্ধদেব মিশ্র )**

# নিরাপদ ও মসৃণ যাত্রী পরিষেবা নিশ্চিত করতে বালিগঞ্জে রেললাইন ও ওভারহেড তারের আধুনিকীকরণ করলো পূর্ব রেল

কলকাতা, ২৯ জুনঃ যাত্রী নিরাপত্তা এবং আরামদায়ক ভ্রমণের মান আরও বাড়িয়ে তোলার লক্ষ্যে,

পূর্ব রেল গত ২৭-২৮ জুন, ২০২৬-এর রাতে (রাত ১০.১৫ থেকে ভোর ৪.৪৫ পর্যন্ত) সফলভাবে একটি বিশাল ৬.৫ ঘণ্টার মেগা পাওয়ার অ্যান্ড ট্রাফিক ব্লক কার্যকর করেছে। এই গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোগত উন্নয়ন কাজটি মূলত বালিগঞ্জ (BLN) স্টেশন সীমানার ডাউন প্যাসেঞ্জার লাইনের ওপর করা হয়। পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেওস্করের গতিশীল নেতৃত্বে, রেলের বিভিন্ন দল সারা রাত জুড়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রেললাইন সংযোগ পয়েন্ট (১০৩বি /১০৪এ এবং ১০১এ/ ১১০বি) সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তন ও আধুনিকীকরণ করেছে। পুরনো ৫২ কেজি ওজনের ক্যাটাগরি থেকে পরিবর্তন করে এগুলোকে অত্যন্ত টেকসই এবং মজবুত ৬০ কেজি স্টিল ট্র্যাক স্ট্যান্ডার্ডে উন্নীত করা হয়েছে। শিয়ালদহের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ডিআরএম) রাজীব সাক্সেনার নিবিড় তত্ত্বাবধানে এবং নির্দেশনায়, এই মেগা-ব্লকের সময় ট্র্যাকশন ডিস্ট্রিবিউশন (টিআরডি) বিভাগের পক্ষ থেকে ওভারহেড বিদ্যুৎ লাইনের ব্যাপক ও অত্যন্ত নিখুঁত আধুনিকীকরণের কাজও করা হয়। নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে এবং তার ছিঁড়ে যাওয়ার মতো দুর্ঘটনা এড়াতে, কর্মীরা ডাউন লাইনে প্রায় ১,৫০০ মিটার (২৬ টি সাপোর্ট স্ট্রাকচার বা খুঁটি জুড়ে) ফুল-টেনশন ইলেকট্রিক্যাল কন্ট্যাক্ট ওয়্যার বা বিদ্যুৎবাহী তার পরিবর্তন করেছেন। এর পাশাপাশি, আপ লাইনে আরও ১,০০০ মিটার (১৮টি খুঁটি জুড়ে) জরাজীর্ণ কন্ট্যাক্ট ওয়্যার পরিবর্তন করা হয়েছে। এছাড়াও, এই দল সফলভাবে ১৭টি ক্রসওভার লাইন এবং ১টি ওভারল্যাপ ক্রসওভার লাইনকে পুরনো ওয়্যারিং সিস্টেম থেকে সম্পূর্ণ নতুন সেটআপে স্থানান্তরিত করেছে এবং সেই সাথে প্রয়োজনীয় বার্ষিক ওভারহল (এওএইচ) রক্ষণাবেক্ষণের কাজও সম্পন্ন করেছে। রাতারাতি সম্পন্ন হওয়া এই নিবিড় আধুনিকীকরণ মূলত যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য ও সুরক্ষায় একটি বড় বিনিয়োগ। রেললাইনের পয়েন্টগুলোকে আরও ভারী ৬০ কেজি ডিজাইনে উন্নীত করার ফলে রেললাইন উল্লেখযোগ্যভাবে আরও বেশি স্থিতিশীল হবে যা লাইনের ক্ষয়ক্ষতি অনেকটাই কমিয়ে দেবে, কাঠামোগত কম্পন হ্রাস করবে এবং প্রযুক্তিগত ত্রুটির ঝুঁকি কমাবে। প্রতিদিনের নিত্যযাত্রীদের জন্য এর অর্থ হলো-অনেক বেশি মসৃণ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় যাত্রা, ট্রেনের কামরায় কম কম্পন ও শব্দ এবং ট্রেন দেরিতে চলার সম্ভাবনা অনেকটাই কমে যাওয়া। তদুপরি, ওভারহেড বৈদ্যুতিক তারের এই ব্যাপক সংস্কার ট্রেনগুলোতে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করবে, যা আকস্মিক বিদ্যুৎ বিপর্যয় দূর করবে এবং ব্যস্ত শিয়ালদহ ডিভিশনে নিরাপদ, দ্রুত ও সময়ানুবর্তী ট্রেন চলাচল নিশ্চিত করবে। এই সফল অভিযান সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাম মাঝি বলেন, বালিগঞ্জের এই মেগা-আধুনিকীকরণ যাত্রী সুরক্ষা এবং নির্বিঘ্ন ভ্রমণের প্রতি আমাদের অবিচল অঙ্গীকারেরই প্রতিফলন। রাতারাতি আমাদের রেললাইন এবং ওভারহেড বিদ্যুৎ লাইনের আধুনিকীকরণ করার মাধ্যমে আমরা একদিকে যেমন যাত্রীদের সাময়িক অসুবিধা ন্যূনতম পর্যায়ে রাখা হচ্ছে, অন্যদিকে ভবিষ্যতের জন্য একটি শক্তিশালী, আরও বেশি নির্ভরযোগ্য এবং আরামদায়ক রেলওয়ে নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হচ্ছে।

## নিকাশি সংস্কারের দাবিতে পথ অবরোধ রায়গঞ্জে

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর দিনাজপুর, ২৯ জুনঃ সামান্য বৃষ্টিতেই জলমগ্ন এলাকা, অথচ পুরসভার হেলদোল নেই, এমনই অভিযোগ উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জের উত্তর কলেজপাড়ার বাসিন্দাদের। নিকাশি সংস্কারের দাবিতে রবিবারের পর আবারও সোমবার সকালে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন রায়গঞ্জের উত্তর কলেজপাড়ার বাসিন্দারা। এদিন সকাল ১০টা নাগাদ রায়গঞ্জ শহরের পুরনো ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন স্থানীয়দের একাংশ। ব্যস্ত সময়ে এই অবরোধের জেরে এলাকায় তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। ভোগান্তিতে পড়েন নিত্যযাত্রীরা। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, রবিবার রাতের পর এলাকায় আর নতুন করে ভারী বৃষ্টি হয়নি। তা সত্ত্বেও উত্তর কলেজপাড়া, পূর্বাশাপাড়া-সহ বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন হয়ে রয়েছে। রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে বহু বাড়ি উঠোন পর্যন্ত জল থৈ থৈ করছে। জমা জল না নামায় চরম দুর্ভোগের শিকার হতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। তাঁদের দাবি, বারবার পুরসভাকে জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। ঘণ্টা খানেক অবরোধ চলার পর রায়গঞ্জ পুরসভার সাফাইকর্মীরা ওই এলাকার নিকাশিনালা সাফাই করে জল নামানোর চেষ্টা করলে অবরোধ ওঠে।

## লালগোলা থেকে বিপুল মাদক সহ গ্রেফতার ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ২৯ জুনঃ রবিবার রাতে লালগোলা থানার বিশেষ অভিযানে হেরোইন

সহ গ্রেফতার তিন। ধৃতদের নাম পিন্টু সেখ, মাসুদ রানা, এমদাদুল হক। এদের মধ্যে পিন্টু সেখের বাড়ি নদীয়া জেলার কালিগঞ্জ থানা এলাকায়। মাসুদ রানার বাড়ি ভগবানগোলা থানা এবং এমদাদুল হকের বাড়ি লালগোলা থানা এলাকায়। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ৫০৮ গ্রাম নিষিদ্ধ হেরোইন। লালগোলা থানার এক আধিকারিক জানান, রবিবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ লালগোলার মানিকচক ফিল্ডে অভিযান চালায় এবং তিনজন হেরোইন কারবারিকে হাতেনাতে গ্রেফতার করে। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় ৫০৮ গ্রাম হেরোইন। এছাড়াও একটি মোবাইল ফোন এবং একটি মোটরবাইকও উদ্ধার করা হয়েছে। ধৃতদের ১০ দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানিয়ে সোমবার আদালতে পেশ করা হচ্ছে। ধৃত হেরোইন কারবারিরা কোথায় এই মাদক নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল এবং হেরোইন কোথা থেকে নিয়ে এসেছিল সেই বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। এর পাশাপাশি হেরোইন কারবারের সঙ্গে আর কারা যুক্ত রয়েছে সে বিষয়ে তথ্য জানার জন্য ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

## মুর্শিদাবাদের স্কুলে এখন সবুজ বিপ্লব, বাতিল বোতলে ফুটছে ফুল, কাগজের কলম থেকে জন্ম নিচ্ছে গাছ

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ২৯ জুনঃ ক্লাসঘরের চার দেওয়াল পেরিয়ে পরিবেশ পাঠ এখন পৌঁছে গেছে মাঠে-ঘাটে। যেখানে প্লাস্টিক মানেই আবর্জনা নয়, বরং নতুন সৃষ্টির হাতিয়ার। মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গা চক্রের ৩০ নং আগুরিণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের খুদে পড়ুয়ারা দেখিয়ে দিচ্ছে, ছোট্ট হাতেই লুকিয়ে আছে পৃথিবী বদলানোর বড় মন্ত্র। ফেলে দেওয়া প্লাস্টিক আর কাগজকে কাজে লাগিয়ে কীভাবে গড়ে তোলা যায় পরিচ্ছন্ন, সবুজ ভবিষ্যত, তার জীবন্ত পাঠশালা এখন এই স্কুল। ছাত্রছাত্রীদের মুখে এখন একটাই স্লোগান, প্লাস্টিক নয়, প্রকৃতির পাশে দাঁড়াই-পুনর্ব্যবহার করি, গাছ লাগাই, সবুজ পৃথিবী গড়ে তুলি। প্রতিদিন সকালে ব্যাগে বইয়ের সঙ্গে জমা হচ্ছে বাতিল বোতল, ছেঁড়া ক্যারি ব্যাগ। বাড়ি, পাড়া, খেলার মাঠ থেকে কুড়িয়ে আনা প্লাস্টিক জমা পড়ছে শ্রেণিকক্ষে। তৈরি হচ্ছে মজবুত, পরিবেশবান্ধব 'ইকো-ব্রিক'। এই ইঁট দিয়েই সাজবে স্কুলের বাগানের বেড়া, বসার বেঞ্চ, রঙিন আলপনার পথ। পাশাপাশি বোতল কেটে তৈরি হচ্ছে রঙিন টব, ফুলদানি, পাখির জলপাত্র। স্কুলের বারান্দা এখন ছোট ছোট শিল্পীর গ্যালারি। চোখে-মুখে গর্ব নিয়ে তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী রিম্পা বলল, আগে বোতল ফেলতাম, এখন তাতে গাছ লাগাই। চমকের এখানেই শেষ নয়। বাতিল খাতার কাগজ দিয়ে বানানো হচ্ছে 'বীজ-কলম'। প্রতিটি কলমের ভেতরে লুকিয়ে রাখা হচ্ছে গাঁদা, টমেটো, লঙ্কার বীজ। লেখা ফুরোলে কলমটা মাটিতে পুঁতে দিলেই হল। কয়েকদিন পর সেখান থেকেই মাথা তুলবে সবুজ চারা। এক কলমে দুই শিক্ষা, পুনর্ব্যবহার আর বৃক্ষরোপণ। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিশ্বজিত দত্ত শিক্ষক বলেন, পরিবেশ রক্ষার অভ্যাস ছোটবেলা থেকেই গড়ে তুলতে হবে। তাই শিশুদের হাতে-কলমে কাজের মাধ্যমে শেখানো হচ্ছে কীভাবে দৈনন্দিন জীবনের বর্জ্যকেও নতুনভাবে কাজে লাগানো যায়। পরিবেশ সচেতনতার এই কাজে সাড়া মিলছে ঘরে ঘরে। অভিভাবকরা এখন বাড়ির প্লাস্টিক আলাদা করে রাখছেন স্কুলে দেওয়ার জন্য। পাড়ার দোকানদারও খালি বোতল জমিয়ে রাখছেন খুদে সৈনিকদের জন্য। সচেতনতার ঢেউটা শ্রেণিকক্ষ পেরিয়ে ঢুকে পড়ছে প্রতিটি বাড়িতে। শিক্ষাবিদদের মতে, এই অভিজ্ঞতাভিত্তিক পাঠই শিশুকে প্রকৃত অর্থে দায়িত্বশীল নাগরিক করে তোলে। প্লাস্টিক বর্জন নয়, প্লাস্টিকের সঠিক ব্যবস্থারের পাঠটাই ভবিষ্যতের চাবিকাঠি। তাই বলাই যায়, আগুরিণ প্রাথমিক বিদ্যালয় দেখিয়ে দিল, বিপ্লবের জন্য মেগা প্রকল্প লাগে না। লাগে একটা স্কুল, কয়েকজন স্বপ্ন দেখা শিক্ষক, আর একদল উৎসুক ছাত্রছাত্রী। একটা বাতিল বোতল, একটা বীজ-কলম আর একরাশ কৌতূহলী চোখই আগামীর পরিবর্তনে যথেষ্ট।

## লাগাতার মেঘভাঙা বৃষ্টিতে তিস্তা-মহানন্দার রুদ্ররূপ, বন্যার ভয়ে কাঁপছে ডুয়ার্স!

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ২৯ জুনঃ উত্তরবঙ্গে লুকিয়ে বড় বিপদ! টানা ভারী বৃষ্টিতে বিপদের মুখে উত্তরবঙ্গ। ৫৫ জায়গায় বাঁধ ভাঙনের জেরে ডুয়ার্সে বাড়ছে বন্যার আশঙ্কা। কপালে ভাঁজ তিস্তাপাড়ের বাসিন্দাদের। উত্তরবঙ্গে টানা কয়েকদিনের ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টিতে নদীভাঙন ও বাঁধ ক্ষতির ঘটনায় উদ্বেগ বাড়ছে প্রশাসনের। দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি মহকুমা, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহার এই চার জেলায় মোট ৫৫টি জায়গায় নদীবাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানিয়েছে সেচ দফতর। এর মধ্যে বেশ কয়েকটি এলাকায় পরিস্থিতি ইতিমধ্যেই উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছে। সেচ দফতরের সূত্রে জানা গিয়েছে, পাহাড় ও সমতলে লাগাতার বৃষ্টির ফলে তিস্তা, মহানন্দা, জলঢাকা সহ একাধিক নদীর জলস্তর দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে সিকিম ও ভুটানের পাহাড়ি এলাকায় প্রবল বৃষ্টির জেরে উত্তরবঙ্গের নদীগুলিতে জলের চাপ আরও বাড়ছে, যার প্রভাব পড়ছে ডুয়ার্স অঞ্চলে। ফলে সম্ভাব্য বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। জেলা ভিত্তিক পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে,

জলপাইগুড়িতে সবচেয়ে বেশি ২১টি জায়গায় বাঁধে ফাটল বা ভাঙন দেখা দিয়েছে। শিলিগুড়ি মহকুমায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ১৭টি স্থান। কোচবিহারে ১০টি এবং আলিপুরদুয়ারে ৭ টি জায়গায় নদীবাঁধ ক্ষতির খবর মিলেছে। ইতিমধ্যেই কোচবিহারের তুফানগঞ্জ এবং জলপাইগুড়ির বানারহাট এলাকায় ভাঙনের ঘটনা সামনে এসেছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে সেচ দফতর জরুরি ভিত্তিতে মেরামতির কাজ শুরু করেছে। দফতরের উত্তরপূর্বাঞ্চলের চিফ ইঞ্জিনিয়ার জানিয়েছেন, একটি কুইক রেসপন্স টিম গঠন করা হয়েছে এবং কন্ট্রোল রুম থেকে সার্বক্ষণিক নজরদারি চালানো হচ্ছে। কোথাও নতুন করে ফাটল বা ভাঙন দেখা দিলেই দ্রুত মেরামতির কাজ শুরু করা হচ্ছে। তবে নদীতে জল বেশি থাকায় স্থায়ী মেরামতি আপাতত সম্ভব নয়। আপৎকালীন ব্যবস্থা হিসেবে অস্থায়ী মেরামতির ওপরই জোর দেওয়া হচ্ছে। পরিস্থিতির ওপর কড়া নজর রাখছে প্রশাসন।

## মুকুটমনিপুরে বসল সিধু-কানুর মূর্তি, সরানো হল বিশ্ব বাংলা গ্লোব

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ২৯ জুনঃ মুকুটমনিপুর পর্যটন কেন্দ্রের সামনে বসানো হল ঐতিহাসিক সাঁওতাল বিদ্রোহের দুই মহানায়ক সিধু ও কানুর পূর্ণাবয়ব মূর্তি। এতদিন যেখানে হরিণের পিঠে বিশ্ব বাংলা গ্লোব ছিল, তা সরিয়ে সেখানে এই মূর্তি স্থাপনের কাজ শেষ পর্যায়ে। রাজ্যস্তরে হুল দিবস উদ্যাপনের সূচনা উপলক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী মঙ্গলবার সকাল ১০টায় মূর্তির আবরণ উন্মোচন করে শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন। মুকুটমনিপুর সংলগ্ন একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয়ের মাঠে রাজ্যস্তরের হুল দিবস উদ্যাপন উপলক্ষ্যে মঞ্চ নির্মাণ-সহ যাবতীয় প্রস্তুতির কাজও জোরকদমে চলছে। আদিবাসী অধ্যুষিত জঙ্গলমহলের রাণীবাঁধের মুকুটমনিপুরে সিধু-কানুর মূর্তি স্থাপনকে ঘিরে এলাকায় উৎসাহের আবহ তৈরি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, সরকার পরিবর্তনের পর আদিবাসী সমাজের উন্নয়নে একাধিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী রাণীবাঁধের বিধায়ক ক্ষুদিরাম টুডুকে আদিবাসী উন্নয়ন ও অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ, সংখ্যালঘু কল্যাণ এবং মাদ্রাসা শিক্ষা দফতরের মন্ত্রী করেছেন। এবার মুকুটমনিপুরে রাজ্যস্তরের হুল দিবস উদ্যাপন এবং সিধু-কানুর মূর্তি স্থাপনের সিদ্ধান্ত আদিবাসী সমাজকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ারই নিদর্শন বলে তাঁদের মত। তাঁদের কথায়, এতদিন পরে মুকুটমনিপুরকে সত্যিই নিজেদের বলে মনে হচ্ছে। অনুষ্ঠানকে ঘিরে প্রশাসনিক প্রস্তুতিও তুঙ্গে। ইতিমধ্যেই মুকুটমনিপুরে এসে পৌঁছেছেন মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডু, রাইপুরের বিধায়ক ক্ষেত্রমোহন হাঁসদা, জেলাশাসক, পুলিশ সুপার, মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা আধিকারিক, খাতড়ার মহকুমাশাসক, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক, রাণীবাঁধের বিডিও এবং পুলিশ আধিকারিকরা। অনুষ্ঠানস্থল, নিরাপত্তা ব্যবস্থা, যান চলাচল ও পার্কিং-সহ বিভিন্ন বিষয় খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রশাসনের অনুমান, অনুষ্ঠানে ব্যাপক জনসমাগম হবে। সূত্রের খবর, অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আদিবাসী সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সংবর্ধনা জানাতে পারেন।

**OFFICE OF THE PRODHAN**
**MASHAT GRAM PANCHAYAT**
**(UNDER CHANDITALA-1 BLOCK & PANCHAYAT SAMITI)**
**Vill+PO:-Mashat, Dist: Hooghly, Pin-712701**
**E-mail ID: mashatgp@gmail.com**
Memo No:- 339/MGP/15 th FC/Un-Tied/2026, Dated:-22/06/2026
**E-QUOTATIONS/E-TENDERS NOTICE**
Notice is hereby invited by the Prodhan, Mashat Gram Panchayat for the work of CC Road. Document download & sale starting(Online) 23.06.2026 at 17.00 PM. Last date of submission of Bid proposal (online) 29.06.2026 at 14.00 PM. Bid opening date(Technical): 01.07.2026 at 14.30 PM. For details please visit website https://wbtenders.gov.in
Sd/- Prodhan
Mashat Gram Panchayat

## চা-বাগানে উদ্ধার পূর্ণবয়স্ক হাতির দেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ২৯ জুনঃ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কোপ! আর তাতেই নিমেষে শেষ প্রাণ! নাগরাকাটার চা-বাগানে উদ্ধার পূর্ণবয়স্ক হাতির মৃতদেহ। রাতে খাবারের খোঁজে টহলদারি করে এই হাতিটি রাত হলে চা বাগানে আশ্রয় নেয়। কিন্তু হঠাৎ গতকাল রাতে দুয়ার্স জুড়ে ভারী বৃষ্টি এবং বিদ্যুৎ চমকানোর ফলে হাতিটির মৃত্যু হয়েছে বলে আশঙ্কা করছে চা বাগান কর্তৃপক্ষ এবং বন দফতর। প্রকৃতির এই রুদ্ররূপের মাঝেই এবার সামনে এল এই চাঞ্চল্যকর ঘটনা। জলপাইগুড়ি জেলার নাগরাকাটা এলাকার ছাউতড় মেচপাড়া বস্তি সংলগ্ন একটি চা-বাগান থেকে উদ্ধার হয় এই পূর্ণবয়স্ক বন্য হাতির মৃতদেহ, যা ঘিরে ইতিমধ্যেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল সন্ধ্যা থেকে ওই এলাকায় প্রবল বৃষ্টি ও বজ্র-বিদ্যুৎ সহ ঝোড়ো আবহাওয়া চলছিল। সেই সময় চা-বাগানের ভিতরে হাতিটিকে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। পরদিন সকালে শ্রমিকরা কাজে এসে হাতিটিকে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় বন দফতরে। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, বজ্রাঘাতের ফলেই হাতিটির মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে। তবে বন দফতরের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত মৃত্যুর সঠিক কারণ নিয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়।

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**KMDA TENDER NOTICE**
**e-NIT No: 04/EE/ED-III/EM/KMDA/of 2026-27**
Online Tender is invited by the Executive Engineer, Electrical Division-III, E-M Sector, KMDA, 39A/38, P.G.M. Shah Road, Kolkata-700095, from eligible agencies, for the work, **Sl. No., Name of Works, Estimated Value of work, Earnest Money Deposit, Time of Completion, (1)** Wiring, supplying and fixing Luminaries including dismantling old wiring etc inside VVIP Room and repairing of tele hoisting at Nazrul Mancha, Kolkata., Rs.2,16,948/-, Rs.4,339/-, 15 days **(2)** Supply, replacement of damage Poles, Arm Bracket, luminaries of Street light including restoration of cable faults and allied works within Rabindra Sarabor Kolkata., Rs.3,86,032/-, Rs.7,721/-, 15 days, **(3)** New wiring in toilet block & repairing and replacement of damage flood lights, damage poles and some ancillary works at Satyajit Ray Park, Patuli., Rs.3,30,692/-, Rs.6,614/-, 15 days, **Last date & time of Online Bid submission:** 09.07.2026 upto 13.00 hrs., for details contact the above office or visit both websites. **(KMDA-186)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in ICA- T11263(1)/2026

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**PWD TENDER NOTICE**
NOTICE INVITING TENDER NO: 06 of 2026-2027 OF EXECUTIVE ENGINEER, HOOGHLY DIVISION, P.W.D Tender reference No: WBPWD/EE/HOOGHLY DIVISION/NIT_06/2026-27. Tender ID No: 2026_WBPWD_5016067_1 & 2026_WBPWD_5016067_2. Bid submission start date (online): 03.07.2026, at 2.30pm Bid Submission Closing Date (on line): 11.07.2026 upto 11.00am Details may be downloaded from : http://etender.wb.nic.in or may be seen from the office of the u/s in working hours or from the Departmental website http://pwdwb.in Corrigendum, if any will be published in website only Sd/-Executive Engineer, P.W.D. Hooghly Division. ICA- T11306(2)/2026

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**PWD TENDER NOTICE**
1st Corrigendum to the NIeT No.-01 of 2026-2027. **(Tender ID: 2026_WBPWD_5015082_2)** of the Executive Engineer-I, Burdwan Division, P.W. Directorate. Bid Submission/Upload End Date (online) has been extended till 04.07.2026 upto 2:00 P.M. in Lieu of 25.06.2026 upto 2:00 P.M. **https://tenders.wb.gov.in** Sd/- Executive Engineer-I, Burdwan Division, P.W.Dte. ICA- T11291(1)/2026

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**KMDA TENDER NOTICE**
**e-NIT No: 07/EE/ED-I/EM/KMDA/T-2 of 2026-27**
Online Tender is invited by the Executive Engineer, Electrical Division-I, EM Sector, KMDA, Block-L, Ground Floor, Unnayan Bhavan, Salt Lake City, Kolkata-700091, from eligible tenderers for the work, **Name of Works, Estimated Value of work, Earnest Money Deposit, Time of Completion,** Illumination of Nemai Tirtha Ghat in connection with Shrabani Mela 2026 at Tarakeshwar., Rs.9,40,555/-, Rs.18,811/-, 07 days from the date of firm order, **Last date & time of online Bid submission:** 07.07.2026 up to 14:00 hrs.for details contact the above office or visit both websites. **(KMDA-216)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**KMDA TENDER NOTICE**
**e-NIT No: 08/EE/ED-I/EM/KMDA/T-2 of 2026-27**
Online Tender is invited by the Executive Engineer, Electrical Division-I, EM Sector, KMDA, Block-L, Ground Floor, Unnayan Bhavan, Salt Lake City, Kolkata-700091, from eligible tenderers for the work, **Name of Work, Estimated Value of work, Earnest Money Deposit, Time of Completion,** Illumination of Poddar Ghat & Suri Ghat in connection with Shrabani Mela 2026 at Tarakeshwar., Rs.9,27,919/-, Rs.18,558/-, 07 days from the date of firm order, **Last date & time of online Bid submission:** 07.07.2026 up to 14:00 hrs.for details contact the above office or visit both websites. **(KMDA-217)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in

**NADIA ZILLA PARISHAD**
**Krishnagar, Nadia.**
E-Tender is invited by the under signed from the bonafied Contractors for the following work in Nadia district:
**NIT-1/NZP of 26-27 (SI-01)**: Selection of Local Market Rate for various items of work for preparation of scheme estimate for implementation of MGNREGA & VBGRAMG schemes. **(ITEM RATE e-TENDER).** Last date for submission of above-stated e-tenders is (SI-1) 06.07.2026 Please see website: **www.wbprd.gov.in** or contact to this office.
**District Engineer,**
**Nadia Zilla Parishad**

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**PWD TENDER NOTICE**
A.E., Ranaghat Highway Sub Division, P.W. (Roads) Directt. Ranaghat, Nadia invites online Tender for the works of:- 1. Conducting Traffic Census & Axle Load Survey and Topographic Survey at Gobindapur By Pass to Mukundapur Road via Baganchra Bhaluka from 5.50 KM to 19.95 KM of Ranaghat Highway Sub-Division under Nadia Highway Division No- II, P.W (Roads).Dte. in the district of Nadia, during 2026-2027. 2. Conducting Traffic Census & Axle Load Survey and Topographic Survey at Haripur Baganchra Road from 0.00 KM to 4.66 KM of Ranaghat Highway Sub-Division under Nadia Highway Division No-II, P.W (Roads).Dte. in the district of Nadia, during 2026-2027. 3. Conducting Traffic Census & Axle Load Survey and Topographic Survey at Habibpur BDO office to Birnagar Rail Gate Road from 0.000 KM to 3.367 KM of Ranaghat Highway Sub- Division under Nadia Highway Division No-II, P.W (Roads).Dte. in the district of Nadia, during 2026-2027. N.I.eQ. No: -01 (Sl. No:-01 to 03) of 2026-2027. Sl. No:-01 Tender ID No. 2026_WBPWD_5015434_1. Sl. No:-02 Tender ID No. 2026_WBPWD_5015434_2. Sl. No:- 03 Tender ID No. 2026_WBPWD_5015434_3. Bid Submission start date (online) :- 16-06-2026 from 14.00 Hours. Bid Submission closing date (online) :- 06-07-2026 upto 14.00 Hours Corrigendum if any will be published in the website only Details of N.I.T. and Tender Documents may be downloaded from : http://wbtenders.gov.in Sd/- Subhojit Karmakar Assistant Engineer, Ranaghat Highway Sub-Division P.W. (Roads) Directorate. ICA- T11283(1)/2026

**ফর্ম নং URC-2**
আইনের একবিংশ অধ্যায়ের প্রথম খণ্ড অনুযায়ী নিবন্ধনের বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি সম্বলিত বিজ্ঞাপন [কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৩৭৪() এবং কোম্পানি (নিবন্ধনের জন্য অনুমোদিত) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ৪(১) অনুযায়ী]
১. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৩৬৬-এর উপ-ধারা (২)-এর বিধান অনুযায়ী, কলকাতার (পশ্চিমবঙ্গ) নিবন্ধকের নিকট একটি আবেদন দাখিল করা হয়েছে। এই আবেদনের উদ্দেশ্য হলো PAWOS LLP নামক একটি 'লিমিটেড লায়াবিলিটি পার্টনারশিপ' (সীমিত দায়বদ্ধতা বিশিষ্ট অংশীদারি কারবার) বা ব্যবসায়িক সত্তাকে কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর একবিংশ অধ্যায়ের প্রথম খণ্ড অনুযায়ী 'শেয়ার দ্বারা সীমাবদ্ধ কোম্পানি' হিসেবে নিবন্ধন করা।
২. কোম্পানির প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপঃ- পোষা প্রাণীর পরিচর্যা, গ্রুমিং (সাজসজ্জা ও পরিচ্ছন্নতা), দত্তক গ্রহণ, চিকিৎসা ও পশুচিকিৎসা সেবা প্রদান এবং এ সংক্রান্ত ওয়েবসাইট পরিচালনার ব্যবসা করা পাশাপাশি পোষা প্রাণী-সংশ্লিষ্ট পণ্য, পোষা প্রাণীর খাবার, পোষা প্রাণী হিসেবে ব্যবহারের উপযোগী জীবন্ত প্রাণী এবং পোষা প্রাণী ও পোষা হিসেবে লালন-পালন করা অন্যান্য প্রাণীর সাথে সম্পৃক্ত বা আনুষঙ্গিক অন্যান্য সকল পণ্য ও সেবা উৎপাদন, কেনা-বেচা, আমদানি-রপ্তানি ও এগুলোর ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করা।
৩. প্রস্তাবিত কোম্পানির খসড়া 'মেমোরেন্ডাম অফ অ্যাসোসিয়েশন' ও 'আর্টিকলস অফ অ্যাসোসিয়েশন'-এর একটি প্রতিলিপি নিম্নলিখিত ঠিকানায় অবস্থিত অফিসে পরিদর্শন করা যেতে পারেঃ ১বি, পূর্তি ভেদা ব্লক, থাকদারি, কৃষ্ণপুর, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১০২।
৪. এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, এই আবেদনের বিষয়ে কোনো ব্যক্তির আপত্তি থাকলে তিনি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে একুশ দিনের মধ্যে 'রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা'-র কাছে (ঠিকানাঃ নিজাম প্যালেস, ২য় এমএসও বিল্ডিং, ২য় তল, ২৩৪ /৪, এ.জে.সি.বি. রোড, কলকাতা-৭০০ ০২০, পশ্চিমবঙ্গ) লিখিতভাবে তাঁর আপত্তি জানাতে পারেন এবং একই সাথে সংশ্লিষ্ট কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়েও তার একটি প্রতিলিপি পাঠাতে পারেন।
তারিখঃ ২৯ জুন, ২০২৬
আবেদনকারীর নামঃ
১. নীল আকাশ সিনহা
২. সুষমা সিনহা

বৈঙ্ক ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI
**অ্যাসেট রিকভারি ব্রাঞ্চ-সুরাট**
**৫ম তল, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বিল্ডিং, কানপিঠ, লালগেট, সুরাট, গুজরাট-৩৯৫০০৩**
**মোবাইলঃ ৯৯২৪৮ ৬৯৭৬৮**
**পরিশিষ্ট-IV [দেখুন নিয়ম-৮(১)] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)**
যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া-এর অনুমোদিত কর্মকর্তা হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, ২০০২-এর অধীনে এবং উক্ত আইনের ধারা ১৩(১২) ও সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ অনুযায়ী প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, **১৮.১১.২০২২** তারিখে ঋণগ্রহীতা মেসার্স আইডিয়াল মুভার্স প্রাইভেট লিমিটেড (যা আইডিয়াল রিসোর্স প্রাইভেট লিমিটেড এবংআইডিয়াল মুভার্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর একীভূত সত্তা)-কে একটি দাবি নোটিশ জারি করেন।
উক্ত নোটিশে ঋণগ্রহীতাকে নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে **₹১,২৩,৩৯,৩৮,৭২৮.৫০ (একশ তেইশ কোটি ঊনচল্লিশ লক্ষ আটত্রিশ হাজার সাতশ আটাশ টাকা এবং পঞ্চাশ পয়সা মাত্র)** পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়।
কিন্তু ঋণগ্রহীতা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উক্ত অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, ঋণগ্রহীতা এবং সর্বসাধারণের অবগতির জন্য এই মর্মে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, ২০০২-এর ধারা ১৩-এর উপধারা (৪) এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ অনুযায়ী প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, **২০২৬ সালের ২৪ জুন তারিখে** নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল গ্রহণ করেছেন।
ঋণগ্রহীতা এবং সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে এই মর্মে সতর্ক করা হচ্ছে যে, তারা যেন উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কিত কোনো প্রকার লেনদেন না করেন। যদি কেউ উক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনো লেনদেন করেন, তবে তা ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া-এর অনুকূলে বিদ্যমান ₹১,২৩,৩৯,৩৮,৭২৮.৫০/- এবং তার উপর প্রযোজ্য সুদের দাবির অধীন থাকবে।
ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি উক্ত আইনের ধারা ১৩-এর উপধারা (৮)-এর বিধানাবলীর প্রতি আকর্ষণ করা হচ্ছে, যেখানে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে জামানতভুক্ত সম্পত্তি মুক্ত করার অধিকার ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে।
**স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ**
ডেনজং ট্রেডিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড-এর নামে নিবন্ধিত, কলকাতা-৭০০০১৯-এর ১৯-বি, রাজীব অ্যাপার্টমেন্টস, ফ্ল্যাট নং-১১, ৫ম তলা, মান্ডেভিলা গার্ডেন-এ অবস্থিত ২০৯৩ বর্গফুট সুপার বিল্ট-আপ এলাকা বিশিষ্ট স্থাবর সম্পত্তির সমুদয় অংশ ও পরিসর। স্বত্বের প্রকৃতিঃ ফ্রিহোল্ড। **সম্পত্তির চৌহদ্দি (সীমানা)ঃ উত্তরেঃ** ১৭এ ও ১৭বি, মান্ডেভিলা গার্ডেনস। **দক্ষিণেঃ** ২১/১, মান্ডেভিলা গার্ডেনস, **পূর্বেঃ** ১৯এ, মান্ডেভিলা গার্ডেনস এবং রাস্তা, **পশ্চিমেঃ** ৪, ৫ ও ৬, সুরেন ঠাকুর রোড।
**তারিখঃ ২৪.০৬.২০২৬** **নামঃ মহঃ খুরশিদ আলম**
**স্থানঃ কলকাতা** **অনুমোদিত অফিসার, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

**PWD (GOVT. OF WB) TENDER**
**NOTICE**
Executive Engineer, Purulia Electrical Division, P.W.Dte. Invites Short Notice Inviting Quotation off line for the works of 1. "Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF in cw ensuing West Bengal Legislative Assembly Election 2026 at **Ichag Integrated Model School** under Jhalda PS in the District of Purulia."
**NIQ No. 22 of 2026-2027**
The quotations will be received upto **02:00pm on 30-06-2026** and will be opened shortly. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIQ & Tender documents may be downloaded from :- **http://tenders.wb.gov.in**
**Sd/ M. Biswas**
**Executive Engineer,**
**Purulia Electrical Division, P.W.D.**

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**IRRIGATION AND WATERWAYS DIRECTORATE**
**Notice Inviting e-Tender**
**e-NIT NO.- WBIW/EE/MDD/ e-NIT-02(e)/2026-27**
On behalf of the Governor of West Bengal, e-tender is invited by the Executive Engineer, Mograhat Drainage Division from the reliable bonafide and resourceful contractors for 1 No. One time cleaning of drainage channel work (2nd Call) amounting to Rs. 2.65 lakh under the jurisdiction of Mograhat Drainage Division. Last date & time of Bid submission is **07.07.2026 till 17:30 Hrs.** Other details may be had from the office of the undersigned on working days during office hours or on websites www.wbtenders.gov.in & www.wbiwd.gov.in Sd/- Executive Engineer, Mograhat Drainage Division, I&W Dte., Baruipur, South 24 Parganas. ICA- T11271(1)/2026

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**Irrigation & Waterways Directorate**
**Berhampore Irrigation Division**
**Berhampore, Murshidabad**
**ABRIDGED NOTICE e-QUOTATION**
**e-NIQ No.: WBIW/EE/BID/e-NIQ-03/2026-27**
The Executive Engineer, Berhampore Irrigation Division, Berhampore, Murshidabad, I & W. Dte. on behalf of Hon'ble Governor of West Bengal invites online quotation from eligible bonafide contractor/supplier for five nos vehicle having Diesel Maxi Cab along with the licensed driver including having contract carriage permit on daily hire basis as and when required under jurisdiction of Berhampore Irrigation Division. Last date and time of submission of Technical & Financial bid (online)-**20.07.2026 upto 17:00 Hours.** The tender forms and other details can be obtained from the website www.wbiwd.gov.in & https://wbtenders.gov.in Sd/- Executive Engineer, Berhampore Irrigation Division, Berhampore, Murshidabad. ICA- T11269(1)/2026

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**TENDER NOTICE**
Assistant Engineer, P.W.Dte., South Kolkata Health Electrical Sub-Division-I, P.W.Dte invites online bids for Name of work: "SITC of 20 Bed- cum-passenger lift 3rd lift in the vacant lift shaft from ground floor to 3rd floor, at Baghajatin SGH, South 24 Parganas----El work". Vide Tender ref. no.- WBPWD/AE/SKHESD-I/NIT-02/26-27 and Tender ID.: **2026_WBPWD_5016041_1.** Last date of document download and bid submission for the tender is 09.07.2026 up to 12:00 P.M. Detail information/ download/ upload will be available from the website: **http://etender.gov.in** and **http://pwdwb.in** Sd/- Assistant Engineer, South Kolkata Health Electrical Sub-Division-I, P.W.Dte. ICA- T11292(1)/2026

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**INFORMATION WANTED**

This is the Photograph of **Mousumi Chakraborty,** Father's Name - **Lt. Babulal Chakraborty**, of Vill - Raghudevpur, PO - Nepalgunj, PS -Bishnupur, Dist - South 24 Parganas, who has been missing since 17.11.2025, under Bishnupur PS, Description of this missing person is: **Age -** 26 Years, **Complexion** - Fair, **Height** - 4 Feet 10 Inch, **Wearing** - Blue Churidar, **Language** - Bengali. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata - 700027, Phone No: 033-24506120
**ICA- D973(3)/2026**

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**INFORMATION WANTED**

This is the Photograph of **Koushik Das,** Father's Name - **Lt. Jagannath Das**, of Vill - Chandua, PO - Chandua, PS - Jetia, Dist - North 24 Parganas, who has been missing since 15.02.2026, at about 05.30 hrs, Residential area under PS- Jetia, Description of this missing person is: **Age -**42 Years, **Complexion** - Sallow, **Height** - 5 Feet 2 Inch, **Wearing** - White Shirt, Black Pant, and School bag on back side, **Language** - Bengali . Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata - 700027, Phone No: 033-24506120
**ICA- D967(3)/2026**

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**INFORMATION WANTED**

This is the Photograph of **Jiya Kumari Kahar,** Father's Name - **Kiranda Devi**, of Vill - 5/6 DLS Hata Hide Road BNR, PS - South Port, Kol - 43, who has been missing since 09.04.2026, at about 03.30 hrs, Residence under Bishnupur PS, Description of this missing person is: **Age -**16 Years, **Complexion** - Sallow, **Height** -4 Feet 11 Inch (Approx), **Wearing** - Yellow green kurti & Black pant, **Language** - Hindi/ Bengali . Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata - 700027, Phone No: 033-24506120
**ICA- D964(3)/2026**

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**CORRIGENDUM-2**
**WBSDB/EE/CED-II/NIT-02(e)/2026-27, Sl-01**
It is hereby notified that the Bid Submission End Date & Technical Bid Opening Date of above mentioned Sl. No. of NIT as published have been changed due to non-receive of minimum nos. of bidder are as follows:-

| Particulars | Changed Date &Time |
|---|---|
| Bid Submission End Date | 07.07.2026 at 15:00 hrs. |
| Technical Bid Opening Date | 10.07.2026 at 11:00 hrs. |

Sd/- Executive Engineer, Civil Engineering Division No.-II, Sundarban Development Board. ICA- T11281(2)/2026

WBPDCL Corp. Id. No. U40104WB1985SGC039154
**SERVICE ORDER FOR STRUCTURE REPAIRING AND PAINTING OF SR #2 AT CHP, KTPS**
**Notice Inviting E-Tender**
**Ref No. WBPDCL/Tend-Adv/26-27/KTPS/CC-5712, Dtd: 25/06/26**
**NIT No: WBPDCL/KTPS/NIT/E3980/26-27**
E-Tenders in prescribed format are invited at https://wbtenders.gov.in by the General Manager, KTPS, WBPDCL from eligible Agencies/Companies in 2 Part bid system for: **"Service order for structure repairing and painting of SR #2 at CHP, KTPS." Tender Document Download Start Date:** 08.07.2026 at 11.00 AM., **Bid Submission End Date:** 07.08.2026 at 14.00 PM. **Contact Person:** Mr. Utpal Chakraborty. **Contact No.:** 9874189135. **E-mail:** cc_ktps@wbpdcl.co.in. For details please visit: **https://wbtenders.gov.in** ICA- T11318(2)/2026

WBPDCL Corp. Id. No. U40104WB1985SGC039154
**PROCUREMENT OF 70 KL LIQUID AMMONIA (25%, SP. GRAVITY-0.91, IS 799-1985) FOR CHEMICAL LABORATORY AT SGTPP**
**Notice Inviting E-Tender**
**Ref No. WBPDCL/Tend-Adv/26-27/SGTPP/CC-5714, Dtd: 25/06/26**
**NIT No: WBPDCL/SGTPP/NIT/E4121/26-27**
E-Tenders in prescribed format are invited at https://wbtenders.gov.in by the General Manager, SGTPP/ WBPDCL from eligible Agencies/Companies in 3 (three) Part bid system for **"PROCUREMENT OF 70 KL LIQUID AMMONIA (25%, SP. GRAVITY-0.91, IS 799-1985) FOR CHEMICAL LABORATORY AT SGTPP". Tender Document Download Start Date:** 29.06.2026 at 10.00 AM. **Bid Submission End Date:** 21.07.2026 at 05.00 PM. **Contact Person:** Mr. Chandradip Chakraborty [AGM (M&C)]. **Contact No.:** 8336903779. **E-mail:** cchakraborty@wbpdcl.co.in. For details please visit: **https://wbtenders.gov.in** ICA- T11320(2)/2026

WBPDCL Corp. Id. No. U40104WB1985SGC039154
**SERVICE CONTRACT FOR FABRICATION & ERECTION OF SAFETY PLATFORM & MISCELLANEOUS WORK**
**Notice Inviting E-Tender**
**Ref No. WBPDCL/Tend-Adv/26-27/SGTPP/CC-5713, Dtd: 25/06/26**
**NIT No: WBPDCL/SGTPP/NIT/E4119/26-27/E1433255 Dtd: 17/06/2026**
E-Tenders in prescribed format are invited at https://wbtenders.gov.in by the General Manager, SGTPP, WBPDCL from eligible Agencies/Companies in 3 Part bid system for the job **"Service Contract for Fabrication & Erection of Safety Platform & miscellaneous work". Tender Document Download Start Date:** 29.06.2026 at 10:00 Hrs. **Bid Submission End Date:** 22.07.2026 at 10:00 Hrs. **Contact Person:** Mr. Jaydeep Kundu [Dy. General Manager (Contracts)]. **Contact No.:** 8336903930. **E-mail:** jkundu@wbpdcl.co.in. For details please visit: **https://wbtenders.gov.in** ICA- T11319(2)/2026

WBPDCL Corp. Id. No. U40104WB1985SGC039154
**PROCUREMENT OF THROAT PLATE ASSEMBLY FOR COAL MILL 10E10 UNDER BMD**
**Notice Inviting E-Tender**
**Ref No. WBPDCL/Tend-Adv/26-27/BKTPP/CC-5722, Dtd: 29/06/26**
**NIT No: WBPDCL/BKTPP/NIT/E4274/26-27**
E-Tenders in prescribed format are invited at https://wbtenders.gov.in by the General Manager, BkTPS, WBPDCL from eligible Agencies/Companies in 2 part bid system for **"Procurement of Throat Plate Assembly for Coal Mill 10E10 under BMD". Tender document download start date:** 29-06-2026, 10:00 AM., **Bid submission end date:** 14-07-2026, 03:00 PM. **Contact Person:** Mr. S. Dasgupta, DGM (Purchase), BkTPS. **Contact No.:** 8336903911. **E-mail:** s.dasgupta@wbpdcl.co.in. For details please visit: **https://wbtenders.gov.in** ICA- T11327(2)/2026

WBPDCL Corp. Id. No. U40104WB1985SGC039154
**REPAIRING OF PA FAN SILENCER & CANOPY DURING OVERHAULING OF UNIT #5 IN 2027**
**Notice Inviting E-Tender**
**Ref No. WBPDCL/Tend-Adv/26-27/KTPS/CC-5721, Dtd: 29/06/26**
**NIT No: WBPDCL/KTPS/NIT/E3991/26-27**
E-Tenders in prescribed format are invited at https://wbtenders.gov.in by the General Manager, KTPS, WBPDCL from eligible Agencies/Companies in 2 Part bid system for **"Repairing of PA Fan Silencer & Canopy during Overhauling of Unit #5 in 2027." Tender Document Download Start Date:** 02/07/2026 at 11.00 Hrs., **Bid Submission End Date:** 23/07/2026 at 16.00 Hrs. **Contact Person:** Mr. Krisanu Gupta, Sr. Manager (PS) (Contract Cell), KTPS. **Contact No.:** 8336909047. **E-mail:** kgupta@wbpdcl.co.in. For details please visit: **https://wbtenders.gov.in** ICA- T11328(2)/2026

WBPDCL Corp. Id. No. U40104WB1985SGC039154
**PROCUREMENT OF DIFFERENT SIZES OF MANUAL OPERATED BALL VALVES FOR U #6 OH UNDER AHM, KTPS, UNDER AHP-MM, KTPS**
**Notice Inviting E-Tender**
**Ref No. WBPDCL/Tend-Adv/26-27/KTPS/CC-5695, Dtd: 23/06/26**
**NIT No: WBPDCL/KTPS/NIT/E3907/26-27**
E-Tenders in prescribed format are invited at https://wbtenders.gov.in by the General Manager, KTPS, WBPDCL from eligible Agencies/Companies in 2 part bid system for **"Procurement of different sizes of manual operated Ball Valves for U #6 OH under AHM, KTPS, under AHP-MM, KTPS". Tender document download start date:** 27.06.2026 at 11:30 Hrs., **Bid submission end date:** 18.07.2026 at 15:00 Hrs. **Contact Person:** Mr. U. Chakraborty, HoD, Purchase, KTPS. **Contact No.:** 9874189135. **E-mail:** uchakraborty@wbpdcl.co.in. For details please visit: **https://wbtenders.gov.in** ICA- T11313(2)/2026

# দেশ-বিদেশ

## ভারতীয় শেয়ারবাজারে নতুন আশার বার্তা, নির্বাচিত কয়েকটি শেয়ারে ৮৫ শতাংশ পর্যন্ত ঊর্ধ্বগতির সম্ভাবনা দেখছে গোল্ডম্যান স্যাক্স

মুম্বই,২৮ জুনঃ বিশ্বের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় বিনিয়োগ ব্যাংক গোল্ডম্যান স্যাক্স আবারও ভারতীয় শেয়ারবাজার নিয়ে আশাবাদী মনোভাব প্রকাশ করেছে। সংস্থার সর্বশেষ বিনিয়োগ বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, ভারতের নির্বাচিত আটটি তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ার ক্যালেন্ডার বর্ষ ২০২৬-এ সর্বোচ্চ ৮৫ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে। একই সঙ্গে সংস্থাটি তাদের সুপারিশকৃত শেয়ারের তালিকায় একটি নতুন কোম্পানিকেও অন্তর্ভুক্ত করেছে, যা বিনিয়োগকারী মহলে বিশেষ আগ্রহের সৃষ্টি করেছে। বিশ্লেষকদের মতে, এমন একটি সময়ে এই প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে, যখন ভারতীয় শেয়ারবাজারে একদিকে কিছু খাতে শক্তিশালী কর্পোরেট ফলাফল দেখা যাচ্ছে, অন্যদিকে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার কারণে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অস্থিরতাও বজায় রয়েছে। তা সত্ত্বেও গোল্ডম্যান স্যাক্স মনে করছে, ভারতের কয়েকটি সংস্থা শক্তিশালী ব্যবসায়িক ভিত্তি, আকর্ষণীয় মূল্যায়ন এবং দীর্ঘমেয়াদি প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনার কারণে আগামী মাসগুলোতে বাজারের গড় সূচকের তুলনায় ভালো ফল করতে পারে। সংস্থার বিশ্লেষণ অনুযায়ী, সুপারিশকৃত কোম্পানিগুলি শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট খাতের নয়। বরং আর্থিক পরিষেবা, উৎপাদন শিল্প, অবকাঠামো, শিল্পপ্রযুক্তি, ভোক্তা পরিষেবা, প্রযুক্তি এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ খাতের সংস্থাগুলিকে এই তালিকায় রাখা হয়েছে। এর মাধ্যমে গোল্ডম্যান স্যাক্স স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দিয়েছে যে তারা ভারতের সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ওপর আস্থা রাখছে, কোনো একটি নির্দিষ্ট শিল্পের ওপর নয়। বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, ভারতের অর্থনীতি বর্তমানে একাধিক ইতিবাচক কাঠামোগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগোচ্ছে। কেঃন্দ্রীয় সরকারের অবকাঠামো উন্নয়নে বড় বিনিযোগে, উপাদন খাতকে উসাহিত করার নীতি, ডিজিটাল অর্থনীতির দ্রুত সম্প্রসারণ, আর্থিক অন্তর্ভুক্তির প্রসার এবং অভ্যন্তরীণ ভোগব্যয়ের ধারাবাহিক বৃদ্ধি আগামী কয়েক বছরে দেশের কর্পোরেট আয়ের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

গোল্ডম্যান স্যাক্সের সাম্প্রতিক মূল্যায়নেও এই দীর্ঘমেয়াদি প্রবণতার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে।

বিশেষভাবে আলোচনার কেঃদ্রবিঃদুতে এসেছে সংস্থার সুপারিশকৃত তালিকায় নতুন একটি শেয়ারের অন্তর্ভুক্তি। যদিও এই প্রতিবেদনে সংশ্লিষ্ট কোম্পানির নাম উল্লেখ করা হয়নি, বাজার বিশ্লেষকদের মতে, নতুন সংযোজনটি প্রমাণ করে যে আন্তর্জাতিক বিনিযোগে সংস্থাগুলি নিযমিতভাবে কোম্পানিগুলির আর্থিক ফলাফল, ভবিষ্যৎ আয়ের সম্ভাবনা, বাজারে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে তাদের বিনিযগে তালিকা পরিবর্তন করে থাকে। নতুন কোম্পানিটিকে তালিকাভুক্ত করার মাধ্যমে গোল্ডম্যান স্যাক্স সম্ভবত এমন একটি সংস্থার ওপর আস্থা প্রকাশ করেছে, যার ঝুঁকি ও সম্ভাব্য মুনাফার ভারসাম্য তাদের কাছে আকর্ষণীয় বলে মনে হয়েছে। বর্তমানে বিশ্বজুড়ে ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা, পণ্যমূল্যের ওঠানামা, সুদের হার সংক্রান্ত অনিশ্চয়তা এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যবস্থার পরিবর্তনের কারণে বিশ্ব শেযয়ারবাজারে মাঝেমধ্যেই অস্থিরতা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এসব চ্যালেঞ্জের মধ্যেও ভারতীয় অর্থনীতি তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে। ধারাবাহিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, কর্পোরেট সংস্থাগুলির লাভজনকতা বৃদ্ধি এবং অভ্যন্তরীণ বাজারের সম্প্রসারণ দেশীয় ও বিদেশি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ ধরে রাখতে সাহায্য করছে। তবে আর্থিক বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে বলেছেন, কোনো ব্রোকারেজ সংস্থার নির্ধারিত টার্গেট প্রাইস বা সম্ভাব্য মূল্যবৃদ্ধির পূর্বাভাসকে নিশ্চিত ফলাফল হিসেবে ধরা উচিত নয়। এই ধরনের পূর্বাভাস নির্ভর করে ভবিষ্যতের আয়, ব্যবসায়িক পারফরম্যান্স, সংশ্লিষ্ট শিল্পখাতের পরিস্থিতি এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিবেশের ওপর। সময়ের সঙ্গে এই সমস্ত বিষয় পরিবর্তিত হতে পারে। তাই শুধুমাত্র একটি গবেষণা প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বিনিযোগের সিদ্ধান্ত না নিয়ে, নিজের আর্থিক লক্ষ্য, বিনিযোগের সময়কাল এবং ঝুঁকি গ্রহণের সক্ষমতা বিবেচনা করা প্রয়োজন। বিনিয়োগ পরামর্শ দাতাদের মতে, ভারতের দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গল্প এখনও অটুট রয়েছে। বিশেষ করে অবকাঠামো নির্মাণ, ডিজিটাল প্রযুক্তির বিস্তার, উৎপাদন খাতের সম্প্রসারণ, আর্থিক পরিষেবার প্রসার এবং ক্রমবর্ধমান মধ্যবিত্ত শ্রেণির ভোগব্যয় ভবিষ্যতেও কর্পোরেট সংস্থাগুলির আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। ফলে যেসব কোম্পানি ধারাবাহিকভাবে ভালো ব্যবসায়িক ফলাফল দেখাতে সক্ষম হবে, তাদের শেয়ারের প্রতি বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ বাড়তেই পারে। গোল্ডম্যান স্যাক্সের সাম্প্রতিক সুপারিশ প্রকাশের পর খুচরা বিনিয়োগকারীদের মধ্যেও ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে। অনেকেই আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ ব্যাংকগুলির গবেষণা প্রতিবেদনকে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক হিসেবে বিবেচনা করেন। তবে বাজার বিশেষজ্ঞরা মনে করিয়ে দিচ্ছেন, শেয়ারের দাম শুধুমাত্র গবেষণা প্রতিবেদনের ওপর নির্ভর করে না। সরকারি নীতির পরিবর্তন, কোম্পানির আর্থিক ফলাফল, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, নিয়ন্ত্রক সংস্থার সিদ্ধান্ত এবং বিনিয়োগকারীদের মনোভাব-সবকিছুই শেয়ারের দামে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে পারে। বিশ্লেষকদের মতে, নির্বাচিত কয়েকটি কোম্পানির ক্ষেত্রে ৮৫ শতাংশ পর্যন্ত সম্ভাব্য ঊর্ধ্বগতির পূর্বাভাস গোটা শেয়ারবাজারের জন্য নয়, বরং নির্দিষ্ট সংস্থাগুলির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার ওপর ভিত্তি করেই দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি কোম্পানির কার্যক্ষমতা, লাভজনকতা, বাজারে অবস্থান এবং কৌশলগত সিদ্ধান্তের ওপরই শেষ পর্যন্ত তাদের শেয়ারের পারফরম্যান্স নির্ভর করবে। সাম্প্রতিক এই মূল্যায়ন আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারী মহলে ভারতের পুঁজিবাজার এবং অর্থনীতির প্রতি বাড়তে থাকা আস্থারই প্রতিফলন বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। যদিও বাজারে স্বল্পমেয়াদি ওঠানামা অব্যাহত থাকতে পারে, তবুও ভারতের শক্তিশালী অর্থনৈতিক ভিত্তি এবং দীর্ঘমেয়াদি প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা দেশীয় ও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের কাছে আগামী দিনেও আকর্ষণীয় হয়েয় থাকবে বলেই ধারণা করা হচ্ছে।

## পঞ্চায়েত ভবনের ছাদে সিগারেট খাওয়াকে কেন্দ্র করে বচসা

নিজস্ব সংবাদদাতা, নসরতপুর, ২৯ জুন ঃ পঞ্চায়েত ভবনের ছাদে সিগারেট খাওয়াকে কেন্দ্র করে বচসা, জনরোষে আক্রান্ত নসরতপুর পঞ্চায়েতের উপপ্রধান ডিম ও গোবর জল নিক্ষেপ, পুলিশি হস্তক্ষেপে উদ্ধার নসরতপুর পঞ্চায়েত ভবনের ছাদে বসে সিগারেট খাওয়াকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠল এলাকা। পঞ্চায়েতে পরিষেবা নিতে আসা সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রথমে বচসা, পরে তা তীব্র তর্কাতর্কিতে রূপ নিতেই জনরোষের মুখে পড়েন নসরতপুর পঞ্চায়েতের উপপ্রধান মোবিন হোসেন মণ্ডল। সোমবার দুপুরে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকাজুড়ে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, উপপ্রধান দীর্ঘদিন ধরেই এলাকায় বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত। এদিন তিনি পঞ্চায়েত ভবনের উপরে পা তুলে বসে প্রকাশ্যে সিগারেট খাচ্ছিলেন। সেই সময় পঞ্চায়েতে বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা নিতে আসা কয়েকজন ব্যক্তি বিষয়টি নিয়ে আপত্তি জানান। অভিযোগ, সেই আপত্তিকে কেন্দ্র করেই প্রথমে কথাকাটাকাটি শুরু হয়। পরে তা ক্রমশ তীব্র আকার ধারণ করলে ঘটনাস্থলে উপস্থিত আরও মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়েন।পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠতেই উত্তেজিত জনতা উপপ্রধানকে ছাদ থেকে নিচে নামিয়ে এনে মারধর করেন বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয়, বিক্ষুব্ধ জনতার একাংশ তাঁর উদ্দেশে ডিম ছুড়ে মারেন এবং তাঁর মাথায় গোবর মেশানো জল ঢেলে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। ঘটনায় পঞ্চায়েত চত্বরে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় এবং কিছু সময়ের জন্য আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়।খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পুলিশের হস্তক্ষেপে উপপ্রধান মোবিন হোসেন মণ্ডলকে জনতার হাত থেকে উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয় যাতে নতুন করে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে।তবে স্থানীযদের তোলা দুর্নীতির অভিযোগের বিষয়ে উপপ্রধান বা পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং ঘটনার প্রকৃত কারণ ও দায়িত্ব নির্ধারণে প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে কথা বলছে। এলাকায় বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকলেও উত্তেজনা এখনও পুরোপুরি প্রশমিত হয়নি।

## শ্যামাপ্রসাদের ১২৫ ফুট মূর্তিকে ঘিরে আশায় বুক বাঁধছে জিরাট বাসিন্দারা

মলয় সুর, জিরাটরাজ্যে বিজেপি সরকার গঠনের দে। মাসের মাথায় রাজ্য বাজেটে বলাগ। বিধানসভার অন্তর্গত জিরাটে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পৈত্রিক ভিটেতে ১২৫ ফুট উঁচু নতুন মূর্তি নির্মাণ, পুরানো বাড়ির আমূল সংস্কার ও একটি লাইব্রেরী ও জায়গাটির সৌঃদর্যায়নের জন্য ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ হল। শ্যামাপ্রসাদের স্মরণে তৈরি হবে একটি পার্ক, গ্রন্থাগার এবং মিউজিয়াম। রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন শ্যামাপ্রসাদের বংশধরেরা। জিরাটের স্মৃতি মন্দিরতলায় শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পৈত্রিক ভিটে রয়েছে। সেই স্মৃতি ধরে রাখতেই জিরাটে একগুচ্ছ উন্নয়ন কর্মসূচি ঘোষণা করেছে নতুন বিজেপি সরকার। বিধানসভা নির্বাচনে বলাগড়ে দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে প্রচারে এসে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ঘোষণা করেছিলেন, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পৈত্রিক ভিটে সংস্কার করা হবে, সম্ভবত সেই ঘোষণা মেনেই জিরাটে শ্যামাপ্রসাদের একটি পূর্ণাবয়ব মূর্তি স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিজেপি সরকার। সেই সঙ্গে আশেপাশের এলাকাকে সু ঃদর করে সাজানো হবে। অদূর ভবিষ্যতে এই স্থান একটি পর্যটন কেঃদ্রে পরিণত হবে। দেশ-বিদেশ থেকে মানুষজন এখানে বেড়াতে আসবেন। এখানেই 'বাংলার বাঘ' নামে পরিচিত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নামে একটি স্কুল আছে, কিন্তু শ্যামাপ্রসাদের নামে তেমন কিছু নেই। চুঁচুড়া কোর্টের আইনজীবী স্বপন পালের উদ্যোগে কয়েক বছর আগে এখানে শ্যামাপ্রসাদের একটি মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়, কিন্তু রাজ্য সরকার শ্যামাপ্রসাদের যে মূর্তি করছে, সেটি আকারে অনেক বড় হবে। শ্যামাপ্রসাদের ভাই উমাপ্রসাদের নাতি বাণীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় জানান, দেশ গঠনে আশুতোষ ও শ্যামাপ্রসাদের অবদান এবং তাদের জীবন আদর্শ নতুন প্রজন্মের সামনে আরও বেশি করে তুলে ধরা হোক। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন বলেই আমরা পশ্চিমবঙ্গ পেয়েছি, নাহলে পুরোটাই বাংলাদেশে চলে যেত। আমাদের পক্ষে পৈত্রিক বাড়ি সংস্কার করা সম্ভব নয়, কারণ তত আর্থিক ক্ষমতা আমাদের নেই।

## 'দাঙ্গাবাজদের ভিটেমাটি বেচে ক্ষতিপূরণ আদায় হবে

**১-র পাতার পর-** 'ক্যা ক্যা ছি ছি' স্লোগান দিয়ে সিঁথির মোড় থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত মিছিল করলেন। চারদিকে আগুন জ্বলল।'' মুখ্যমন্ত্রী অতীত মনে করিয়ে দিয়ে বলেন, সেই সময়ে সামশিতে রেললাইন উপড়ে ফেলা হয়েছিল। রেজিনগর স্টেশনে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সাঁতরাগাছিতে একসঙ্গে ৩৭টি বাস পুড়িয়ে দেওয়া হয়, যার মধ্যে ২২টি ছিল সরকারি বাস। তাঁর কথায়, ''আমি তখন রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী ছিলাম। মুখ্যমন্ত্রীকে ফোন করে ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ জানালে তিনি বলেছিলেন- 'কিছু করা যাবে না, পুলিশকে বলেছি কথা বলতে।' এর পর নুপূর শর্মার একটি মন্তব্যকে কেন্দ্র করে হাওড়ায় টানা ৩৬ ঘণ্টা জাতীয় সাক স্তব্ধ করে রাখা হলো। গ্রামের রাস্তায়, টোল প্লাজার পাশে এক প্রসূতি মা সন্তান প্রসব করতে বাধ্য হলেন। বেথুয়াডহরি, উলুবেড়িয়া এবং করমন্ডল এক্সপ্রেসে কী তাণ্ডব করা হয়েছিল, তা রাজ্যবাসী ভোলেনি।'' মুখ্যমন্ত্রীর পুরনো আসনের দিকে ইঙ্গিত করে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ''যিনি এখানে বসতেন, তিনি নন্দীগ্রামে আমার কাছে দু-দু'বার হেরেছেন। ওয়াকফ সংশোধনী বিলের বিরোধিতার নামে মোথাবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হল, ভাঙচুর করা হল। আমি নিজে হাইকোর্টের অনুমতি নিয়ে ১২ দিন পর সেখানে ঢুকেছিলাম। বেছে বেছে হিন্দুদের দোকান লুট করা হল আর মুসলিমদের দোকান ছেড়ে দেওয়া হল। অথচ তৎকালীন সরকার চাইলে আধাসেনা নামিয়ে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নিতে পারত, কিন্তু ভোটব্যাঙ্কের লোভে তা করা হয়নি।'' তিনি বলেন, ''ধুলিয়ানে বড় বড় শোরুম ও বাইকের দোকান পুড়িয়ে লুটপাট চালানো হল। বর্তমান নওদার বিধায়ক (হুমায়ুন কবীর) আজ যে ভাষায় ধমকাচ্ছেন, তা আসলে বিগত সরকারের তোষণ-পাপের ফল। তবে তাঁকে কোন ভাষায় সবক শেখাতে হয়, তা এই নতুন সরকার ভালভাবেই জানে। আপনাদের দল কেন সিমির ব্যাকগ্রাউন্ড থাকা লোককে রাজ্যসভায় পাঠায়? কেন সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী তদন্তের কাজে বাধা দেন?'' নতুন বিলের কড়া প্রয়োগের আশ্বাস দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন, এই আইন কোনও রাজনৈতিক প্রতিহিংসা বা অপপ্রয়োগের জন্য আনা হয়নি। এর একমাত্র লক্ষ্য- দাঙ্গা, অশান্তি এবং সরকারি-বেসরকারি সম্পত্তি ধ্বংসের সংস্কৃতি রোখা। কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে শুভেন্দু বলেন, ''আসানসোলে আমরা দাঙ্গাকারীদের থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করে দেখিয়েছি। এবারও দরকার হলে দাঙ্গাবাজদের ভিটেমাটি বিক্রি করে পাইপয়সা উসুল করা হবে, এবং তা অত্যন্ত দ্রুত করা হবে। পার্ক সার্কাসে পুলিশের ওপর ঢিল মেরে, মাথা ফাটিয়ে রক্ত ঝরিয়ে ভাবছেন পার পেয়ে যাবেন? আগে কালীঘাট থানায় টেবিলের তলায় পুলিশ লুকাত, কিন্তু মনে রাখবেন- এই পুলিশমন্ত্রী আলাদা। আগের সেই প্র্যাকটিস আর চলবে না। এই আইন শুধুমাত্র গুন্ডা ও দাঙ্গাকারীদের দমনের জন্য প্রযোজ্য।'' সবশেষে ভাঙ। প্রসঙ্গে টেনে তিনি বলেন, ''এবারের নির্বাচনে ভাঙড়ে একটাও মৃত্যু ঘটেনি। আমরা ভাঙড়কে এবার স্পর্শ করিনি, কারণ ওখানে বিজেপির কোনও স্টেক নেই। আমরা যদি ওখানে খাতা খুলতে যেতাম, তবে আজ যিনি এই বিলের বিরোধিতা করছেন (নওশাদ সিদ্দিকি), তিনি এই হাউসে আসতে পারতেন না বরং যিনি এখন জেলে আছেন ।

## 'এনাফ ইজ এনাফ, ধরে নিন এটাই আপনার শেষ বক্তব্য!'

**১-র পাতার পর-** কবির এমন বক্তব্য দেন, যা একটি নির্দিষ্ট ধর্মীয় সম্প্রদায়, রাজনৈতিক দল এবং সরকারি কর্মচারীদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও শত্রুতার পরিবেশ তৈরি করতে পারে। পুলিশ আরও দাবি করেছে, তাঁর বক্তব্য জনশান্তি নষ্ট করা, সাম্প্রদায়িক অশান্তি সৃষ্টি করা এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপকে উসাহিত করার সম্ভাবনা তৈরি করা। এই কারণেই রেজিনগর থানা স্বতঃ প্রণোদিত অভিযোগ দায়ের করেছে এবং মামলা রুজু হয়েছে। রেজিনগর থানার মামলায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১৫২, ১৯২, ১৯৬, ১৯৭, ২২৪, ২৯৯, ৩৫১(২), ৩৫২ ও ৩৫৩ ধারাসহ একাধিক গুরুতর ধারায় মামলা হয়েছে। দুই এফআইআরেই উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, অভিযোগকারী কোনও সাধারণ নাগরিক নন পুলিশ আধিকারিকরাই অভিযোগ দায়ের করেছেন। অর্থাৎ, প্রশাসন এই বক্তব্যকে শুধুমাত্র রাজনৈতিক মন্তব্য হিসেবে দেখছে না, বরং আইনশৃঙ্খলা ও জনশান্তির জন্য সম্ভাব্য হুমকি হিসেবেই বিবেচনা করছে। শক্তিপুর থানার নথিতে বলা হয়েছে, ফেসবুকে আপলোড হওয়া ভিডিও এবং প্রাথমিক তদন্তের ভিত্তিতে পুলিশ নিশ্চিত হয়েছে যে বক্তৃতা জনসমক্ষে দেওয়া হয়েছিল। সেই কারণেই সুয়ো মোটো মামলা শুরু করা হয়েছে। এই দুই মামলার জেরে হুমায়ুন কবিরের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া এফআইআরের সংখ্যা আরও বেড়ে গেল। রাজনৈতিক মহলের মতে, আগামী দিনে এই মামলাগুলির তদন্ত কোন দিকে এগোয় এবং পুলিশ আরও কোনও পদক্ষেপ নেয় কি না, সেদিকেই নজর থাকবে। বিশেষ করে, একই বক্তৃতাকে কেন্দ্র করে একাধিক থানায় পৃথক মামলা দায়ের হওয়ায় আইনি লড়াই আরও জটিল হতে পারে বলেই মনে করছেন আইনজীবীদের একাংশ।

## আবারও হাইকোর্টে বিদেশযাত্রায় ধাক্কা খেল অভিষেক

**১-র পাতার পর-** এদিন তাঁর আইনজীবী ফের আবেদন জানান, অভিষেকের আর্জির দ্রুত শুনানি করা হোক। এদিনও বিচারপতি সেই আবেদন খারিজ করে দিলেন। ফলে অভিষেকের বিদেশযাত্রার আবেদনের শুনানি তালিকা অনুযায়ীই হবে। হাইকোর্টে অভিষেকের দ্রুত শুনানির আবেদন খারিজ হওয়া নিয়ে রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, ''কেউ ধাক্কা খেলেন নাকি কেউ সুইমিংপুলে ঝাঁপ দিলেন, এই নিয়ে এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কি কোনও মাথাব্যথা রয়েছে? তাঁদের কোনও আগ্রহ রয়েছে? রবীন্দ্রনাথের থাকতে পারে। কারণ, ডিজের সঙ্গে তাঁর নিজের লেখা গান শুনতে কেমন লাগে, তার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। এখন যত তাড়াতাড়ি দেশ ছেড়ে অন্য জায়গায় ডিজে বাজানো যায়, সেটার জন্য কেউ যদি চেষ্টা করে, তা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ চিন্তিত হতে পারেন, পশ্চিমবঙ্গবাসী চিন্তিত নন।'' প্রসঙ্গত, ভোটের প্রচারের অভিষেক বলেছিলেন, ৪ মে-র পর রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গে ডিজে-ও বাজবে। এদিন তা নিয়েই খোঁচা দিলেন শমীক। একইসঙ্গে তিনি বলেন, ''চিকিৎসার জন্য যদি যেতে হয়, মানুষের অসুস্থতা নিয়ে কিছু বলার নেই। তবে ভারতের চিকিৎসা ব্যবস্থার উপর আস্থা রাখা ভালো।'' প্রসঙ্গত, চোখের চিকিসার জন্য এর আগেও একাধিকবার বিদেশ গিয়েছেন অভিষেক। ২০১৬ সালের ১৯ অক্টোবর মুর্শিদাবাদে দলীয় কর্মসূচি সেরে ফেরার পথে হুগলির সিঙ্গুরের কাছে দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়েতে দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল অভিষেকের গাড়ি।

## রাম মন্দিরে টাকা চুরি নিয়ে জরুরি

**১-র পাতার পর-** সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি এম এম সুন্দরেশ এবং বিচারপতি শীল নাগুর বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, এই মামলার শুনানি পরে হলে সমস্যা হবে না। তারা প্রশ্ন করেন যে 'এত তাড়াহুড়ো কীসের?'। সুপ্রিম কোর্টের গ্রীষ্মকালীন ছুটি শেষ হবার পর রেগুলার কোর্ট শুরু হলেই শুনানি হবে বলে জানানো হয়। এদিকে, রাম মন্দিরের দান বাক্স থেকে টাকা চুরির ঘটনায় পুলিশ যে আটজনকে গ্রেফতার করেছে, তার মধ্যে অনুকল্প মিশ্র নামক এক ব্যক্তিকেই গোটা দুর্নীতির মূল মাথা বলে মনে করা হচ্ছে। তিনি রাম মন্দিরে জমা পড়া অনুদানের টাকা গোনার দায়িত্বে ছিলেন। ইতিমধ্যেই তদন্তে উঠে এসেছে যে বিগত কয়েক বছরে অনুকল্পের সম্পত্তি ফুলে-ফেঁপে উঠেছিল। নিজস্ব ফার্মহাউস, গাড়ি কিনেছিলেন কয়েক মাসে।

## 'তোষণের জন্যই তৃণমূল জমানায় ওবিসি সংরক্ষণ বাড়ানো হয়'

**১-র পাতার পর-** করা হয়। যার মধ্যে ৫৪টি জনগোষ্ঠী হিন্দু ও ১২টি মুসলিম।'' বাম সরকারের আমলে ওবিসি সংরক্ষণের তথ্যকে তুলে ধরে অরিজিৎ বলেন, ''২০১১ বিধানসভা নির্বাচন হয়। ঠিক তার আগে, ২০১০ সালে ৮ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ঘোষণা করেন, সরকারি চাকরিতে মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের ১০ শতাংশ সংরক্ষণের সুবিধা দেবে। এটা হওয়ার পর আচমকা দেখা যায়, যে কমিশন মাত্র ৬৬টি জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করতে পেরেছিল, সেই কমিশন ৮ মার্চ ২০১০ থেকে ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১০ পর্যন্ত আরও ৪২টি জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করে। কী পদ্ধতিতে হল, তা নিয়ে বিস্ময়ের অবকাশ রয়েছে। সবথেকে বড় প্রশ্ন হল, কোন জাদুবলে ৪২টার মধ্যে ৪১টি মুসলিম, মাত্র একটি হিন্দু জনগোষ্ঠী ওবিসি তালিকাভুক্ত করার যোগ্যতা অর্জন করল?'' বিধানসভায় এই বিলের বিরোধিতা করেন আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী। তাঁর মতে, ''এই বিল পাশ হলে জাতিগত বৈষম্য বাড়বে। রঙ্গনাথ কমিশনের সুপারিশ মেনে সংরক্ষণ দেওয়া হোক। বিল পাশ হলে উচ্চশিক্ষায় বঞ্চিত হবেন মুসলিমরা। সামাজিক ন্যায়বিচারের কাঠামো ধ্বংস হবে।''


NAME CHANGE
I, Alhamdu Seikh , my brother's (Wrong Name) Lafal Sekh S/O-Adalat Sk recorded my brother's Voter card no-WOB2020444, S/O–Adalat Seikh resident of Vill & Po-Chandnagar , Ps-Kandi , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742138, do hereby declared that my brother's Correct name Nakal Seikh recorded his passport no-N4986023 & his pan card no-FPYPS5398P & his Aadhaar card no-2209-6919-8801. My brother's name Nakal Seikh & Lafal Sekh both are same and one identical person

NAME CHANGE
I, Mister Joni (Old Name) S/O–Abul Kalam Mondal resident of Vill-Puratan Digree , Po-Nabipur , Ps-Raninagar , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742308 do hereby declared that I have changed my name from Mister Joni to Mister Joni Mondal and henceforth I shall be known as Mister Joni Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 29/06/2026. My name Mister Joni Mondal & Mister Joni both are same and one identical person

NAME CHANGE
I, Abul Kalam (Old Name) S/O–Mejman Mondal resident of Vill-Puratan Digree , Po-Nabipur , Ps-Raninagar , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742308 do hereby declared that I have changed my name from Abul Kalam to Abul Kalam Mondal and henceforth I shall be known as Abul Kalam Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 29/06/2026. My name Abul Kalam Mondal & Abul Kalam both are same and one identical person

NAME CHANGE
Md Mansur Ali S/O–Late Samsul Haque resident of Beldanga, Hatpara, College Road, Beldanga, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742133 do hereby declared that I have changed my father's name from Chhamal Sk & Samsul Sekh (old name) to Samsul Haque (new name) and henceforth my father's name shall be known as Samsul Haque (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 27/05/ 2026 . My father's name Samsul Haque (new name) & (old name) Chhamal Sk & Samsul Sekh both are same and one identical person

NAME CHANGE
I, HAFIJA BIBI (Old Name), W/o-ANSAR ALI SEKH, resident of Vill. & P.O.- Akandaberia, P.S.-Kaliganj, Dist.-Nadia, PIN 741137, do hereby declare that I have changed my name from HAFIJA BIBI (Old Name) to HAFIJA SEKH (New Name) and henceforth I shall be known as HAFIJA SEKH (New Name) in all purposes, vide Affidavit No. 52 sworn before the Notary Public at Krishnagar on Dated 29/06/2026. HAFIJA SEKH and HAFIJA BIBI both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, ANSER ALI SHAIKH (Old Name), S/o- SAMSUDDIN SEKH, resident of Vill & P.O.-Akandaberia, P.S.-Kaliganj, Dist.-Nadia, PIN-741137, do hereby declare that I have changed my name from ANSER ALI SHAIKH (Old Name) to ANSAR ALI SEKH (New Name) and henceforth I shall be known as ANSAR ALI SEKH (New Name) in all purposes, vide Affidavit No. 53 sworn before the Notary Public at Krishnagar on Dated 29/06/2026. ANSAR ALI SEKH and ANSER ALI SHAIKH both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Munmun Mukherjee (old name) Wife of Arindam Mukherjee, resident of Shyambabur Ghat, Chinsurah, Hooghly Pin-712101, West Bengal, India, do hereby declare that I have changed my name from Munmun Mukherjee (old name) to Munmun Ghosh (new name) and henceforth I Shall be known as Munmun Ghosh (new name) in all purpose, vide affidavit no-12, sworn before the Notary public at Kolkata on 25/06/2026.Munmun Ghosh (new name) and Munmun Mukherjee (old name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Shariyatulla Sk (Old Name) S/O–Jahurullah Sk resident of Vill & Po-Sahajadpur , Ps-Berhampore , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742187 do hereby declared that I have changed my name from Shariyatulla Sk to Shariyatulla Molla and henceforth I shall be known as Shariyatulla Molla (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the S.D.E.M (S) 1st class Berhampore court on 25/06/2026. My name Shariyatulla Molla & Shariyatulla Sk both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Md Mirjahan (Old name) S/o-Qurban Seikh, Resident at Vill-Nests Po-Kolan Radhakantapur, Ps & Dist-Murshidabad, 742123, West Bengal, I have changed my name Md Mirjahan to Md Mirjaban Seikh (New name) I shall be known as Md Mirjaban Seikh vied affidavit no. 22AC 853370 before the Notary at Berhampore on 29/06/2026 Md Mirjahan & Md Mirjaban Seikh is same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Azbahar Ali Mohammed (Old Name) S/O–Late Jainal Abadin resident of Nazrulpalli , Ps-Beldanga , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742133 do hereby declared that I have changed my name from Azbahar Ali Mohammed to Md Azbahar Ali and henceforth I shall be known as Md Azbahar Ali (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 29/06/2026. My name Md Azbahar Ali & Azbahar Ali Mohammed both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Seikh Hasena Bewa (Old Name) W/O–Late Jainal Abadin resident of Nazrulpalli , Ps-Beldanga , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742133 do hereby declared that I have changed my name from Seikh Hasena Bewa to Hachena Bewa and henceforth I shall be known as Hachena Bewa (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 29/06/2026. My name Hachena Bewa & Seikh Hasena Bewa Mohammad both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Moidul Islam (Old Name) S/O–Asgar Mondal resident of Vill-Harumandalerpara , Po-Mohangonj , Ps-Raninagar , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742308 do hereby declared that I have changed my name from Moidul Islam to Maidul Mandal and henceforth I shall be known as Maidul Mandal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 29/06/2026. My name Maidul Mandal & Moidul Islam both are same and one identical person

NAME CHANGE
I, Fatema Bibi (Old Name) W/O–Abdul Basir Sekh resident of Vill & Po-Begunbari, Ps-Beldanga , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742133 do hereby declared that I have changed my name from Fatema Bibi to Fatema Begam and henceforth I shall be known as Fatema Begam (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 29/06/2026. My name Fatema Begam & Fatema Bibi both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Md Mafijur Rahaman Mandal (Old Name) S/O–Abujafar Mondal resident of Vill-Bagi , Po-Amdobe , Ps-Bagda , Dist-North 24 Parganas , West Bengal, Pin-743251 do hereby declared that I have changed my name from Md Mafijur Rahaman Mandal to Mafijur Rahaman Mandal and henceforth I shall be known as Mafijur Rahaman Mandal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 29/06/2026. My name Mafijur Rahaman Mandal & Md Mafijur Rahaman Mandal both are same and one identical person

NAME CHANGE
I, Abujafar Mandal (Old Name) S/O–Fakir Ahammad Mondal resident of Vill-Bagi , Po-Amdobe , Ps-Bagda , Dist-North 24 Parganas , West Bengal, Pin-743251 do hereby declared that I have changed my name from Abujafar Mandal to Abujafar Mondal and henceforth I shall be known as Abujafar Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 29/06/2026. My name Abujafar Mondal & Abujafar Mandal both are same and one identical person

NAME CHANGE
I, Maidul Mondal (Old Name) S/O–Asgar Mondal resident of Vill-Harumandalerpara , Po-Mohangonj , Ps-Raninagar , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742308 do hereby declared that I have changed my name from Maidul Mondal to Maidul Mandal and henceforth I shall be known as Maidul Mandal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 29/06/2026. My name Maidul Mandal & Maidul Mondal both are same and one identical person

NAME CHANGE
I, Kassem Shaikh (Old Name) S/O–Hazi Anardi Sk resident of Vill-Dafarpur Nakkatipara , Po-Dafarpur , Ps-Raghunathganj , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742227 do hereby declared that I have changed my name from Kassem Shaikh to Kashim Sk and henceforth I shall be known as Kashim Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 29/06/2026. My name Kashim Sk & Kassem Shaikh both are same and one identical person

NAME CHANGE
I, Abdul Basir Sk (Old Name) S/O–Nifajaddin resident of Vill & Po-Begunbari, Ps-Beldanga , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742133 do hereby declared that I have changed my name from Abdul Basir Sk to Abdul Basir Sekh and henceforth I shall be known as Abdul Basir Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 29/06/2026. My name Abdul Basir Sekh & Abdul Basir Sk both are same and one identical person

NAME CHANGE
I, Fatema Begum (Old Name) W/O–Abdul Basir Sekh resident of Vill & Po-Begunbari, Ps-Beldanga , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742133 do hereby declared that I have changed my name from Fatema Begum to Fatema Begam and henceforth I shall be known as Fatema Begam (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 29/06/2026. My name Fatema Begam & Fatema Begum both are same and one identical person

NAME CHANGE
I, Mohammed Golam Muztaba Biswas (Old Name) S/O–Md Abdul Mannan Biswas resident of Vill-Durgapur , Po-Amtala , Ps-Nowda , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742121 do hereby declared that I have changed my name from Mohammed Golam Muztaba Biswas to Golam Muztaba Biswas and henceforth I shall be known as Golam Muztaba Biswas (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 29/06/2026. My name Golam Muztaba Biswas & Mohammed Golam Muztaba Biswas both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Shampa Khatun (Old Name) W/O–Samirul Kabiraj resident of Paschim Para, Binodnagar , Tehatta , Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741155 do hereby declared that I have changed my name from Shampa Khatun to Shampa Kabiraj and henceforth I shall be known as Shampa Kabiraj (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 29/06/2026. My name Shampa Kabiraj & Shampa Khatun both are same and one identical person

NAME CHANGE
I, Bony Yamin Sekh (Old Name) S/O–Abdus Samad Sekh resident of Vill-Bhatpara , Po-Bejpara , Ps-Berhampore , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742134 do hereby declared that I have changed my name from Bony Yamin Sk to Bony Yamin Sk and henceforth I shall be known as Bony Yamin Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 29/06/2026. My name Bony Yamin Sk & Bony Yamin Sekh both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Nassiruddin Molla (Old Name) S/O–Khodabox Mollah resident of Vill-Barua Nath Para , Po-Barua , Ps-Beldanga , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742189 do hereby declared that I have changed my name from Nassiruddin Molla to Nasiruddin Molla and henceforth I shall be known as Nasiruddin Molla (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 29/06/2026. My name Nasiruddin Molla & Nassiruddin Molla both are same and one identical person

NAME CHANGE
I, Safirul Haque (old name) C/O Mir Abdul Mazid resident of vill: Dakshin Naogaon, PO. Digha, PS. Panrui, Birbhum, WB. do hereby declare that I have changed my name from Safirul Haque to Sekh Saphirul Haque and henceforth I shall be known as Sekh Saphirul Haque in all purpose, vide affidavit No 2931 sworn before the Notary Public at Rampurhat on 24.06.2025 Sekh Saphirul Haque and Safirul Haque both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Mekail Sekh S/o Surman Sekh Resident of Vill-Sarsabad Ghatpara, P.O.-Kaladanga, P.S.-Daulatabad, Dist.-Murshidabad, Pin-742304 WB do hereby solemnly affirm and declare my father's actual name Surman Sekh instead of Khurman Ali Sk, vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Sub Divisional Executive Magistrate at Berhampore, Msd on 15/06/2026. That Surman Sekh and Khurman Ali Sk both are same one and identical person.

NAME CHANGE
I, Shyamal Kumar Bhaduri (Old name) S/o- Gokul Bhaduri, Resident at Vill & Po-Khosbag, Ps & Dist-Murshidabad, 742149, West Bengal, I have changed my name Shyamal Kumar Bhaduri to Shyamal Bhaduri (New name) I shall be known as Shyamal Bhaduri vied affidavit no. 22AC 853371 before the Notry at Berhampore on 29/06/2026 Shyamal Bhaduri & Shyamal Kumar Bhaduri is same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Mohammad Ali Manuwar Bakas, (Old name) S/o-Samin Aktar Hossain, Resident at Souduganj, ward no 4, Po &, Ps-Jiaganj, Dist-Murshidabad, 742123, West Bengal. I have changed my name Mohammad Ali Manuwar Bakas, to Md Ali Manuwar Bakas (New name) I shall be known as Md Ali Manuwar Bakas vied affidavit No.22AC 853364 before the Notry at Berhampore on 29/06/2026 Mohammad Ali Manuwar Bakas, & Md Ali Manuwar Bakas is same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Monirul Jaman (Old name) S/O-Kamrejjaman, Resident at Vill-Bahadurpur, Po-Ganthla, Ps-Kandi, Dist-Murshidabad, 742136, West Bengal, I have changed my name Monirul Jaman to Manirujjaman (New name) I shall be known as Manirujjaman vide affidavit no. 22AC 853363 before the Notry at Berhampore on 29/06/2026 Manirujjaman & Monirul Jaman is same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Ali Manuwar Bakas Mohammad, (Old name) S/o-Samin Aktar Hossain, Resident at Souduganj, ward no 4, Po &, Ps-Jiaganj, Dist-Murshidabad, 742123, West Bengal. I have changed my name Ali Manuwar Bakas Mohammad to Md Ali Manuwar Bakas (New name) I shall be known as Md Ali Manuwar Bakas vied affidavit No.22AC 853364 before the Notry at Berhampore on 29/06/2026 Md Ali Manuwar Bakas & Ali Manuwar Bakas Mohammad is same and one identical person.

# বিদ্যুতের দক্ষ ব্যবহারের লক্ষ্যে আইওটি-ভিত্তিক টানেল লাইটিং অটোমেশন ব্যবস্থা চালু উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের

মালিগাঁও, ২৯ জুনঃ শক্তি সাশ্রয় ও স্মার্ট প্রযুক্তির ব্যবহারের লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে,

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে লামডিং-বদরপুর হিল সেকশনের নিউ হাফলং-এ অবস্থিত ৯ নম্বর টানেলের জন্য অত্যাধুনিক আইওটি-ভিত্তিক টানেল লাইটিং অটোমেশন ও শক্তি পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা চালু করেছে। এই পদক্ষেপ আইআর নিয়ন্ত্রক প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় তদারকি, দূরবর্তী নিয়ন্ত্রণ এবং রিয়েল-টাইম বিদ্যুৎ পর্যবেক্ষণের সুবিধা প্রদান করে, যা রেল পরিকাঠামোর আধুনিকীকরণ এবং শক্তি ব্যবহার অপ্টিমাইজ করার ক্ষেত্রে উত্তর- পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের প্রচেষ্টার আরেকটি মাইলফলক। এই প্রকল্পের অংশ হিসেবে টানেল লাইটিং ফিডারের জন্য স্মার্ট মিটারিং পরিকাঠামো স্থাপন করা হয়েছে এবং ফিল্ড ডিভাইসগুলোকে সফলভাবে 'আইআর নিয়ন্ত্রক' প্ল্যাটফর্মের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। এই ব্যবস্থাটি টানেল নং. ৯-এর আলোকসজ্জা ব্যবস্থার দূরবর্তী নিয়ন্ত্রণ ও পর্যবেক্ষণের সুবিধা প্রদান করে এবং একই সাথে বিদ্যুৎ খরচ ও কার্যপদ্ধতি - সংক্রান্ত লাইভ ডাটাও প্রদান করে। বিদ্যুৎ খরচ ও সিস্টেমের কার্যকারিতা রিয়েল-টাইমে পর্যবেক্ষণ করার সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে এই পদক্ষেপ শক্তির ব্যবহার অপ্টিমাইজ করতে, অপচয় কমাতে এবং দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থাগুলিকে উৎসাহিত করতে সহায়তা করবে। আইওটি-ভিত্তিক টানেল লাইটিং অটোমেশন সিস্টেমের বাস্তবায়ন, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পরিকাঠামো আধুনিকীকরণ এবং পুরো নেটওয়ার্কজুড়ে জ্বালানি ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করার চলমান প্রচেষ্টারই একটি অংশ। এই ধরনের প্রচেষ্টার মাধ্যমে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, ভারতীয় রেলওয়ের 'আরও স্মার্ট ও পরিবেশবান্ধব ভবিষ্যত'-এর লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরিচালনগত উৎকর্ষ, পরিবেশগত স্থায়িত্ব এবং আধুনিক রেল পরিকাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তার প্রতিশ্রুতি আরও সুদৃঢ় করে চলেছে।

# বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য জেলায় জেলায় থেরাপি কেন্দ্র, মাসিক ভাতা ৫ হাজার টাকার দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম, ২৯ জুনঃ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু ও দিব্যাঙ্গ ব্যক্তিদের জন্য মাসিক ভাতা বাড়িয়ে ৫ হাজার টাকা করা এবং রাজ্যের প্রতিটি জেলায় সরকারি সহায়তাপ্রাপ্ত মাল্টিডিসিপ্লিনারি থেরাপি কেন্দ্র গড়ে তোলার দাবিতে সোমবার ঝাড়গ্রামের জেলাশাসকের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি জমা দিল জঙ্গলমহল স্বরাজ মোর্চা। সংগঠনের দাবি, বর্তমান ১,৫০০ টাকার মাসিক ভাতা চিকিৎসা, পুনর্বাসন এবং দৈনন্দিন প্রয়োজনের ব্যয়ের তুলনায় অত্যন্ত অপ্রতুল। তাই বর্তমান আর্থ- সামাজিক পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে ভাতা পর্যায়ক্রমে বাড়িয়ে ন্যূনতম ৫ হাজার টাকা করা প্রয়োজন। মোর্চার সভাপতি অশোক মাহাতোর দাবি, অটিজম, এডিএইচডি, সেরিব্রাল পলসি-সহ বিভিন্ন স্নায়বিক বিকাশজনিত সমস্যায় আক্রান্ত বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের নিয়মিত স্পিচ থেরাপি, অকুপেশনাল থেরাপি, ফিজিওথেরাপি, বিহেভিয়ার থেরাপি, মনোবিদের পরামর্শ এবং বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন হয়। কিন্তু জঙ্গলমহল-সহ রাজ্যের অধিকাংশ জেলায় এই ধরনের সরকারি পরিষেবা নেই বললেই চলে। ফলে চিকিৎসা ও থেরাপির জন্য পরিবারের সদস্যদের কলকাতা-সহ বড় শহরে যেতে হয়। এতে যাতায়াত, থাকা এবং থেরাপির খরচ মিলিয়ে বিপুল আর্থিক চাপের মুখে পড়তে হয় বহু পরিবারকে। আর্থিক অসুবিধার কারণে অনেক শিশুই নিয়মিত থেরাপি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, যার প্রভাব তাদের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশে পড়ছে। স্মারকলিপিতে দাবি করা হয়েছে, রাজ্যের প্রতিটি জেলায় একটি করে সরকারি সহায়তাপ্রাপ্ত মাল্টিডিসিপ্লিনারি থেরাপি কেন্দ্র গড়ে তোলা হোক, যেখানে একই ছাদের নীচে স্পিচ, অকুপেশনাল, ফিজিও ও বিহেভিয়ার থেরাপি, মনোবিদের পরামর্শ এবং বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। পাশাপাশি জেলা হাসপাতাল ও সরকারি মেডিক্যাল কলেজে অটিজম, এডিএইচডি, সেরিব্রাল পলসি-সহ বিভিন্ন স্নায়বিক বিকাশজনিত সমস্যার জন্য বিশেষ বিভাগ চালু ও শক্তিশালী করার দাবি জানানো হয়েছে। এছাড়া জেলাস্তরে সচেতনতা ও সহায়তা কেন্দ্র গড়ে তোলা, শিশুদের দ্রুত শনাক্তকরণ, অভিভাবকদের কাউন্সেলিং এবং আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারগুলির জন্য থেরাপি, বিশেষ শিক্ষা ও সহায়ক উপকরণে সরকারি ভর্তুকির ব্যবস্থারও দাবি জানিয়েছে সংগঠন। অশোক মাহাতোর বক্তব্য, সংবিধান প্রতিটি নাগরিকের মর্যাদাপূর্ণ জীবনের অধিকার স্বীকার করেছে। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু ও দিব্যাঙ্গ ব্যক্তিদের সেই অধিকার বাস্তবায়নের জন্য শুধু সহানুভূতি নয়, প্রয়োজন কার্যকর সরকারি নীতি এবং সহজলভ্য পরিষেবা। তাই রাজ্য সরকার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে বলেই তাঁদের আশা। সংগঠনের দাবি, এই পদক্ষেপগুলি বাস্তবায়িত হলে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু ও তাঁদের পরিবারের জীবনযাত্রার মান উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হবে এবং গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত এলাকার মানুষও সমান সুযোগ-সুবিধা পাবেন।

**e-Tender Notice**

e-tender are invited by Prodhan, Eral Gram Panchayat under Aus-II PANCHAYAT SAMITY, Dist. Purba Bardhaman, from resourceful/bonafide contractors with experience and requisite credential vide **NIeT No- EGP/ 306 Dt-29/06/2026.** Last Dt. of application **06/07/2026 up to 18:00 IST.** For details visit the website **https://www.wbtenders.gov.in**

**Sd/- Prodhan**
**Eral Gram Panchayat**

**বিজ্ঞপ্তি**

আমার মক্কেল অন্নপূর্ণা মান্না, স্বামী - সুশান্ত মান্না এবং সঞ্চিতা মান্না স্বামী - উৎপল মান্না 2025 সালে 26.08.2025 তারিখে ডোমজুড় A.D.S.R অফিসে 3753 এবং 3752 নং দলিল দ্বারা মানস পাল-এর নিকট হইতে মৌজা উত্তর ঝাঁপড়দহ, জে.এল.নং- 09 সাবেক ও হাল দাগ 2002 নং দাগে দুজনে 1.07 শতক এবং সাবেক ও হাল 2003 নং দাগে 2.53 শতক সম্পত্তি ক্রয় করিয়া নাম পরিবর্তনের আবেদন করেন। যাহা মানস পাল পিতা- দাশরথি পাল 2023 সালে 05.04.2023 তারিখে ডোমজুড় A.D.S.R অফিসে রেজিস্টিকৃত 04 নং বহির 4647 নং দলিল দ্বারা নিযুক্ত আমমোক্তার অমল সানি-র নিকট হইতে খরিদ করেন। উক্ত বিষয়ে দাতা বা স্বার্থসংশ্লিষ্ট কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের এক মাসের মধ্যে ডোমজুড় B.L.& L.R.O নিকট আপত্তি করিতে পারেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য হইবে।

# গ্রেফতার কৃষ্ণনগর-১ ব্লক তৃণমূল সভাপতি স্বপন ঘোষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ২৯ জুনঃ চাকরি ফিরিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে কয়েক লক্ষ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে গ্রেফতার হলেন কৃষ্ণনগর- ১ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি স্বপন ঘোষ। রবিবার রাতে কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানার পুলিশ তাঁকে হাসাডাঙা এলাকা থেকে গ্রেফতার করে। সোমবার ধৃতকে কৃষ্ণনগর জেলা আদালতে পেশ করা হলে তদন্তের স্বার্থে পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানানো হয়।

পুলিশ ও অভিযোগকারী সূত্রে জানা গেছে, স্বপন ঘোষ ২০২৫ সালে শক্তিনগর কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতির পরিচালন সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন। ওই সমবায় সমিতিতে অস্থায়ী কর্মী হিসেবে কর্মরত ছিলেন চাকদহের শিমুরালি এলাকার বাসিন্দা নিলয় বিশ্বাস। অভিযোগ, গত জুন মাসে সমবায় সমিতির সম্পাদক এবং সভাপতি স্বপন ঘোষের সিদ্ধান্তে নিলয় বিশ্বাসকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়। নিলয় বিশ্বাসের অভিযোগ, চাকরি পুনর্বহালের আশ্বাস দিয়ে তাঁর কাছ থেকে ধাপে ধাপে প্রায় কয়েক লক্ষ টাকা নেওয়া হয়। কিন্তু দীর্ঘদিন কেটে গেলেও চাকরি ফেরানো হয়নি। এমনকি টাকা ফেরত চাইলেও তা দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। পরে তিনি কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা রুজু করে তদন্তে নামে পুলিশ। তদন্তের পর রবিবার হাসাডাঙা এলাকা থেকে স্বপন ঘোষকে গ্রেফতার করা হয়। সোমবার তাঁকে কৃষ্ণনগর জেলা আদালতে তোলা হলে জিজ্ঞাসাবাদের স্বার্থে পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানানো হয়। অন্যদিকে, গ্রেফতারের পর স্বপন ঘোষ দাবি করেছেন, তাঁকে রাজনৈতিকভাবে ফাঁসানো হয়েছে।

# দু'দশক পর গৌড়ীয় মঠে ফিরল জগন্নাথের স্নানযাত্রা, দীর্ঘ বিতর্ক পেরিয়ে ঐতিহ্যের প্রত্যাবর্তন

স্বপ্নীল মজুমদার, ঝাড়গ্রাম, ২৯ জুনঃ প্রায় দু'দশক পরে আবার শাস্ত্রবিধি মেনে জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রার সাক্ষী থাকল ঝাড়গ্রামের শতবর্ষ প্রাচীন গৌড়ীয় মঠ (শ্রীশ্রী গৌর সারস্বত মঠ)। সোমবার মঠের দরজা খুলে দেওয়া হয় সর্বসাধারণের জন্য। অগণিত অনুগামী ও সাধারণ মানুষের উপস্থিতিতে পালিত হয় স্নানযাত্রা। অনেকের কাছেই দিনটি শুধু একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, বরং দীর্ঘদিনের অচলাবস্থা কাটিয়ে মঠের হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্য ফিরে পাওয়ার দিন। এক সময় ঝাড়গ্রামের অন্যতম ধর্মীয় কেন্দ্র ছিল এই গৌড়ীয় মঠ। জেলার পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী জেলা থেকেও অনুগামীরা স্নানযাত্রা ও রথযাত্রায় যোগ দিতে আসতেন। কিন্তু প্রায় কয়েক বছর আগে দেবোত্তর জমি নিয়ে বিতর্ক, মঠ পরিচালনা ঘিরে টানাপোড়েন এবং মঠের রীতিনীতি নিয়ে প্রশ্নের জেরে সেই পরিবেশ বদলে যায়। মঠের অনুগামীদের একাংশের অভিযোগ, গৌড়ীয় বৈষ্ণব মঠের প্রচলিত নিয়মের বাইরে গিয়ে কয়েকজন মহিলা দীর্ঘদিন মঠে আবাসিক হিসেবে থাকতেন। এই সঙ্গে মঠের সম্পত্তি ও পরিচালনা নিয়েও অসন্তোষ বাড়তে থাকে। এর জেরে এক সময় স্নানযাত্রা কার্যত বন্ধ হয়ে যায়। যদিও রথযাত্রা প্রতি বছরই হয়েছে, কিন্তু স্নানযাত্রা না হওয়ায় শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী সেই রথযাত্রা সম্পূর্ণ হতো না বলেই দাবি অনুগামীদের একাংশের। এই পরিস্থিতির মধ্যেই গত ১৪ জুন মঠে নতুন অস্থায়ী কার্যসম্পাদন কমিটি গঠিত হয়। নতুন কমিটি দায়িত্ব নেওয়ার পরই মঠের ধর্মীয় পরিবেশ ও পুরানো রীতিনীতি ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ শুরু হয়। তারই প্রথম বড় পদক্ষেপ হিসেবে এ বার আয়োজন করা হয় জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রার। সোমবার সকাল থেকেই মঠে উপচে পড়ে অনুগামীদের ভিড়। তিথি মেনে শ্রী জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রাকে স্নানবেদীতে এনে বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ ও হরিনাম সংকীর্তনের মধ্য দিয়ে মহাস্নান করানো হয়। গৌড়ীয় মঠের সন্ন্যাসী আশ্রয় মহারাজের তত্ত্বাবধানে পঞ্চামৃত, পঞ্চগব্য, কাঁচা দুধ, দই, মধু, ঘৃত, মাখন, বিভিন্ন ফলের রস, ডাবের জল, গঙ্গাজল, চন্দন, কেশর ও কর্পূর

মিশ্রিত সুগন্ধি জলে সম্পন্ন হয় অভিষেক। বহু প্রবীণ অনুগামীর কথায়, বহু বছর পরে আবার সেই পুরানো আবহ ফিরে এসেছে। মঠ সূত্রে জানানো হয়েছে, শাস্ত্রমতে স্নানযাত্রার পর জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রা ১৫ দিনের জন্য অনবসর বা অসুস্থলীলায় প্রবেশ করেছেন। এই সময় দর্শন বন্ধ থাকবে। নবযৌবন দর্শনের পর রথযাত্রার দিন তিন দেবদেবী রথে চড়ে শহরের সাতভাই বহুতল আবাসন এলাকা লাগোয়া 'দেবলীনা মাসির বাড়ি'-তে যাবেন। সেখানেই ন'দিন অবস্থান করবেন তাঁরা। বহু বছরের এই ঐতিহ্যে এ বারও কোনও পরিবর্তন করা হচ্ছে না। নতুন কার্যসম্পাদন কমিটির প্রধান আহ্বায়ক সর্বানন্দ মাধব দাস বলেন, প্রায় দু'দশক স্নানযাত্রা বন্ধ ছিল। নতুন কমিটি গঠনের পর প্রথম লক্ষ্যই ছিল মঠের ধর্মীয় ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনা। আগামী দিনে গৌড়ীয় মঠের সমস্ত অনুষ্ঠান শাস্ত্রবিধি ও প্রাচীন রীতি মেনেই হবে।

**NIQ, Govt. of West Bengal.**

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works.

1. Name of Work: "ORIENTATION PROGRAMME FOR NEWLY ELECTED MEMBERS OF THE WEST BENGAL LEGISLATIVE ASSEMBLY IN COLLABORATION WITH THE WEST BENGAL LEGISLATIVE ASSEMBLY ON 3rd and 4th July, 2026 (Temporary Audio-Video Infrastructure with Live Telecast/ webcast facility)" **[Job No. KIT/RW/066 of 26-27] SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-038/KIT/Q of 26-27)** Bid Submission Closing : 02.07.2026 up to 03.00 PM

2. Name of Work: "ORIENTATION PROGRAMME FOR NEWLY ELECTED MEMBERS OF THE WEST BENGAL LEGISLATIVE ASSEMBLY IN COLLABORATION WITH THE WEST BENGAL LEGISLATIVE ASSEMBLY ON 3rd and 4th July, 2026 (Temporary High Speed Internet connectivity at multiple locations- Main Feed)" **[Job No. KIT/RW/067 of 26-27] SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-039/KIT/Q of 26-27)** Bid Submission Closing : 02.07.2026 up to 03.00 PM

3. Name of Work: "ORIENTATION PROGRAMME FOR NEWLY ELECTED MEMBERS OF THE WEST BENGAL LEGISLATIVE ASSEMBLY IN COLLABORATION WITH THE WEST BENGAL LEGISLATIVE ASSEMBLY ON 3rd and 4th July, 2026 (Temporary High Speed Internet connectivity at multiple locations- Backup Feed)" **[Job No. KIT/RW/068 of 26-27] SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-040/KIT/Q of 26-27)** Bid Submission Closing : 02.07.2026 up to 03.00 PM

4. Name of Work: "ORIENTATION PROGRAMME FOR NEWLY ELECTED MEMBERS OF THE WEST BENGAL LEGISLATIVE ASSEMBLY IN COLLABORATION WITH THE WEST BENGAL LEGISLATIVE ASSEMBLY ON 3rd and 4th July, 2026 (Hiring of Computers with Peripherals, Photocopiers, Printers, Consumables)" **[Job No. KIT/RW/069 of 26-27] SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-041/KIT/Q of 26-27)** Bid Submission Closing : 02.07.2026 up to 03.00 PM

5. Name of Work: "ORIENTATION PROGRAMME FOR NEWLY ELECTED MEMBERS OF THE WEST BENGAL LEGISLATIVE ASSEMBLY IN COLLABORATION WITH THE WEST BENGAL LEGISLATIVE ASSEMBLY ON 3rd and 4th July, 2026 (Logistic support at multiple locations)" **[Job No. KIT/RW/070 of 26-27] SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-042/KIT/Q of 26-27)** Bid Submission Closing : 02.07.2026 up to 03.00 PM

6. Name of Work: "Provision for temporary additional IT infrastructural arrangements in connection with Review Meeting to be attended by VVIP at Nabanna Sabhaghar, on 02.07.2026" **[Job No. KIT/RW/071 of 26-27] SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-043/KIT/Q of 26-27)** Bid Submission Closing : 01.07.2026 up to 03.00 PM Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.

**Sd/-**
**Executive Engineer, PWD**
**Kolkata IT Division**

**e-Tender Notice**

e-tender are invited by Prodhan, Eral Gram Panchayat under Aus-II PANCHAYAT SAMITY, Dist. Purba Bardhaman, from resourceful/bonafide contractors with experience and requisite credential vide **NIeT No- EGP/ 305 Dt-29/06/2026.** Last Dt. of application **06/07/2026 up to 18:00 IST.** For details visit the website **https://www.wbtenders.gov.in**

**Sd/- Prodhan**
**Eral Gram Panchayat**

**বিজ্ঞপ্তি**

আমার মক্কেল ১) বীনা দেবী, স্বামী - সুরেন্দার গিরি, সাং - বিহার, ২) বীনা দেবী স্বামী - সন্তোষ গিরি, সাং - মহারাষ্ট্র, ১) নীলমাধব হাজরা, পিতা - কৃষ্ণকান্ত হাজরা, ইহার পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার শ্রী সনোজ কুমার সাউ, পিতা- মায়ালাল সাউ, ADSR ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ০৫০৪০৭৩৪১ / ২০২২ আমমোক্তার নামা দলিল দ্বারা থানা- ডোমজুড়, মৌজা- মোনাকুন্ড, জে.এল নং- ০৫, হাল খতিয়ান ২০৭৭ নং, হাল ১৬৭ নং দাগে ১৪.০৪ শতক সম্পত্তি DSR -I হাওড়া অফিসে ১৮০ / ১৪ ও ৮৭১/ ১৪ নং দলিল মূলে ক্রয় করে নাম পত্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে কারো কোন আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১(এক) মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B.L.&.L.R.O ডোমজুড় অফিসের নিকট আপীল করতে পারেন। অন্যথায় আইনানুগ ব্যবস্থা কার্য্য গ্রহণ হবে।

**PASCHIM BANGA GO-SAMPAD BIKASH SANSTHA**
**(A Government of West Bengal Organisation)**

**NOTICE INVITING TENDER**

Chief Executive Officer, Paschim Banga Go-Sampad Bikash Sanstha, LB-2, Sector-III, Salt Lake City, Kolkata-700 106 invites the following online bids in two bid system from the Intending Bona fide Bidder/Agency etc. :

| Tender Title | Tender ID |
|---|---|
| Lifting of Iron and MS scrap materials kept at Bull Mother Farm & IVF, Haringhata Nadia and Office of the District Executive Officer, Raiganj, Uttar Dinajpur under Paschim Banga Go-Sampad Bikash Sanstha | 2026_ARD_1029880_1 |
| Development, Implementation and Support of Goat Artificial Insemination (AI) Management System under Paschim Banga Go-Sampad Bikash Sanstha | 2026_ARD_1029881_1 |
| Supply of Customized Dress (Uniform) at decentralized units across the State of West Bengal under Paschim Banga Go-Sampad Bikash Sanstha | 2026_ARD_1029882_1 |

Interested bidders may submit their bids at e-Tender portal of Govt. of West Bengal at **https://wbtenders.gov.in** from **30.06.2026; 11:00 AM.** In case of any ambiguity arises regarding tender submission process, the concerned bidder may contact at the Office of the undersigned.

Sd/-
**Chief Executive Officer**
**P.B.G.S.B.S.**

# বন্ধ হয়নি বালি পাচার, বুদবুদে ১১ ওভারলোড লরি আটক প্রতিবাদে বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ২৯ জুনঃ সরকার পরিবর্তনের পরও পশ্চিম বর্ধমানের বুদবুদে অবৈধ বালি পাচার বন্ধ হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে। চালান ছাড়া, জাল বা মেয়াদোত্তীর্ণ চালান এবং ওভারলোডিং করে বালি পরিবহনের অভিযোগে সোমবার বুদবুদের সাধুনগর গেট এলাকায় ১১টি বালি বোঝাই লরি ও ডাম্পার আটক করে গলসি-১ ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার (বিএলআরও) দফতর। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। অবৈধ বালি পাচারের প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি কর্মীরা। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রাজ্য পুলিশের তরফে জাতীয় সড়কে থানা-ভিত্তিক নাকা চেকপোস্ট ও সিসিটিভি নজরদারির ব্যবস্থা থাকলেও প্রশাসনের নাকের ডগা দিয়েই রাতভর ওভারলোড বালি বোঝাই লরি চলাচল করছে। অভিযোগ, গলসীর দামোদর নদীর শিকারপুর, শিল্ল্যাঘাট ও সোদপুরের বৈধ বালিঘাট থেকে রাত নামলেই অতিরিক্ত বালি বোঝাই করে লরি ও ডাম্পার বেরিয়ে পড়ে। সেই বালি মূলত পানাগড় ও বুদবুদের বিভিন্ন নির্মাণ প্রকল্প, এমনকি পানাগড় সেনাছাউনির নির্মাণকাজেও সরবরাহ করা হয়। পরিবহণ দফতর সূত্রে জানা গেছে, ছয় চাকার লরিতে সর্বাধিক ১২ টন, ১০ চাকার লরিতে ২০ টন এবং ১২ চাকার লরিতে ২৫ টন পর্যন্ত পণ্য বহনের অনুমতি রয়েছে। কিন্তু অভিযোগ, মুনাফার লোভে অনেক ক্ষেত্রে ৬০ থেকে ৭০ টন পর্যন্ত বালি বোঝাই করে লরি চলাচল করছে। এসব লরির উপরিভাগ ত্রিপল দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়, যাতে বাইরে থেকে বোঝা না যায়। বিজেপির অভিযোগ, ভোর থেকে সকাল ৮টা পর্যন্ত ৩০-৪০ টি বালি বোঝাই লরি ও ডাম্পার ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের সাধুনগর সার্ভিস লেন এবং বুদবুদ বাইপাসের আন্ডারপাস এলাকায় দাঁড়িয়ে থাকে। অধিকাংশ গাড়িতেই বৈধ চালান নেই। কোথাও চালানের মেয়াদ শেষ, কোথাও অন্য রুটের চালান ব্যবহার করা হয়েছে, আবার অনেক চালানের বৈধতা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। বিজেপির দুর্গাপুর-বর্ধমান সাংগঠনিক জেলার সহ-সভাপতি রমন শর্মা অভিযোগ করেন, কোনও বৈধ নথি ছাড়াই প্রতিদিন বালি পাচার হচ্ছে। এতে সরকারের বিপুল রাজস্ব ক্ষতি হচ্ছে। পাশাপাশি সাধারণ মানুষ আবাস নির্মাণের জন্য পর্যাপ্ত বালি পাচ্ছেন না। তাঁর দাবি, সরকার বদলালেও বালি সিন্ডিকেট সক্রিয় রয়েছে এবং তারা গোপনে আগের মতোই ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। অবিলম্বে এই চক্রের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান তিনি। অন্যদিকে, গলসি-১ ব্লকের বিএলআরও প্রণব কুমার কর্মকার জানান, মোট ১১টি বালি বোঝাই গাড়ি আটক করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে দেখা গেছে, কয়েকটি গাড়ির চালানের মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছিল, কয়েকটি গাড়ি ওভারলোড ছিল, কিছু গাড়িতে কোনও চালানই ছিল না এবং কয়েকটিতে অন্য রুটের চালান ব্যবহার করা হয়েছে। পুরো ঘটনার রিপোর্ট জেলা প্রশাসনের কাছে পাঠানো হয়েছে। গাড়ির মালিকদের নোটিশ পাঠানো হবে এবং নিয়ম অনুযায়ী জরিমানা ধার্য করা হবে। স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে ওভারলোড বালি বোঝাই লরি চলাচলের ফলে জাতীয় সড়কের বিভিন্ন অংশ বসে যাচ্ছে এবং কোথাও কোথাও উঁচু- নিচু হয়ে বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ভারবহন ক্ষমতার বহু গুণ বেশি ওজন নিয়ে লরি চলাচল করায় দুর্ঘটনার আশঙ্কাও বাড়ছে বলে তাঁদের দাবি।

# অবৈধ দোকান, গুমটিতে চললো বুলডোজার

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ২৯ জুনঃ ৩ দিনের দেওয়া সময়সীমা পেরতেই লিলুয়ায় নালার উপর বসা অবৈধ দোকান, গুমটিতে চললো বুলডোজার। ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী। হাওড়ার লিলুয়া থানা এলাকার ঝিল রোড সংলগ্ন অবৈধ দখলদারি হটাতে সোমবার নামানো হয় বুলডোজার। হাওড়া পুরসভার তরফ থেকে ৩ দিন আগেই এদের দোকান খালি করার জন্য নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই নোটিশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে তারা জায়গা ছাড়েনি। অবশেষে এদিন সময়সীমা পার হতেই অ্যাকশন মুডে নামে হাওড়া পৌরসভা ও লিলুয়া থানার পুলিশ। অভিযোগ, বড় নালার উপরেই বেআইনিভাবে দোকানপাট তৈরি করে নেওয়ায় এলাকার নিকাশি ব্যবস্থা গত ১৫ বছর ধরে একপ্রকার পুরোপুরি ভেঙে পড়েছিল। ড্রেন পরিস্কার করার জায়গা ছিলনা, সামান্য বৃষ্টিতেই নাভিশ্বাস উঠতো এলাকায়। রাজ্যে পালাবদলের পরই বেআইনি দখলদারির বিরুদ্ধে নেওয়া হয় জিরো টলারেন্স নীতি। এদিন সেই 'বুলডোজার অ্যাকশন' দেখলেন লিলুয়ার মানুষ।

# সুন্দরবনের পরিযায়ীদের জন্য চালু নয়া বাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর ২৪ পরগণা, ২৯ জুনঃ ধামাখালি থেকে তামিলনাড়ু বাস পরিষেবা, উপকৃত হবেন সুন্দরবনের পরিযায়ী শ্রমিকরা। উত্তর ২৪ পরগনার ধামাখালি থেকে তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটুর পর্যন্ত নতুন বাস পরিষেবা চালু হওয়ায় খুশি সুন্দরবন এলাকার বহু বাসিন্দা। বিশেষ করে সন্দেশখালি, হিঙ্গলগঞ্জ-সহ সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ এলাকার পরিযায়ী শ্রমিকদের কাছে এই পরিষেবা বড় সুবিধা এনে দেবে বলে মনে করছেন অনেকে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রতি বৃহস্পতিবার ধামাখালি থেকে তামিলনাড়ুর উদ্দেশ্যে বাস ছাড়বে এবং প্রতি সোমবার কোয়েম্বাটুর থেকে ধামাখালির উদ্দেশ্যে ফিরবে। দীর্ঘদিন ধরেই এই অঞ্চলের বহু মানুষ জীবিকার সন্ধানে তামিলনাড়ু-সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে পাড়ি দেন। নির্মাণ শিল্প, বস্ত্রশিল্প-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজের সূত্রে হাজার হাজার শ্রমিককে নিয়মিত যাতায়াত করতে হয়। কিন্তু ট্রেনের টিকিট না পাওয়া, একাধিকবার যানবাহন বদল করা কিংবা দীর্ঘ সময়ের অপেক্ষার কারণে শ্রমিকদের নানাবিধ সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। নতুন এই বাস পরিষেবা চালু হওয়ায় সেই ভোগান্তি অনেকটাই কমবে বলে আশা করছেন যাত্রীরা। বিশেষ করে সুন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে সরাসরি যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে ওঠায় স্বস্তির পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

**Balpai Daulatchak SKUS LTD**
**Regn No-4 HG Date-05/01/1976**
**Vill +P.O- Balpai, P.S-Khanakul, Dist.- Hooghly**

Memo No: 2 **NOTICE** Date: 25.06.26

In pursuance of W.B. CEC Regulation-2012 & Order no. 435 Dated: 13.05.26 of the Returning Officer, & D.R.C.S., Cooperation Directorate, Hooghly Range, all concerned are hereby informed that the Election to BOD of the Society will be held on 19.07.26 Number of BOD to be Elected: 9 (Nine) of which 2(two) are reserved for women & 1(one) for SC/ST member. The election will be held on the basis of the final voter list published on 18.06.2026.

**SCHEDULE FOR BOD ELECTION**

| Sl. No. | Programme | Date | Time | Place | Authorised person |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Issue & receive of Nomination Papers | 01.07.26 & 02.07.26 | 11a.m. to 3 p.m. | Balpai Daulatchak SKUS Ltd. | Bikash Jamra, Manager |
| 2. | Scrutiny of Nomination Papers | 03.07.26 | From 12 (Noon) | Do | ARO |
| 3. | Publication of Valid Nomination Papers | 03.07.26 | After completion of scrutiny | Do | Bikash Jamra, Manager |
| 4. | Last Date of Withdrawal of Nomination Papers | 04.07.26 | Within 3 p.m. | Do | Do |
| 5. | Publication of Final List of Contesting Candidates | 04.07.26 | After 3 p.m. | Do | Do |
| 6. | Date of Election ( if any) | 19.07.26 | 11a.m. to 3 p.m. | Do | Polling Personnel |
| 7. | Counting of Votes ( if any) | 19.07.26 | After completion of Polls | Do | Do |
| 8. | Publication of Results | 19.07.26 | After completion of counting | Do | ARO |

**For more details please contact at Society Office.
**Date:25.06.26**
**Sd/- Assistant Returning Officer**
**Balpai Daulatchak SKUS Ltd**

**KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER**

**ABRIDGED NIT**

**The Executive Engineer, Water Supply, BR-XI (JU), KMC** invites e-tender for the following works (Submission of bid through online):

**(1) NIT No. : EE(WS)/BR-XI/NIeT/22/2026-27 1st Call**
Name of the work: **Repair and maintenance of W/S pipe line by leak repair, cutting and flushing disinfection, valve repair etc. at Ananda Pally "A" & different Bye Lanes in Ward No.-114, BR-XI.** Estimated amount (including GST and CESS): **₹ 2,98,205.93.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Time of completion: **45 days.**

**(2) NIT No. : EE(WS)/BR-XI/NIeT/21/2026-27 1st Call**
Name of the work: **Restoration of W/S service pipe by cutting & flushing, leaks repair, installation of SV, stand post repair etc. at 195 Bandipur Road, 17 Ambagan, 67/1 Bansdroni Place in Ward No.-113.** Estimate amount (including GST and CESS): **₹ 4,32,931.08.** Earnest money: **₹ 8,700.00.** Time of completion: **28 days.**

**(3) NIT No. : EE(WS)/BR-XI/NIeT/20/2026-27 1st Call**
Name of the work: **Restoration of W/S networks by leak repair, valve repair, cutting & flushing and construction of SV chamber etc. at different Bye Lane of Baghajatin Station Road, Block C, D, and surrounding area in Ward No.-102, BR-XII.** Estimate amount (including GST and CESS): **₹ 2,96,843.08.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Time of completion: **45 days.**

**(4) NIT No. : EE(WS)/BR-XI/NIeT/19/2026-27 1st Call**
Name of the work: **Maintenance of W/S pipe line by leak repairing, valve repairing, shifting with allied works at Dinesh Pally, Tetul Tala and surrounding areas in Ward No.-114, BR-XI.** Estimate amount (including GST and CESS): **₹ 2,98,092.01.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Time of completion: **45 days.**

**(5) NIT No. : EE(WS)/BR-XI/NIeT/17/2026-27 1st Call**
Name of the work: **Oration of W/S service pipe with leaks repair, cutting & flushing, stand post repair, disinfection etc. at 1 & 2 No. Congress Pally, Naba Pally and Janata Colony etc. surroundings area under Ward No.-112.** Estimate amount (including GST and CESS): **₹ 4,69,994.68.** Earnest money: **₹ 9,400.00.** Time of completion: **25 days.**

**(6) NIT No. : EE(WS)/BR-XI/NIeT/16/2026-27 1st Call**
Name of the work: **Link connection of newly installed big dia T/Well at Sheikh Para in Ward No.-111, BR-XI.** Estimate amount (including GST and CESS): **₹ 1,08,769.17.** Earnest money: **₹ 2,200.00.** Time of completion: **7 days.**

**(7) NIT No. : EE(WS)/BR-XI/NIeT/14/2026-27 1st Call**
Name of the work: **Maintenance of W.S. service main by cutting, flushing, leak repair, disinfection and other ancillary works at Bose Para, Sardar Para and Stream Laundry area in Ward No.-111, BR-XI.** Estimate amount (including GST and CESS): **₹ 2,97,284.12.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Time of completion: **30 days.** Last date and time of online submission of tender: **06.07.2026 at 5 P.M. (For Sl. No. 1 to 7).** Date and time of online open of tender: **09.07.2026 at 11 A.M. (For Sl. No. 1 to 7).** For full and further details, please visit the website **https://www.wbtenders.gov.in**. Please keep watching on the above website for all further Addendum/ Corrigendum, Pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only. KMC reserves the right to accept/reject any/all tenders without showing any reason **(For Sl. No. 1 to 7).**

**The Executive Engineer, Water Supply, BR-XII (Jadavpur Unit), KMC** invites e-tender for the following works (Submission of bid through online):

**(1) NIT No. : KMC/WS/BR-XII/BDT/LINK/109/26-27/03/1ST CALL**
Name of the work: **Link connection for the Tube Well at Rangpara in Ward No.-109, BR-XII.** Estimated cost: **₹ 1,29,781.71.** Earnest money: **₹ 3,000.00.** Period of completion: **07 days.**

**(2) NIT No. : KMC/WS/BR-XII/BDT/LINK/25-26/31/1ST CALL**
Name of the work: **Link connection for the Tube Well at Bikesh Guha Khatal in Ward No.-109, BR-XII.** Estimated cost: **₹ 1,14,874.95.** Earnest money: **₹ 3,000.00.** Period of completion: **10 days.**

**(3) NIT No. : KMC/WS/BR-XII/BDT/LINK/109/25-26/32/1ST CALL**
Name of the work: **Link connection for the Tube Well at Satabdi Park 'E' Block in Ward No.-109, BR-XII.** Estimated cost: **₹ 1,24,269.32.** Earnest money: **₹ 3,000.00.** Period of completion: **10 days.**

**(4) NIT No. : KMC/WS/BR-XII/BDT/LINK/109/25-26/33/1ST CALL**
Name of the work: **Link connection for the Tube Well at Sahid Smriti Colony T Block in Ward No.-109, BR-XII.** Estimated cost: **₹ 1,48,164.77.** Earnest money: **₹ 3,000.00.** Period of completion: **10 days.** Last date and time of online submission of bid: **13.07.2026 at 2:30 P.M. (For Sl. No. 1 to 4).** Tender will be opened on: **15.07.2026 at 2:30 P.M. (For Sl. No. 1 to 4).** The bid forms and other details will be available on the website: **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 to 4).**

**The Dy. Chief Engineer, Water Supply-II & Executive Engineer (E)/(ARSM Sq. BPS), Water Supply, KMC** invites e-tender for the following work:

**NIT No. : KMC/WS/ARSM/05/2026-27**
Name of the work: **Arrangement for outdoor illumination surrounding pump house area at Park Circus BPS.** Estimated cost of the work: **₹ 2,28,822.00.** Earnest money: **₹ 5,000.00.** Period of completion: **10 days.** Time and last date of receipt of tender (online): **09.07.2026 at 2 P.M.** Time and date of opening of tender (online): **11.07.2026 at 2 P.M.** The bid forms and other details are available on and from **01.07.2026-10 A.M.** The bid forms and other details are available in the website: **https://wbtenders.gov.in**

**The Director General (Water Supply), KMC** invites e-tender for the following work:

**NIT No. : KMC/WS/ARSM/06/2026-27**
Name of the work: **Supply with fitting, fixing of at-150 type gearbox for 750 mm dia main inlet valve along with repairing and servicing of 3 nos. defunct gear boxes of 750 mm dia B/F valves including renewing of M.S. valve operating platforms at Park Circus BPS.** Estimated cost of the work: **₹ 4,45,612.00.** Earnest money: **₹ 9,000.00.** Period of completion: **10 days.** Time and last date of receipt of tender (online): **11.07.2026 at 2 P.M.** Time and date of opening of tender (online): **13.07.2026 at 2 P.M.** The bid forms and other details are available on and from **01.07.2026 - 10 A.M.** The bid forms and other details are available in the website: **https://wbtenders.gov.in**

**The Executive Engineer, Water Supply (RWPS/ GRWW), KMC** invites e-tender for the following works:

**(1) NIT No. : EE/WS/GRWW/RWPS/26-27/eT-03**
Name of the work: **Repairing with replacement of worn out components, burn out windings of 2 nos., 10HP capacity submersible pump-motor sets at Raw Water Pumping Station under GRWW.** Estimated amount: **₹ 1,21,396.00.** Earnest money: **₹ 2,500.00.** Period of completion: **10 days.**

**(2) NIT No. : EE/WS/GRWW/RWPS/26-27/eT-02**
Name of the work: **Restoration and strengthening of Capacitor Bank System for 6 nos. Motor Feeder at Raw Water PH-III of GRWW.** Estimated amount: **₹ 2,97,910.00.** Earnest money: **₹ 5,960.00.** Period of completion: **20 days.** Last date and time of receipt: **10.07.2026 at 2 P.M. (For Sl. No. 1 & 2).** Date of opening tender: **13.07.2026 at 2 P.M. (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details will be available from **30.06.2026 at 2 P.M.** onward the website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**

**CORRIGENDUM**

**NIT No. - KMC/EE_PS/X/99/DM1/26-27** published in this Newspaper on **17.06.2026** (Key No. 123/26-27) of **Parks and Squares Department** (Sl. No. 2). Last date of submission of bid will be read as **03.07.2026 - 1 P.M.** instead of 24.06.2026 - 1 P.M. and Tender open date will be read as **06.07.2026 - 2 P.M.** instead of 27.06.2026.

**CORRIGENDUM-2**

**Corrigendum NIT No. - KMC/EE_PS/X/95/DM1/ 26-27** published in this Newspaper on **24.06.2026** (Key No. 147/26-27) of **Parks and Squares Department** (Sl. No. 1). Last date of submission of bid will be read as **01.07.2026 - 1 P.M.** instead of 24.06.2026 - 1 P.M. and Tender open date will be read as **03.07.2026 - 2 P.M.** instead of 27.06.2026. (171/26-27)

# আয়ারল্যান্ড সিরিজে বৈভবকে সুযোগ না দেওয়ার কারন জানালেন কোচ

**সংবাদ সংস্থা, বেলফাস্ট, ২৯ জুনঃ** আইপিএল থেকে ভারতের বয়সভিত্তিক দল, মাত্র ১৫ বছর বয়সেই নজর কেড়েছে বৈভব সূর্যবংশী। স্বপ্ন সত্যি হওয়ার মতোই ভারতের সিনিয়র দলে ডাকও পেয়েছে বৈভব। জোর চর্চা চলছিল আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজেই টিম ইন্ডিয়ার হয়ে অভিষেক হবে তার। কিন্তু অপেক্ষা বেড়েছে আরও। লজ্জাজনক ভাবে দুই ম্যাচে হেরে আয়ারল্যান্ডের কাছে হোয়াইটওয়াশ হতে হয়েছে ভারতকে। কিন্তু তারকা ব্যাটারদের ব্যর্থতার পরেও সুযোগ পায়নি বৈভব। কেন এই সিদ্ধান্ত? এই নিয়ে মুখ খুললেন ভারতের সহকারী কোচ রায়ান টেন দুশখাতে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার জন্য বৈভব সূর্যবংশী পুরোপুরি তৈরি, তবে প্রতিভাবান এই ক্রিকেটারকে আরও অপেক্ষা করতে হবে বলে জানালেন ভারতের সহকারী কোচ। অভিষেকের আগে দলের অন্য ক্রিকেটারদের মতো একই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে বৈভবকে, তা স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন রায়ান টেন দুশখাতে। ম্যাচ শেষে সাংবাদিক

বৈঠকে তিনি বলেন, ''বৈভব আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত, এ নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু সঞ্জু স্যামসনও এমন একজন ক্রিকেটার, যিনি মাত্র তিন মাস আগে আমাদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জেতার নেপথ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন।'' দুশখাতে আরও বলেন, ''আইপিএল-এও ভালো ছন্দে ছিলেন সঞ্জু। আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ক্রিকেটারদের আত্মবিশ্বাস বাড়ানো এবং এটা বোঝানো যে ওরা দীর্ঘ সময় ধরে দলে সুযোগ পাক।'' তবে বৈভবের প্রশংসা করে ভারতের সহকারী কোচ বলেন, ''আমরা সবাই বৈভবকে খেলতে দেখার জন্য মুখিয়ে আছি। কিন্তু দলের অন্যদের মতো ওকেও একই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। তবে ওর প্রতিভা নিয়ে কোনও প্রশ্ন নেই।'' তবে তিনি যে যুক্তি দিন না কেন, বৈভবের অভিষেক না হওয়ায় অখুশি কিংবদন্তি সুনীল গাভাসকর। ভারতের টিম ম্যানেজমেন্টের কড়া সমালোচনা করেছেন সানি। বৈভবের অভিষেক না হওয়ায় অবাক গাভাসকর। তিনি বলেন, ''আমি আশা করেছিলাম, আয়ারল্যান্ড সিরিজে বৈভবের অভিষেক হবে। এটাও ভেবেছিলাম যে, ও দু'টো ম্যাচেই খেলবে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সবসময় কঠিন পরীক্ষা নেয়। ভেবেছিলাম, এই সিরিজে খেলিয়ে তার সঙ্গে ওকে মানিয়ে নেওয়া হবে। তবে নিশ্চয়ই ও ভবিষ্যতে সুযোগ পাবে। ওর মতো প্লেয়ারকে দলের বাইরে রাখা ঠিক হবে না। যদি আয়ারল্যান্ড সিরিজে না হয়, তাহলে ইংল্যান্ড সিরিজে ওকে অবশ্যই দেখা যাবে।'' এই মরশুমে আইপিএল-এ দুর্দান্ত ফর্মে ছিল সূর্যবংশী। ২৩০-এর বেশি স্ট্রাইক রেটে ৭৭৬ রান করে আইপিএল-এর সর্বোচ্চ রানস্কোরার হয় সে। এ বার ভারতের সামনে ইংল্যান্ড সফর ১ জুলাই থেকে শুরু হবে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। বিদেশের মাটিতে এই সিরিজে বৈভবের অভিষেক হবে কি না, তা নিয়ে বাড়ছে চর্চা।

# মুখে, জলবায়ু বাঁচানোর শপথ, জেট উড়িয়ে ভাঙলেন নিজেই!

## ইনফান্তিনোর সফরে জমছে কার্বনের পাহাড়

**নিজস্ব প্রতিবেদন**

একদিকে জলবায়ু রক্ষার প্রতিশ্রুতি। অন্যদিকে বিশ্বকাপ দেখতে ব্যক্তিগত জেটে উত্তর আমেরিকা চষে বেড়ানো। ফুটবলের সর্বোচ্চ সংস্থা ফিফার পরিবেশবান্ধব বার্তার সঙ্গে বাস্তবের ব্যবধানটা যেন আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল জিয়ানি ইনফান্তিনোর বিশ্বকাপ সফরে। মাত্র আড়াই সপ্তাহে ২৪টি ম্যাচ। তার জন্য ২৭ বার উড়েছে তাঁর জন্য বরাদ্দ ব্যক্তিগত জেট। তিন দেশ, ১৬টি শহর আর হাজার হাজার কিলোমিটার আকাশপথ। প্রশ্ন উঠছে, পরিবেশ বাঁচানোর অঙ্গীকার কি শুধু কাগজেই আটকে রইল? ২০২৬ বিশ্বকাপ প্রথমবার ৪৮ দলের। ফলে ম্যাচও বেড়েছে। প্রতিযোগিতা আমেরিকা, কানাডা ও মেক্সিকোয় ছড়ানো। আপাতত ইনফান্তিনো একাধিক দিন দু'টি করে ম্যাচ দেখেছেন। কখনও কখনও নিয়েছেন একই দিনে তিনটি পৃথক উড়ান! বিবিসির রিপোর্ট মতে, ফিফার সঙ্গে যুক্ত একটি গালফস্ট্রিম জি৬৫০ইআর বিমানের গতিপথ মিলিয়ে দেখা গিয়েছে, সেই উড়ানগুলির গন্তব্য এবং ইনফান্তিনোর ম্যাচে উপস্থিতির সময় ও স্থান প্রায় হুবহু মিলে যাচ্ছে।

সবচেয়ে দীর্ঘ সফর ছিল ১৩ জুন। ভ্যাঙ্কুভার থেকে প্রায় ৪,৫০৭ কিলোমিটার উড়ে তিনি পৌঁছন মায়ামিতে। আবার ২২ জুন ফিলাডেলফিয়া থেকে নিউ জার্সির টিটারবোরো- মাত্র ১৪৮ কিলোমিটারের পথও ব্যক্তিগত জেটেই উড়ে গিয়েছেন। সেখান থেকে নিউ ইয়র্কে সাক্ষাৎকার দিয়ে আবার বোস্টন এবং টরন্টোয় ম্যাচ দেখতে রওনা হন। ব্যস্ততম দিন ছিল ১৫ জুন। সকালে মায়ামি থেকে প্রায় ৪ হাজার কিলোমিটার উড়ে সিয়াটলে গিয়ে বেলজিয়াম-মিশর ম্যাচ দেখেন। তারপর আবার প্রায় ১,৫৪৫ কিলোমিটার উড়ে লস অ্যাঞ্জেলেসে পৌঁছে ইরান-নিউজিল্যান্ড লড়াই উপভোগ করতে গ্যালারিতে হাজির হন। ২৬ জুনও একই ছবি। মায়ামি থেকে ডালাস হয়ে সিয়াটল। সেখানে মিশর-ইরান ম্যাচ। পাঁচ ঘণ্টা পর আবার সেই বিমানই প্রায় ৪,৩৪৫ কিলোমিটার উড়ে ফিরে আসে মায়ামিতে। পরদিন পর্তুগাল-কলম্বিয়া ম্যাচের অন্যতম দর্শক ফিফা সভাপতি। পুরো গ্রুপ পর্বে বিমানটি অন্তত ৫০,১২২ কিলোমিটার পথ উড়েছে। আকাশে কাটিয়েছে ৬৬ ঘণ্টারও বেশি সময়। এখানেই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। গালফস্ট্রিম জি৬৫০ইআর প্রতি ঘণ্টায় গড়ে প্রায় ১,৮১৭ লিটার জ্বালানি পোড়ায়। হিসাব বলছে, গ্রুপ পর্বে এই সফর থেকে প্রায় ৫১৬ টন কার্বন ডাই-অক্সাইড সমতুল্য গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গত হয়েছে। এই পরিমাণ নির্গমন গড় হিসাবে ৭৮ জন মানুষের এক বছরের মোট কার্বন নিঃসরণের সমান। বিমানটিতে সর্বোচ্চ ১৯ জন যাত্রী উঠতে পারেন। তবে প্রতিটি সফরে কতজন ছিলেন, তা ফিফা জানায়নি। ফলে মাথাপিছু নির্গমনের হিসেব স্পষ্ট নয়। বিবিসিকে ফিফার এক প্রতিনিধি বলেছেন, ''ফিফা সভাপতি নিয়মিত সদস্য সংস্থা এবং টুর্নামেন্ট-সংক্রান্ত কাজে সফর করেন। পরিস্থিতি অনুযায়ী কখনও বাণিজ্যিক বিমান, কখনও ব্যক্তিগত চার্টার কাজে লাগে। যেটি বেশি কার্যকর এবং সাশ্রয়ী, সেটিই বেছে নেওয়া হয়।'' তবে কোন সফরে বাণিজ্যিক বিমান ব্যবহার হয়েছে, ব্যক্তিগত জেটে কতজন ছিলেন বা এই নির্গমন পুষিয়ে দিতে কোনও কার্বন অফসেট কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে কি না-এই প্রশ্নগুলির উত্তর দেয়নি ফিফা। সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ও 'কুল ডাউন' সংস্থার সদস্য ফ্রেডি ডেলির মন্তব্য, ''বিশ্বকাপে ব্যক্তিগত জেট ব্যবহার ফিফার পরিবেশ নীতির সঙ্গে একেবারেই খাপ খায় না। পরিবেশ নিয়ে নেতৃত্ব দেওয়ার জায়গায় থেকে এই বার্তা মোটেই ভাল নয়!'' ইউরোপিয়ান ফেডারেশন ফর ট্রান্সপোর্ট অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট-এর বিশেষজ্ঞ ডেনিস অক্লেয়ারও বলেছেন, ''ব্যক্তিগত জেট বাণিজ্যিক বিমানের তুলনায় পাঁচ থেকে ১৪ গুণ এবং ট্রেনের তুলনায় প্রায় ৫০ গুণ বেশি দূষণ ঘটায়।'' ফিফা জানিয়েছে, ২০৩০ সালের মধ্যে তারা কার্বন নিঃসরণ ৫০ শতাংশ কমাবে এবং ২০৪০ সালের মধ্যে 'নেট জিরো' লক্ষ্যে পৌঁছবে। এ বারের বিশ্বকাপের আগে আঞ্চলিকভাবে দলগুলিকে রাখার পরিকল্পনা, বিদ্যুৎচালিত গাড়ির ব্যবহার, গণপরিবহণে জোর এবং পুরনো স্টেডিয়াম ব্যবহারের মতো একাধিক উদ্যোগের কথাও জানিয়েছিল তারা। কিন্তু বিজ্ঞানীদের একাংশ শুরু থেকেই প্রশ্ন তুলেছিলেন। 'সায়েন্টিস্টস ফর গ্লোবাল রেসপনসিবিলিটি'-র ২০২৫ সালের রিপোর্টে বলা হয়েছিল, এই বিশ্বকাপের মোট কার্বন নিঃসরণ প্রায় ৯০ লক্ষ টন কার্বন ডাই-অক্সাইড সমতুল্য হতে পারে। অর্থাৎ, আগের চারটি বিশ্বকাপের গড়ের প্রায় দ্বিগুণ। কাতার বিশ্বকাপকে 'কার্বন-নিরপেক্ষ' বলা নিয়েও আগেই বিতর্ক হয়েছিল। এবারও তাই প্রশ্নটা থেকেই যাচ্ছে। পরিবেশরক্ষার প্রতিশ্রুতি আর ব্যক্তিগত জেটের লাগাতার উড়ান-দুটো কি আদৌ একই আকাশে উড়তে পারে?

# ইস্টবেঙ্গলের হটসিটে হাবাস

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ জুনঃ** ভারতীয় ফুটবলে সাফল্যের আরেক নাম আন্তোনিও লোপেজ হাবাস। আইএসএলের ইতিহাসে অন্যতম সফল এই স্প্যানিশ কোচ এবার নতুন অধ্যায় শুরু করতে চলেছেন। সবকিছু পরিকল্পনামাফিক এগোলে ইস্টবেঙ্গলের কোচের দায়িত্ব নিতে চলেছেন তিনি। লাল-হলুদে হাবাসের আসা কেবল সময়ের অপেক্ষা। হাবাসের কোচিং কেরিয়ার ভারতীয় ফুটবলকে সমৃদ্ধ করেছে। তাঁর হাত ধরেই এটিকে আইএসএলে একাধিকবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। পরবর্তীতে মোহনবাগানেও তিনি সাফল্যের ছাপ রেখে গিয়েছেন। অভিজ্ঞতা, কৌশল এবং বড় ম্যাচে দলকে সঠিকভাবে পরিচালনা করার দক্ষতার জন্য তিনি বরাবরই ভারতীয় ফুটবলের অন্যতম নির্ভরযোগ্য কোচ হিসেবে পরিচিত। ইস্টবেঙ্গল কর্তারা অবশ্য হাবাসকে আগেও চেয়েছিলেন। তবে সেই সময়ে শেষ পর্যন্ত কার্লেস কুয়াদ্রাতের হাতেই দলের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়। হাবাস আর আসেননি ইস্টবেঙ্গলে। এবার পরিস্থিতি বদলেছে। লাল-হলুদ শিবিরের লক্ষ্য দীর্ঘমেয়াদি সাফল্য, আর সেই লক্ষ্য পূরণে হাবাসই প্রথম পছন্দ হয়ে উঠেছেন।

# অস্ট্রিয়া-আলজেরিয়া ম্যাচে 'গড়াপেটা' বিতর্ক! ক্ষোভে ফুঁসছে ছিটকে যাওয়া ইরান

**সংবাদ সংস্থা, নিউ জার্সি, ২৯ জুনঃ** ৪৪ বছর আগের স্মৃতি আবার ফিরে এল! ১৯৮২ সালের বিশ্বকাপে 'গিজনের কলঙ্ক' নামে কুখ্যাতি অর্জন করে পশ্চিম জার্মানি বনাম অস্ট্রিয়ার ম্যাচ। যার ফলাফল দুই দলকেই পরের পর্বে তোলে, বিদায় নেয় আলজেরিয়া। অভিযোগ ওঠে, দুই দলই নাকি নিজেদের সুবিধার জন্য ম্যাচের গতি কমিয়ে দিয়েছিল। চলতি বিশ্বকাপে আবার মুখোমুখি অস্ট্রিয়া ও আলজেরিয়া। সমীকরণও প্রায় এক। ড্র হলে দুই দল নকআউটে, বাদ পড়বে ইরান। শেষ পর্যন্ত খেলা ৩-৩ স্কোরলাইনে অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। অস্ট্রিয়া গ্রুপের দ্বিতীয়, সেরা তৃতীয় দল হিসেবে শেষ বত্রিশে উঠেছে আলজেরিয়া। আর তারপরই সামাজিক মাধ্যম মজেছে নতুন বিতর্ক। অনেকের প্রশ্ন, এটা কি সত্যি নাটকীয় ম্যাচ, নাকি সাজানো ফলাফল? ম্যাচের ২৮ মিনিটে মার্কো আরনাউতোভিচ অস্ট্রিয়াকে এগিয়ে দেন। প্রথমার্ধের শেষ মুহূর্তে রাফিক বেলঘালি সমতা ফেরান। ৫৫ মিনিটে মার্সেল সাবিসারের গোলে আবার লিড নেয় অস্ট্রিয়া। পাঁচ মিনিট পর রিয়াদ মাহরেজ ২-২ করেন। যোগ করা সময়ে আসে সবচেয়ে নাটকীয় মুহূর্ত। ৯৩ মিনিটে মাহরেজই ফের গোল করে আলজেরিয়াকে ৩-২ এগিয়ে দেন। সেই ফল চূড়ান্ত থাকলে অস্ট্রিয়া ছিটকে যেত, মিশরের সঙ্গে

১-১ ড্র করা নকআউটের ছাড়পত্র পেত ইরান। কিন্তু ম্যাচের একেবারে শেষ আক্রমণে, ৯৬ মিনিটে, সাশা কালাইজডজিচের হেডে ৩-৩ করে অস্ট্রিয়া। সেই গোলের সুবাদে দুই দলের শেষ বত্রিশের টিকিট নিশ্চিত হয়। ইরানের সমর্থকদের একাংশ রেজাল্টকে স্বচ্ছ বলে মেনে নিতে নারাজ। সামাজিক মাধ্যমে তারা ফিফার তদন্ত দাবি করেছে। ম্যাচের বিভিন্ন ভিডিও ছড়িয়ে দাবি করা হয়েছে, ২-২ হওয়ার পর দুই দল নাকি জেতার জন্য বিশেষ ঝুঁকি নেয়নি। আরও একটি ভিডিওতে দেখা যায়, আলজেরিয়ার আইসা মান্দি মুখ ঢেকে রিয়াদ মাহরেজের সঙ্গে কথা বলছেন। একে ঘিরেও নানা ব্যাখ্যা ছড়িয়েছে। কেউ দাবি করেছেন, মাহরেজকে নাকি জানানো হচ্ছিল, জিতলে শেষ বত্রিশে স্পেনের মুখোমুখি হতে হবে, ড্র হলে প্রতিপক্ষ হবে সুইজারল্যান্ড। যদিও এই দাবির কোনও প্রমাণ সামনে আসেনি। পাশাপাশি দুই বেঞ্চের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময়ের একটি ভিডিও-ও ভাইরাল। যাকে কেউ কেউ নিজেদের তত্ত্বের সমর্থনে ব্যবহার করছেন। অস্ট্রিয়ার কোচ রালফ রাংনিক সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, ''এই ম্যাচে ৩-৩ ফল হওয়ার পর কেউ বলতে পারে না, যে আগে থেকে কোনও সমঝোতা ছিল। বিশেষ করে শেষ ৯০ সেকেন্ডে যা হয়েছে, তার পরে তো নয়।'' যোগ করেন, ''তিন মিনিট বাকি থাকতে যদি কেউ বলত, ম্যাচে এমন হবে, তাহলে সবাই তাকে পাগল বলত। আমি প্রায় ৪০ বছর ধরে কোচিং করাচ্ছি। এমন নাটকীয় ম্যাচ মনে করতে পারছি না। বেশির ভাগ মানুষ ০-০ বা ১-১ ভেবেছিল। সেখানে ৩-৩ হয়েছে। এটা অবিশ্বাস্য। ড্রেসিংরুমে এখন উন্মাদনা। আলফ্রেড হিচকক যদি এমন চিত্রনাট্য লিখতেন, আমি বলতাম উনিও পাগল হয়ে গিয়েছেন।'' আলজেরিয়ার কোচ ভ্লাদিমির পেতকোভিচও একই সুরে বলেন, ''আমি ভীষণ খুশি। শেষ পর্যন্ত ফুটবলই জিতেছে। ৩-৩ স্কোরলাইনই সব বলে দিচ্ছে।'' এখন শেষ বত্রিশে অস্ট্রিয়ার প্রতিপক্ষ স্পেন। অন্যদিকে আলজেরিয়া খেলবে সুইজারল্যান্ডের বিরুদ্ধে। কিন্তু মাঠের ফলের পাশাপাশি এই ম্যাচকে ঘিরে বিতর্কও যে আরও কিছুদিন চলবে, তা স্পষ্ট।

# শেষ মুহূর্তের গোলে বাজিমাত! দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে শেষ ষোলোয় কানাডা

আক্রমণে চাপ বাড়িয়েও প্রতিপক্ষের জমাট রক্ষণ ভাঙতে পারছিল না কানাডা। ম্যাচ গড়াচ্ছিল অতিরিক্ত সময়ের দিকে, সেই মুহূর্তে দারুণ এক গোলে ব্যবধান গড়ে দিলেন স্টেফেন অন্তুনজুস্তাক। দক্ষিণ আফ্রিকার স্বপ্ন ভেঙে শেষ ষোলোয় উঠল বিশ্বকাপের সহ-আয়োজক কানাডা।

**সংবাদ সংস্থা, লস অ্যাঞ্জেলস, ২৯ জুনঃ** লস অ্যাঞ্জেলসে রবিবার নকআউট পর্বের প্রথম ম্যাচটি ১-০ গোলে জিতেছে কানাডা। অধিকাংশ সময় বল দখলে রেখে, পাল্টা আক্রমণ নির্ভর ফুটবল খেলে দক্ষিণ আফ্রিকা। রক্ষণ জমাট হওয়ায় এবং পোস্টে রনওয়েন উইলিয়ামসের মতো বিশ্বস্ত একজন থাকায় হয়তো অতিরিক্ত সময় ও টাইব্রেকারে ম্যাচ টেনে নেওয়ার আশায় ছিল দলটি তাদের সেই আশা ভেঙে দিলেন অন্তুনজুস্তাক। পুরো ম্যাচে গোলের জন্য ১২টি শট নিয়ে সাতটি লক্ষ্যে রাখতে পারে জেসি মার্শের দল। দক্ষিণ আফ্রিকার ছয় শটের একটিই লক্ষ্যে ছিল। প্রথমবারের মতো নকআউট পর্বে ওঠা দুই দলই বেশ আত্মবিশ্বাসী শুরু করে। ফুটবল যদিও খুব গতিময় ছিল না, দুই পাশে গোলরক্ষকের তেমন পরীক্ষাও কেউ নিতে পারছিল না। ২১তম দারুণ একটা সুযোগ পায় কানাডা, কিন্তু হতাশ করেন ডেরেক কর্নেলিয়াস। সতীর্থের ক্রস ছয় গজ বক্সে ফাঁকায় পেয়েও ঠিকঠাক হেড করতে পারেননি মার্সেই ডিফেন্ডার। ধীরে ধীরে আক্রমণে চাপ বাড়ায় কানাডা, তবে রক্ষণে মজবুত ছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। ৪৫তম মিনিটে আবারও

গোলের কাছাকাছি যায় কানাডা। কর্নারে মোইস বোম্বিতো হেড গোলরক্ষককে ফাঁকি দিলেও, গোললাইন থেকে ফেরান ডিফেন্ডার মোদিবা, ফিরতি বল জটলার মধ্যে পেয়ে শট নেন বুকানান, কিন্তু সেটা সোজাসুজি যায় গোলরক্ষক বরাবর। ৬৫তম মিনিটে গতিময় প্রতি-আক্রমণে সতীর্থের থ্রু পাস ধরে ডি-বক্সে ঢুকে শট নেন ট্যানি ওলুয়াশেয়ি। এগিয়ে এসে সেটা রুখে দেন রনওয়েন উইলিয়ামস। তারপরও হুমকি ছিল, ডান দিকে বলের দিকে ছুটে যাচ্ছিলেন জোনাথান ডেভিড, বলের সঙ্গে তার স্পর্শের আগের মুহূর্তে অসাধারণভাবে ক্লিয়ার করেন সেন্টার-ব্যাক মেজিন বোয়াজ। ১০ মিনিট পর বদলি নামেন কানাডার তারকা ফুটবলার আলফুঁস ডেভিস। ক্লাব বায়ার্ন মিউনিখের হয়ে পাওয়া চোট কাটিয়ে ফিরলেন তিনি। ১৫ মাস পর জাতীয় দলের হয়ে মাঠে নামলেন এই ডিফেন্ডার। গত বছরের মার্চে দেশের হয়ে এখানেই খেলার সময় চোট পেয়েছিলেন ডেভিস। মাঠে নামার পরের মিনিটেই দারুণ একটি সুযোগ তৈরি করেন তিনি। তার পাস ধরে ২০ গজ দূর থেকে ডেভিডের শট পোস্ট ঘেঁষে বেরিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর, অন্য পাশে অ্যাপোলিসের দূর থেকে নেওয়া শট ঝাঁপিয়ে আটকান কানাডার গোলরক্ষক। যোগ করা সময়ের দ্বিতীয় মিনিটে অবশেষে মেলে গোলের দেখা। জন্সটনের ক্রস ডি-বক্সে হেডে ক্লিয়ার করেন একজন, কিন্তু ফিরতি বল ডি-বক্সের বাইরে পেয়ে বুক দিয়ে নামিয়ে দুর্দান্ত হাফ ভলিতে দলকে শেষ ষোলোয় পৌঁছে দেন মিডফিল্ডার অন্তুনজুস্তাক। বিশ্বকাপে প্রথম গোল পেলেন মেজর সকার লিগের এই ফুটবলার এবং সেটা কী অসাধারণ মুহূর্তেই না পেলেন!

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com